দরিদ্রতা আর বৃদ্ধি করিয়া কাজ নাই। শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে, কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হইয়া আমরণ পিতৃগৃহে থাকিবে, তাহাও শ্রেয়ঃ তথাপি কেহ অপাত্রে কন্যা দান করিবে না। অতএব, যদি কন্যার জন্য সুযোগ্য পাত্র না মিলে অথবা সুযোগ্য পাত্রে কন্যা দান করিবার উপযুক্ত অর্থ না থাকে, তবে শাস্ত্রকারদিগের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, তাঁহারা এরূপ পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে বিরত হউন। যদি আজিকার দিনে মন্বাদি শাস্ত্রকারগণ উপস্থিত থাকিয়া, বিবাহের এইরূপ পণপ্রথা প্রত্যক্ষ করিতেন, তবে তাঁহারা মুক্ত কণ্ঠে সকলকে বলিতেন "হে দীন দরিদ্র ভারতবাসি! তোমরা কখনই কন্যার বিবাহের চেষ্টা করিও না। ইহাতে লোকক্ষয় প্রভৃতি প্রভূত অমঙ্গল সাধিত হইবে সত্য, তথাপি তোমরা তোমাদের স্বর্ণ প্রতিমা অতল জলে বিসর্জ্জন করিও না। স্বহস্তে দেশের সর্ব্বনাশ ঘটাইও না। আমরা ব্যবস্থা দিতেছি, তোমাদের কুমারীগণ স্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়া, গৃহের সেবা সমাজের সেবা এবং বিশ্বের সেবা অবলম্বন করিয়া নারীজন্ম সার্থক করুক। সুপাত্রে কন্যা দান করিয়া যে পুণ্যাচরণ হয়, অক্ষম পিতা কন্যাকে পারিবারিক সুখ হইতে বিরতা করিয়া, ভগবচ্চরণে উৎসর্গ করিয়া রাখিলে তদধিক পুণ্যাচরণ হয়।" সেই সকল নিরপেক্ষ, সর্ব্বতত্ত্বদর্শী, সর্ব্বজন হিতৈষী আর্য্যগণ, আজিকার দিনে নিশ্চিত এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়া সমাজে শান্তি স্থাপন করিতেন। বরপণ প্রথা সমূলে উৎপাটিত হইলে দেশের বিশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

(উপসংহার)

আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার কালে আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে যাঁহাদের সহৃদয় সদাশয়, যাঁহারা স্বাবলম্বনকারী, উন্নত চেতা, যাঁহারা পারিবারিক সুখ শান্তি প্রার্থী, যাঁহারা সমাজ হিতৈষী এবং যাঁহারা এ দুর্ভাগা দেশকে উন্নত করিতে প্রাণপণ করিয়াছেন, তাঁহারা সমবেত চেষ্টাদ্বারা পণ প্রথা নিবারণে বদ্ধ পরিকর হউন। পণ প্রথা হইতে ব্যক্তি বিশেষের সুবিধা হইলেও যখন উহা সাধারণের বিশেষ অনিষ্টকর, তখন যে উহা সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। যাঁহারা দেশের আশা ও ভরসা স্থল, তাহারা তাঁহাদের দেশকে সকল কুপ্রথা ও কদাচার হইতে রক্ষা করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরিচয় দান করুন, তাঁহাদের দেশের জন্য এই উপকার করুন, ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

আমরা সত্য ও মঙ্গলের নির্দ্দেশে এই প্রবন্ধ আরম্ভ ও সমাপন করিলাম। কোনরূপ হিংসা বা বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া নহে। অতএব আমাদিগের উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সকলে ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

লেখিকা
বঙ্গবাসিনী

ভুল।

যোগেন বাবু কলিকাতার জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তাঁহার পশমের বড় কারখানা ছিল। নূন্যাধিক চারি সহস্র কর্ম্মচারী তাঁহার অধীনে কাজ করিত। তাঁহার অধুনাতন বিচিত্র বিশাল কলঘর খানা দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ ও বিস্মিত হন।

ব্যবসা বুদ্ধি যথেষ্ট থাকিলেও, রিপু দমন করিবার শক্তি তাঁহার একেবারে ছিল না। ক্রোধ তাঁহার সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া লইয়াছিল। তাঁহার প্রকৃতি এমনি উগ্র ছিল যে সামান্ত ত্রুটি বা ভ্রম তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। কর্ম্মচারিগণ তাঁহার ভয়ে সর্ব্বদা তটস্থ থাকিত, এমন কি তাঁহার সম্মুখীন হইতে কুণ্ঠিত হইত।

শুনা যায়, তাঁহার পত্নীর জীবদ্দশায় তাঁহার স্বভাব এতদূর কঠোর ছিল না। তিনি পত্নীর প্রতি বড়ই অনুরক্ত ছিলেন, এবং স্নেহপ্রাণা নারী তাঁহার রিপুকে কতকটা সংযত রাখিয়াছিলেন। পত্নীর মৃত্যুর পর তাঁহার প্রকৃতি পূর্ব্ববৎ উগ্রভাব ধারণ করে।

যতীন তাঁহার একমাত্র পুত্র। তিনি সর্ব্বদাই তাঁহাকে শাসনে রাখিতেন ও তাহার প্রত্যেক কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। কিন্তু ইদানীন্তন তাঁহার কঠোর শাসনে যুবকের স্বাধীন চিত্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। পিতার কথার প্রতিবাদ করিতে তাহার সাহসে কুলাইত না বটে, কিন্তু তাহার অন্তরাত্মা বিদ্রোহিভাব ধারণ করিয়াছিল।

শীতের প্রারম্ভে যতীন বায়ু পরিবর্ত্তনে বাহির হইয়াছিল। নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া যোগেন বাবু একখানি টেলিগ্রাম পাঠ করিতেছিলেন। কলের ঘর্ঘর রবে কর্ণটা কম্পিত হইতেছিল। দূরে কর্ম্মচারিগণের অস্ফুট কোলাহল শ্রুত হইতেছিল।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া যোগেন বাবু টেলিগ্রাম খানি দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার গম্ভীর মুখ কঠোর ভাব ধারণ করিল। তিনি অন্য মনস্ক ভাবে ধূম পান করিতে লাগিলেন।

দূরে গির্জ্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া সাতটা বাজিল। যোগেন বাবু উঠিয়া ভৃত্যকে ডাকিতে যাইবেন, এমন সময়ে যতীন সশঙ্কে কক্ষে প্রবেশ করিল।

পুত্রকে দেখিয়া বৃদ্ধ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, ওষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল। অতি কষ্টে ক্রোধ সংবরণ করিয়া কহিলেন, "তুমি এসেছ? এত দেরী হ'ল কেন? তোমার টেলীগ্রামের তাৎপর্য্য ত আমি বুঝিতে পারিলাম না। ব্যাপার কি? বস।

এই বলিয়া বৃদ্ধ পুনরায় উপবেশন

করিলেন। কিন্তু, যতীন বসিল না। দণ্ডায়মান হইয়া পিতার কার্য্য-কলাপ দেখিতে লাগিল। পিতার কুঞ্চিত ভ্রূ ও কম্পিত ওষ্ঠ দেখিয়া আজ সে ভীত হইল না—তাহার অন্তর টলিল না। এ যাবৎ-কাল সে তাঁহার আদেশ কখন অবহেলা করে নাই, তাঁহার বাক্যের কোনদিন প্রতিবাদ করে নাই। কিন্তু আজ সে স্থির প্রতিজ্ঞ। আজ আর সে পিতার আজ্ঞা ক্রীতদাসের ন্যায় পালন করিবে না। সে নির্ভিক ও স্থির দৃষ্টিতে পিতার ক্রোধ-রঞ্জিত কটাক্ষ অবলোকন করিতে লাগিল। বিরক্ত হইয়া যোগেন বাবু বলিলেন, "কি! দাঁড়িয়ে কেন? ব'স না।" যতীন নীরবে নিকটস্থ একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল। যোগেন বাবু পুনরায় কহিলেন, "তারপর! সব কথা খুলে ব'ল।"

যতীন পূর্ব্ববৎ নীরব, নিস্তব্ধ। বোধ হয় সে তাহার হৃদয়ের সমস্ত বল সঞ্চয় করিতেছিল।

যোগেন বাবু তখনই টেলিগ্রামখানি টেবিল হইতে উঠাইয়া লইয়া ক্রোধ-কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, "কাল সন্ধ্যাবেলা আমি এই টেলিগ্রাম পেয়েছি। তোমার এ টেলিগ্রাম পাঠাবার অভিপ্রায় বুঝতে পারলাম না। তুমি বিবাহ করিতে চাও! টেলিগ্রামে জানাইবার কি আবশ্যক ছিল? তুমি ত আসবেই। একদিন আর অপেক্ষা করিতে পারিলে না?"

যতীন তথাপি বাক্য হীন। কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় সে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। মধ্যে মধ্যে কেবল তাহার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিতেছিল।

যোগেন বাবু। কতদিন তুমি তাহাকে জা'ন?

যতীন। ২ মাস মাত্র। আমি যখন—

তাহার কথায় বাধা দিয়া যোগেন বাবু কহিলেন, "কি আশ্চর্য্য। এক দিনের মধ্যেই তুমি এমন অধৈর্য্য হ'য়ে উঠ্‌লে? ২৪ ঘণ্টাও আর অপেক্ষা করতে পারলে না? এতক্ষণ পর যতীন কথা কহিল, "আমি পূর্ব্বেই আপনাকে টেলিগ্রাম করিতাম, কিন্তু প্রথমে বুঝতে পারি নাই যে মায়া—"

সহসা সে থামিয়া গেল। পিতার নিকট তাহার হৃদয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে সে কেমন কুণ্ঠিত হইল।

যোগেন বাবু। বটে, তবে তোমাদের সব ঠিকঠাক হ'য়ে গে'ছে।

যতীন। হাঁ সবই ঠিক হইয়াছে।

তৎপরে আর্দ্রস্বরে সে কহিল, "বাবা আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি যে তাহাকে দেখিলে আপনার অমত হবে না—।"

বৃদ্ধ পূর্ব্ববৎ গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "তার বাপ কত টাকা দিতে পারিবে?"

যতীন ক্ষুব্ধ হইয়া কহিল, "তা'র বাপ? তা'র বাপ পাঁচ বৎসর হ'ল মারা গেছে। তা'দের বিষয় সম্পত্তি কিছুই নাই। তারা কিছুই দিতে পারবে না। আর আমাদেরই বা টাকার আবশ্যক কি?"

বৃদ্ধ রাগান্বিত হইয়া কহিলেন, "ভাল হয়েছে। আর কিছু বল্‌তে হবে না। আমি তা'র কথা, তা'র ইতিহাস কিছু শুন্‌তে চাই না। তা'রা বোধ হয় টাকার লোভেই তোমাকে বে' করবার জন্ত ধরে পড়েচে। তবে তুমি বেশ জে'নো আমি আমার টাকা অপাত্রে দিব না।"

যতীন বিবর্ণ হইয়া উঠিল। আপনাকে সংযত করিয়া সে ধীরে ধীরে কহিল "তা'র কথা আমি আপনাকে শুনাইতে চাই নাই। তা'র কথা তুলিবারই আবশ্যক ছিল না।

যোগেন বাবু। আবশ্যক ছিল না বটে। কিন্তু এখন সেই যে অনিষ্টের মূল হইয়াছে। যাক্, তোমরা কিরূপে তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবন চালাইতে চাও।"

যতীন। কেন, আমাদের অভাব কি?

যোগেন বাবু। অভাব যথেষ্ট আছে। তোমার নিজের কোন সম্পত্তি নাই। আমার অনুগ্রহের উপর তুমি নির্ভর করিতেছ।"

যতীন। আমি কাজ কর্‌ব—যেরূপে পারি অর্থ উপার্জ্জন কর্‌ব।

যোগেন বাবু। ব্যস্ত হইও না। কাজ! কাজের ব্যাপার তুমি কিছুই জান না। ও কথা মুখে বলা বড় সোজা, কিন্তু কাজ বড় শক্ত জিনিষ। অনেক কষ্ট করে, অনেক পরিশ্রম করে তবে অর্থ উপার্জ্জন করতে হয়। তোমার এখনও সে শিক্ষা হয় নাই। শোন তবে, আমার মত শোন। আমি স্থির করেছি বড় ঘরে তোমার বিবাহ দিব। গরীব ভিখারীর মেয়ে আমার বাড়ীতে এনে আমি অর্থের অপচয় করিব না।

ঘৃণায় যতীনের হৃদয় জর্জ্জরিত হইল। কিন্তু সহসা পিতার সহিত কলহ করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। মনভাব গোপন করিয়া সে সহজ ভাবে কহিল, "আপনার ত টাকার অভাব নাই। তবে বৃথা কেন এত বচসা—তর্কবিতর্ক? আপনার অনুমতি কি পাব না?

যোগেন বাবু। না—কখনই নয়। এ বে'তে আমি কখনও মত দিতে পারি না।

স্থির প্রতিজ্ঞ যতীন এবার কঠিন হইয়া কহিল, "বেশ কথা। বিবাহের যখন সব স্থির হইয়া গিয়াছে, তখন এ বিষয়ে তর্ক নিষ্প্রয়োজন, এখন আপনার কি ইচ্ছা।

কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তার পর বৃদ্ধ একখানি চেক্‌বই টানিয়া লইয়া লিখিতে লাগিলেন। পরে কহিলেন, "দেখ, যতীন, যদি তুমি এ সম্বন্ধ ত্যাগ কর, তবে তোমাকে আমি এক লক্ষ টাকার চেক দিব। আর যদি তুমি আমার অমতে বিবাহ কর তবে তোমার সহিত আমার এই শেষ।"

বৃদ্ধের আর বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না। তাঁহার কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল। এক মাত্র পুত্রকে তিনি যথার্থই বড় ভাল বাসিতেন। তাহাকে গৃহ হইতে বিতা-

ড়িত করিতে ও তাঁহার সঞ্চিত অর্থ হইতে বঞ্চিত করিতে বৃদ্ধের কঠিন হৃদয়ও ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি কেবল ভাবিতেছিলেন যতীন লক্ষ টাকার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিবে না।

যতীন ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল। পরে বল সঞ্চয় করিয়া কহিল, "এই আপনার শেষ কথা ?"

বৃদ্ধ কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। মানসিক উত্তেজনায় তাঁহার দেহ কাঁপিতেছিল। তাঁহার একবার মনে হইল যে বিবাদে আর কাজ নাই, পুত্রের প্রস্তাবে সম্মতি দান করেন। কিন্তু মেঘ আসিয়া আকাশের উজ্জ্বল জ্যোৎস্নাকে যেমন আবৃত করিয়া ফেলে, তেমনি গর্ব্ব আসিয়া বৃদ্ধের হৃদয়ের উদ্বেলিত স্নেহকে আবৃত করিয়া ফেলিল।

যতীনের হৃদয়ও আবেগে ভরিয়া উঠিয়াছিল। আজন্ম-পালিত, বাল্য-স্মৃতি-বিজড়িত গৃহ সহসা ত্যাগ করিতে সেও সঙ্কুচিত হইল। স্নেহময়ী জননীর মুখ তাহার মনে পড়িল, সে মর্ম্মাহত হইল।

যতীন পুনরায় কাতর-কণ্ঠে কহিল, "এই কি আপনার স্থির প্রতিজ্ঞা।" কর্কশ-স্বরে যোগেন বাবু কহিলেন, "আমার আর বলিবার কিছুই নাই। কিন্তু তাঁহার কর্কশ-কণ্ঠও যেন আবেগে পূর্ণ হইয়াছিল।

উভয়েই নীরব। এবার বৃদ্ধের ধৈর্য্য টলিল। তিনি বিচলিত হইয়া বলিলেন, "নির্ব্বোধ মূর্খ—সামান্ত খেয়ালের জন্ত তুমি কতটা বিসর্জ্জন করিতেছ বুঝিতে পারিতেছ না ?"

যতীন উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "বেশ বুঝেছি। কিন্তু বাবা টাকাতে সুখ হয় না। টাকা ত আপনার অনেক আছে কিন্তু তথাপি আপনি অসুখী কেন ? আমি নিঃসম্বল হ'য়েও সুখ পেয়েছি। মনে করেছিলাম, আপনাকেও সুখী করিব। কিন্তু—যাক্।"

যতীন ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। তাহার নয়ন-পল্লব অশ্রু সিক্ত হইল।

তাঁহার সেই সুবৃহৎ প্রাসাদের মধ্যে যোগেন বাবু নির্জ্জনে দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

দিনগুলি নানা প্রকার কাজ-কর্ম্মে কোন মতে কাটিয়া যাইত। কিন্তু সন্ধ্যা-ভ্রমণের পর একাকী গৃহে ফিরিতে তাহার মনটা কেমন ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিত। সুবৃহৎ চেয়ার পরিবেষ্টিত টেবিলে একাকী ভোজন করিতে কেমন তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। শূন্য পরিত্যক্ত চেয়ারগুলি যেন তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিত—শূন্য কক্ষাবলী যেন তাঁহাকে তিরস্কার করিত। এ কি! এ যে তাঁহার পক্ষে নির্জ্জন কারাবাস।

বৃদ্ধের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে পুত্র ফিরিয়া আসিবে। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, নিঃসম্বল পুত্রকে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে। অর্থকে তাচ্ছিল্য করিবে এমন শক্তি কাহারও নাই।

কিন্তু দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। মাসের পর মাস অতিবাহিত হইল, তথাপি যতীনের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। সে অতিতের মত একেবারে অন্তর্হিত হইল।

যোগেন বাবু চিন্তান্বিত হইলেন। তাঁহার মন আর কোন মতে সান্ত্বনা মানিতে চাহিল না। তাঁহার শূন্য হৃদয়ে একটা অব্যক্ত ক্রন্দন আসিতে লাগিল। স্নেহের অভাব ও পরিজনের সঙ্গ তাঁহার বুক চাপিয়া ধরিল।

আপনার মনকে শান্ত করিবার নিমিত্ত তিনি ব্যবসায়ে চিত্ত-সংযোগ করিলেন। অন্তর্নিহিত কোমল বৃত্তিগুলিকে আমল না দিয়া তিনি তাঁহার ব্যবসা বৃদ্ধি করিবার মানসে দিবারাত্রি পরিশ্রম করিতে লাগিলেন।

তাঁহার অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও অদম্য অধ্যবসায় সফল হইল। তাঁহার ব্যবসা ফাঁপিয়া উঠিল। তাঁহার যশ ও প্রতিপত্তি সমগ্র ভারতবর্ষে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। ক্রোর মুদ্রা তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

কিন্তু হায়! তাঁহার অর্থ ভোগ করিবে কে? যাহাদের লইয়া যোগেন বাবুর ভোগ সুখ, তাহারা কোথায়? কোথায় তাঁহার স্নেহের পুত্র?—তিনিই যে তাহাকে বিতাড়িত করিয়াছেন।

পূর্ব্বে কাজের গোলমালে দিনগুলি একপ্রকারে অতিবাহিত হইয়াছিল। কিন্তু এখন অবসরের সময় তাহারা একটা বোঝার ন্যায় হইয়া উঠিল। দুর্দ্দমনীয় মনকে তিনি কোন মতে ঠেকাইতে পারিলেন না, অন্তরের সে অসীম অভাব তিনি কোন মতে পূরণ করিতে সমর্থ হইলেন না।

ক্রমে সেই জনশূন্য সঙ্গিহীন জীবন যাপন করা তাঁহার পক্ষে সুকঠিন হইয়া উঠিল। পুত্রের প্রত্যাবর্ত্তনের আশা যতই ক্ষীণ হইতে লাগিল, গৃহের সেই দারুণ স্তব্ধভাব ততই তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। আশাহীন, সুখহীন ও নিরানন্দ জীবন তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল।

শেষে তিনি আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার গর্ব্ব চূর্ণ হইল, অর্থ-মোহ ভাঙ্গিয়া গেল। পুত্রের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যেরূপে পারি পুত্রকে ফিরাইয়া আনিব।

পুত্রের অনুসন্ধানের জন্য যোগেন বাবু ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু তাহার কোন সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাঁহারা পিতা পুত্রে একত্রে থাকিতেন বটে, কিন্তু বৃদ্ধ যতীনের বন্ধুবান্ধবের কোন খোঁজই রাখিতেন না। যতীন কোথায় খেলাইতে যাইত অথবা কোথায় গল্পগুজব করিত, বৃদ্ধ তাহার কিছুই জানিতেন না।

সুতরাং তিনি বিষম সমস্যায় পড়িলেন। বহু কষ্টে তিনি যতীনের কয়েকটী বন্ধুর খোঁজ পাইলেন। কিন্তু তাহারা যতীনের

পলায়ন-বৃত্তান্ত কিছুই জানে না। ব্যর্থ হইয়া বৃদ্ধকে ফিরিতে হইল।

যোগেন বাবু স্থির করিলেন যতীনের প্রণয়িনী নিশ্চয়ই যতীনের সংবাদ জানে। কিন্তু বালিকার সন্ধান তিনি কিরূপে পাইবেন? তিনি শুনিয়াছিলেন বালিকার নাম মায়া। কিন্তু নাম ব্যতিরেকে তাহাদের আর কোন খবর তিনি জানিতেন না। এ বিশাল জগতে মায়ার সন্ধান তিনি কিরূপে পাইবেন? পূর্ব্বে যতীনের নিকট বালিকার সমস্ত ইতিহাস শুনেন নাই বলিয়া আজ তিনি আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

যোগেন বাবু ভাবনায় অস্থির হইলেন। পুত্রের সন্ধান চিন্তা তাঁহার হৃদয় আলোড়িত করিয়া তুলিল। কাজ কর্ম্ম তাঁহার বিরক্তিকর হইল। অন্নে তাঁহার রুচি রহিল না, রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা হইত না।

সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার সুযোগ মিলিল। একদিন সান্ধ্য-ভ্রমণের পর তিনি গৃহে ফিরিতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন পথের অপর পার্শ্বে দুইটী যুবক গল্প করিতে করিতে যাইতেছে। "মিহিজাম্ বেশ জায়গা। আমি গত বৎসর পূজার সময় সেখানে গিয়াছিলাম।" যুবকদ্বয় চলিয়া গেল। আর কিছু শোনা গেল না।

মিহিজাম! মিহিজাম! এ জায়গাটার নাম তাঁহার চেনা চেনা বলিয়া ঠেকিল। কোথায় কাহার নিকট এ নামটা তিনি শুনিয়াছিলেন। সহসা তাহার মনে পড়িয়া গেল—মিহিজাম্ হইতেই যতীন টেলিগ্রাম করিয়াছিল। মিহিজামেই মায়ার সহিত তাহার সাক্ষাত হয়। হর্ষে তাহার হৃদয় লাফাইয়া উঠিল। মায়ার সন্ধান এবার তিনি নিশ্চয়ই পাইবেন।

পর দিন পূর্ব্বাহ্নে আহারের পরই একটি ছোট হ্যাণ্ড ব্যাগ লইয়া যোগেনবাবু বাহির হইয়া পড়িলেন। ষ্টেশনে পৌছিয়া দেখিলেন ট্রেন ছাড়িতে তখনও অর্দ্ধ ঘণ্টা বিলম্ব আছে। এক খানা খবরের কাগজ কিনিয়া তিনি গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। ট্রেন ছাড়িলে তিনি যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। উত্তেজনায় তিনি ঘড়িটা পর্য্যন্ত ফেলিয়া আসিয়াছিলেন।

ট্রেন ছুটিতে লাগিল। কত মাঠ, কত ঘাট, কত ক্ষেত ও কত পথ অতিক্রম করিয়া ট্রেন চলিল। যোগেন বাবু বেঞ্চে বসিয়া ভাবিতেছিলেন—মায়া কত মেয়ের নাম আছে, কিরূপে তিনি বালিকাকে খুঁজিয়া বাহির করিবেন? তাহার আকৃতি প্রকৃতি কিছুই তাঁহার জানা নাই। একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় তিনি বিচলিত হইলেন। তাঁহার উল্লাস ও স্ফূর্ত্তি যেন একটু হ্রাস হইয়া গেল।

মিহিজামে পৌছিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল। ওয়েটিং রুমে চা পান করিয়া তিনি বাহির হইবেন, সহসা বিনয় বাবুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। বিনয় বাবুর সহিত ব্যবসা-সূত্রে তাঁহার আলাপ হইয়া ছিল।

সেই ক্ষুদ্র পল্লীতে সহসা যোগেন

বাবুকে দেখিয়া বিনয় বাবু বিস্মিত হই-লেন। পল্লীটি স্বাস্থ্যকর সন্দেহ নাই, কিন্তু যোগেন বাবুর মতন বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তির পক্ষে ইহা অতি সামান্য।

যোগেন বাবুও বিনয় বাবুকে পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন, ভাবিলেন বিনয় বাবু নিশ্চয়ই এই পল্লীর পরিচিত, মায়ার সংবাদ হয়ত বলিতে পারিবেন।

যথাযোগ্য সম্ভাষণের পর বিনয় বাবু বলিলেন, "আমি দুইদিনের জন্য এখানে এসেছি। আজ আমার ভগীর জন্মদিন। তা'র নিমন্ত্রণ আর উপেক্ষা করতে পার্‌লাম না।"

যোগেন বাবু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। বিনয় বাবুও যে এখানকার অপরিচিত তাহা তখন বুঝিলেন। ক্ষণেক চিন্তার পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা! আপনার ভগীর নাম কি মায়া?

এ প্রশ্নের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া বিস্মিত হওয়া বিনয় বাবু বলিলেন, "না—তা'র নাম লাবণ্য। আমি পছন্দ করিয়া তা'র এই নাম রেখেছিলাম।"

(ক্রমশঃ)

মহাত্মা কবিরের কয়েকটী উপদেশ।

কবির—সুমিরণ মন্ লাগৈ নাহি, জগসোঁ সমিটা যায়। কহ হিঁ কবির শুন সাধুয়া, তাকা কাহা উপায়।

কবির বলিতেছেন স্মরণ করিতে মন লাগেই না। জগতের দৃশ্যমান পদার্থে মন লাগিয়া থাকে, কবির বলেন সাধু শুন তাহার উপায় কি?

কবির—সুমিরণ্ সে মন্ লাগৈ, জগসোঁ
হোয়ে নিরাশ।
কায়াকো সুখ ছোড়ি কেয়, জগসোঁ
হোয়ে উদাস্।

কবির বলিতেছেন স্মরণ করিতে যখন মন লাগে, তখন জগৎ হইতে মন নিরাশ হয় ও শরীরের সুখ ছাড়িয়া দিয়া জগৎ হইতে উদাস হয়।

কবির—সুমিরণ মন্ লাগৈ নাহি, বিখে হলাহল খায়। কবির হাট্ কানা রহে, করি করি থকে উপায়।

কবির বলিতেছেন স্মরণ করিতে ত মন লাগে না, সুখ হইবে মনে করিয়া হলাহল পান করে।

কবির বলেন, ঐ বিষয়রূপ বিষের জ্বালায় ছট্ ফট্ করিয়া আবার করিব করিব মনে করে।

কবির চিন্‌হ য্যাসা হরি জানিয়া, তিন্ হুকো ত্যাসা লাভ
ব্যায়সে পিয়াস ন ভজাই, যব লাগি ধযেন আর। ১

কবির বলিতেছেন যিনি, যেমন হরিকে জানিয়াছেন তাঁহার সেইরূপ লাভ, যেমন যত টুকু জল পান করিবে, পিপাসাও তত টুকু নিবারণ হইবে। যখন একেবারে বেশী

পরিমাণে জল পান করিবে তখন পিপাসা আর লাগিবে না। ১

কবির রাম নাম কি লুট হায়, লুটিশকে সোলুট্।

ফেরি পাছে পছ তাওগে, যব তন্ যইহে ছুট। ২

কবির বলিতেছেন রাম নামের লুট হইতেছে, যদি লুটিবার ইচ্ছা হয় তবে লুটিয়া লও, নচেৎ দেহত্যাগের সময় বড় অনুতাপ হইবে। ২

কবির ইস্ ছনিয়ামে আইকোয়,
ছোড়ি দেও তোম আঁয়েট্।
লেনা হোয় সো লেইলে, উঠি যাতু হায় পায়েট।

কবির বলিতেছেন এই জগতে এক মুহুর্ত্তের জন্য আসিয়াছ, অহঙ্কার করিও না। আর যদি হরিনাম লইতে হয়ত এই বেলা লও, কারণ দিন দিন তোমার প্রাণ উঠিয়া যাইতেছে অর্থাৎ দিন দিন তোমার আয়ু শেষ হইয়া আসিতেছে)। ৩

কবির কুক বন্দে তু বন্দেগি,
যো পাওয়ে পাক্ দিদার।
আঁও সব মানুখ জন্মকা,
হোয় না বারম্বার। ৪

কবির বলিতেছেন যদি তুমি ভগবান ব্রহ্মকে পাইহা থাক তাহা হইলে বন্দনা করিয়া লও, কারণ এরূপ মনুষ্য জন্ম বারম্বার আর হইবে না। ৪

কবির—যোহি মারগ সাঁইমিলে,
তাঁহি চলো কবি হোস্।
ফেরি পাছে পাছুতাওগে কহেনা মানসী রোষ। ৫

কবির বলিতেছেন যে রাস্তায় ব্রহ্মকে পাওয়া যায় তাহাতে খুব সাবধানে চলিবে, কারণ তাহা না হইলে পশ্চাতে অনুতাপ হইবে, আর যদি আমার কথা না শুন তাহা হইলে মনেতে রাগ হইবে। ৫

কবির যাঁহা মতিছকি ঝালরী
হীরছকো পরগাশ।
চাঁদ সূর্য্য কি গমি নহি, তাঁহা দরশন্ পাওয়ে দাস। ৬

কবির বলিতেছেন যে স্থানে মতির ঝালর ঝুলিতেছে ও হীরার ন্যায় জ্যোতি প্রকাশ হইতেছে, যেস্থানে চন্দ্র সূর্য্যেরও যাইবার উপায় নাই, এমন স্থলে যাইবার একমাত্র উপায়—যিনি দাস ভাব অবলম্বন করিতে পারেন তিনি (অর্থাৎ নিরহঙ্কারী ব্যক্তি) দর্শন পান। ৬

কবির সুরতি কওঁলমে বইঠকে,
অমী সরোয়র চাখ।
কঁহে কবির বিচারকৈ, তব শান্ত বিবেকী ভাখ। ৭

কবির বলিতেছেন সুন্দর ইচ্ছারূপ কমলে বসিয়া অমৃতরূপ সরোবর রস আস্বাদন কর, কবির বিচার করিয়া কহিতেছেন যে তাহা কেবল শান্ত বিবেকী ব্যক্তিরাই পারেন, অপরে নয়। ৭"

কবির হরি রস্ এয়োপিয়া, বাকি রহিম ছাক।

পাকা কলস্ কোঁ ভারকা, বহুরী চড়ে নহিঁ চাক। ৮

কবির বলিতেছেন হরিরস যে একবার পান করিয়াছে তাহার আর কোন রসের সক্ থাকে না, যেমন পোড়া কলসি আর কুমারের চাকে চড়ে না। ৮

কবির হরিরস মাহঙ্গে পিয়ন্তা,
ছোড়ি জীওয়নকি বাণ।
মাথা সাটে সাঁই মিলে, তব্ব লাগি সুলভ্ জান। ৯

কবির বলিতেছেন হরিরস বড় দুষ্প্রাপ্য, তাহা যদি পান করিতে চাও তাহা হইলে জীবনের আশা ছাড়িয়া দাও, তবে যদি মাথা কাটিয়া দিতে পার তাহা হইলে একদিন সাঁই মিলিবে (তখন সুলভ হইবে)। ৯

কবির বির্ছয়ো ঢুঁড়ে বীজকোঁ, বীজ বির্ছকেনা পাঁহিনিওজো ঢুঁড়ে বর্দ্ধকো, ব্রহ্মজিওকে মাহি। ১০

কবির বলিতেছেন বৃক্ষ বীজকে খুজিতেছে কিন্তু বীজ বৃক্ষেতেই রহিয়াছে অথচ খুজিয়া বেড়াইতেছে, এইরূপ সকলে ব্রহ্মকে খুজিয়া বেড়াইতেছেন কিন্তু ব্রহ্ম যিনি তিনি জীবের মধ্যেই রহিয়াছেন। ১০

কবির বাদ বিবাদ বীথয় ঘনা,
বোলে বহুত উপাধি।
মৌনরূপ যহি হরি ভজে, সো কোই জানে সাধি। ১১

কবির বলিতেছেন বেশী কথা বার্ত্তায় বিষয় বুদ্ধি বাড়িতে পারে, আর অনেক উপাধির কথাই বলে, আর যিনি সাধন করেন, যিনি মৌনভাবে হরির ভজন করেন, তিনিই জানিয়াছেন। ১১

কবির—সুরতি টেকুরিলো লেজুরি,
মন নিতি ডার নিহার
কোল কুথামি প্রেম রস, পীওয়ে বারম্বার। ১২

কবির বলিতেছেন স্থির মনে টেকুয়ার সুতা বাহির কর, ও সর্ব্বদা তাহাতে মন ফেলিয়া রাখ, কমলের মধ্যে যে কুয়া আছে তাহাতে প্রেমরসও আছে তাহাই বারবার পান কর। ১২

কবির চৈতভি রহোঁ ন বিসরোঁ,
তু পদ দরশিথায়।
এহ অঙ্গ বঁদরো ভলা, যব তুম সোঁ মিলিয়া আয়। ১৩

কবির বলিতেছেন সর্ব্বদা চিন্তা করিও, ভুলিও না, যেন তোমার পাদপদ্মেতে মন থাকে, এই শরীর যদি বাঁদরের মতন হইয়া যায় সেও ভাল, যদি তোমাতে মিলিয়া থাকিতে পারি, নচেৎ সকলেই বৃথা। ১৩

শিশুজীবন ও কিণ্ডারগার্টেন।

নীতিজ্ঞানের পুষ্টিসাধন।

প্রথম প্রস্তাব।

শিশুর জন্ম হইতে সর্ব্বদা উপযুক্ত যত্নের সহিত আমরা যদি তাহার শারীরিক ও মানসিক সকল বিষয় ও বৃত্তির পুষ্টিসাধন করিতে চেষ্টা করি, ও তাহার স্বভাব বুঝিয়া ঐ বাল্য প্রকৃতির সকল ভাগের একপ্রকার বৃদ্ধি সাধন করিতে প্রয়াস পাই, তাহা হইলে উহার সঙ্গে সঙ্গে শিশুকে যে কেবল তাহার নীতিজ্ঞানের পুষ্টি সাধনের জন্য প্রস্তুত করা হয়, এমন নয় উহাতে ঐ মহা কার্য্যেরও একপ্রকার আরম্ভ হইয়া থাকে।

শিশুর মানসিক পুষ্টিসাধন হইতে নৈতিক পুষ্টিসাধনের কি কিছু প্রভেদ আছে?—হাঁ আছে, কিন্তু ঐ বিভিন্নতা অতি সূক্ষ্ম। মানসিক জ্ঞানের সম্পূর্ণ পুষ্টি-সাধনকেই নীতি জ্ঞান বলিয়া ধরা যাইতে পারে। তবে শারীরিক শিক্ষার জন্য শিশুর স্বভাব সম্বন্ধে পিতামাতার সকল বিষয়ে জ্ঞানী হওয়া আবশ্যক। আর তাঁহারা যদি স্নেহ, প্রেম, বিশ্বাস ও দৃঢ়তা দ্বারা ঐ জ্ঞানের চালনা করেন, তাহা হইলে শিশু নিশ্চয়ই সুনিয়মে উহা পালন করিয়া তাহার প্রেম ও ভক্তির পরিচয় দিবে। শৈশব কালের মানসিক শিক্ষার জন্যও ঐরূপ ভিত্তির আবশ্যক। আর পিতামাতা যদি সকল নিয়ম ও শিক্ষা পালন করিয়া চলিতে পারেন, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর হৃদয়ে যত নৈতিক সাধনের ভিত্তি গাঁথা হইয়া থাকে।

তবে কি নীতি জ্ঞান ব্যতীত যথার্থ বুদ্ধি বিকাশ হওয়া সম্ভব? আমরা দৈনিক অভিজ্ঞতা দ্বারা জানিয়াছি যে উহা সম্ভব বটে। আমরা উপযুক্ত নৈতিক উন্নতি বিনা জ্ঞানবুদ্ধির স্থিতি যতই অস্বীকার করি না কেন, আমাদের চারিদিকস্থ মানব জীবনে ইহা স্পষ্ট দেখা যায় যে অনেক অতি উন্নত বুদ্ধিমান্ ও জ্ঞানবান লোকও সর্ব্বদা নীতি জ্ঞানকে অবহেলা করিয়া থাকেন। সেই কারণে শিশুদের শৈশবকাল হইতে নীতিশিক্ষার ধারা আমি এই প্রবন্ধে লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ বলেন যে শিশুর যত মানসিক সরলতা, সৌন্দর্য্য ও ধর্ম্মভাব, নীতিজ্ঞানের চর্চ্চা প্রভৃতি গুণ, তাহা সে শৈশবকালে তাহার মাতার নিকট হইতে শিক্ষা করে।

প্রেম, বিশ্বাস, কৃতজ্ঞতা, ভক্তি, ধৈর্য্য, বাধ্যতা, অন্তরাত্মার জ্ঞান ও ধর্ম্ম এ সকলেরই অঙ্কুর শিশুহৃদয়ে তাহার জননীর নিরন্তর প্রবাহিত অপরিসীম স্নেহবারি হইতেই উৎপন্ন হয়। মার প্রতি শিশুর যে আকর্ষণ ও ভালবাসা, তাহাই মানব জাতির সর্ব্বপ্রথম বিশুদ্ধতম

প্রেম। ঐ নূতন জীব মাতার নিকট হইতেই ঐ সকল ধর্ম্ম ও উহার চালনা সর্ব্বাগ্রে জানিতে পারে, আর সময়ে উহাই সে তাহার চারিদিকস্থ অন্যান্য মানুষের প্রতি অর্পণ করে, এবং পরে তাহার আত্মা উপযুক্ত রূপে প্রশস্ত ও পরিপুষ্ট হইলে সে ঐ ধর্ম্মভাব ঈশ্বরে সমর্পণ করে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শিশুবুদ্ধি প্রথম বিকাশ পাইবার সময় প্রেম, বিশ্বাস ও সত্যবাদিতা দ্বারা উহাকে অতি সতর্কভাবে ধরিয়া রাখা আবশ্যক। ঐ সকল গুণই মানব জীবনে প্রশস্ত নীতিজ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তি।

মা জননী ভালবাসা শিখাও সন্তানে,
শুধু শিখাইতে পার প্রেম দিয়ে তারে।

এই প্রথম মধুর সুশিক্ষার দ্বারা সন্তানের অন্যান্য গুণেরও পথ পরিষ্কার হয়। ঐ সকল যে শুধু প্রেম হইতে জন্মায় তাহা নহে, কিন্তু প্রেমেতে উহাদের শিকড় বসিয়া যায়। শিশুর বাল্যকালের ভাল বাসার স্বভাব নৈতিক প্রেমের মত একটা গুণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে না, কিন্তু উহা চরিত্র ও নীতির ভিত্তি স্বরূপ। উহার উপর এমন সকল গুণের মূল স্থাপিত থাকিতে পারে যে সময়ে তাহা দ্বারা প্রেম আরও উন্নত হইয়া নীতিজ্ঞানের সমান হইতে পারে। যে শিশু জন্ম হইতে চিরদিন পিতামাতার স্নেহে ডুবিয়া থাকে ও যাহাকে জননী নিরন্তর প্রেম ও যত্নের সহিত লালন পালন করেন, সে সুস্থ ও সবল হইলে স্বর্গীয় দূতের ন্যায় সতত আনন্দে ভাসিয়া থাকে। তাহার সেই আনন্দ দেখিয়া কেবল পিতা মাতা নহে, যে কেহ তাহার কাছে আসে সেই আনন্দিত হয়। শিশু জীবনের সরল, পবিত্র ও পূর্ণ আনন্দ আমাদের হৃদয়ের প্রতি ছিদ্রে প্রবেশ করে। আমরা অধিক দিন ঐ নির্ম্মল সুখের অধিকারী না হইলেও শিশুর ঐ অপরিসীম আনন্দ দেখিয়া ক্ষণেকের জন্য ও নিজেদের যত দুঃখ জ্বালা সব ভুলিয়া যাই। দেখ, কেহ নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র শিশু কত আহ্লাদ প্রকাশ করে, আর পিতা মাতাকে দর্শন করিলে তাহার ঐ উল্লাস কত অধিক প্রবল হইয়া উঠে। শিশুর আত্মীয়েরা তাহাকে কোলে লইবার জন্য ও তাহাকে সুখে রাখিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা কত আয়োজন করিয়া থাকেন, এবং শিশু হাসি, চিৎকার ও লাফালাফি করিয়া কেমন মিষ্টভাবে তাঁহাদের ঐ যত্নের পুরস্কার দেয়। প্রাপ্তবয়স্ক লোকের চক্ষে শিশুদৃশ্যের মত মনোহর দৃশ্য আর কিছু নাই। সন্তান মানব গৃহে উৎকৃষ্ট প্রেমের চিত্র স্বরূপ। তাহার ঐ সৌন্দর্য্য ও মধুরতা পিতা মাতার প্রেমের দ্বারা পরিপুষ্ট হইলে অধিকতর রমণীয় হয়। তাঁহাদিগের স্নেহ দ্বারা ঐ শিশুহৃদয় এইরূপে কর্ষিত হয় যে, ইহার মধ্যেই তাহাতে উত্তম বীজের অঙ্কুর গজাইয়া থাকে, আর সময়ে উহা হইতে অতি উৎকৃষ্ট ফলের আশা করা যাইতে পারে।

কিন্তু পিতামাতা ভাবিবেন না যে ঐ সকল অঙ্কুর বিনা যত্নে আপনা আপনি

বড় হইয়া সুফল দান করিবে। এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের যত্নে কেবল ভূমি প্রস্তুত হইয়াছে মাত্র। আমাদের চারিদিকে অনেক সুন্দর শিশু আছে, কিন্তু প্রত্যেক মাতার কাছে তাঁহার নিজের শিশুই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও উৎকৃষ্ট বোধ হয়। তথাচ সমস্ত জগতে অতি উচ্চ ও মহৎ চরিত্রের এত অভাব যে তাহাতে বোধ হয় জননীগণ বাল্যকালে শিশুদিগকে ক্রোড়ে ধরিয়া যে সব মহাকার্য্যের আশা করেন, তাঁহাদের জীবনের প্রকৃত শিক্ষার অভাবে কিম্বা আর কোন কারণে তাঁহাদের সে সুন্দর বাল্য চরিত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে অতি বিভৎস আকার ধারণ করে। শিশুর স্বভাবকে স্বার্থপর ও কর্কশ করিবার এক প্রধান কারণ—তাহাদিগকে সর্ব্বদা নিজের ইচ্ছামত চলিতে দেওয়া। শিশু দিন রাত কত প্রকার অদ্ভুত দ্রব্যের জন্য বায়না করে, কিন্তু তাহাকে সকল সময়েই তাহার ইচ্ছামত জিনিষ দিয়া সন্তুষ্ট করিবার প্রয়াস পাইলে পিতামাতা সন্তানকে পরে যথেচ্ছাচারী ও দুর্দ্দান্ত মানুষে পরিণত করিবেন। বাল্যকালে শিশুর ঐ সকল দ্রব্যের আকাঙ্ক্ষা না থামাইলে সময়ে সে অন্যকে কষ্ট দিয়াও নিজের সুখের জন্য কোন জিনিষ লইতে বা কোন কর্ম্ম সাধন করিতে বিমুখ হইবে না। সুতরাং শিশু যাহাতে না স্বার্থপর হইতে শিখে, তাহার জন্য জননী মাত্রেরই যত্নবতী হওয়া আবশ্যক। শিশুর মনে তাহার সঙ্গী ও অন্যান্য লোকের প্রতি ভালবাসার সঞ্চার করিতে পারিলে ঐ দোষ আপনা হইতেই চলিয়া যাইবে। সেই জন্য শিশুর প্রেম বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যাহাতে নীতি জ্ঞানের ফল উৎপাদন করে, এরূপ করিতে হইলে বিশ্বাস, কৃতজ্ঞতা, ধৈর্য্য ও বাধ্যতা দ্বারা ঐ প্রেমের পুষ্টিসাধন করা কর্ত্তব্য।

ক্রমশঃ

মিসেস, ডি, এন, দাস।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বড়লাটের কলিকাতা আগমন ও তাঁহার সংবর্দ্ধনা—বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ মহোদয় প্রায় দুই বৎসর পরে বিগত ২৩শে ডিসেম্বর বড় দিনের সময় কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে কলিকাতা ক্লাবের সদস্যগণ একটী ভোজ সভার আয়োজন করিয়া লর্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুরের সংবর্দ্ধনা করিয়াছেন।

লেডী ডাক্তার নিয়োগ—এইরূপ শুনা যাইতেছে যে এ দেশের মহিলাদিগের চিকিৎসার সুবিধার জন্য জাতীয় সমিতি নামে একটী সভা গঠিত হইয়াছে। উক্ত সভার চেষ্টায় কাউণ্টেস অব ডফারিণ ধনভাণ্ডারের ব্যয়ে চব্বিশ জন লেডী ডাক্তারকে উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে। শুনা যায় এই লেডী

ডাক্তারদিগের মাসিক বেতন ৩৫০ হইতে ৫৫০ পর্য্যন্ত দেওয়া হইবে। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম শ্রীযুক্তা যামিনী সেন ইহাঁদের মধ্যে একজন নিযুক্ত হইয়াছেন। আশা করা যায় এই সকল অনুষ্ঠান দ্বারা এ দেশের মহিলা ডাক্তারদিগের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে।

নববর্ষের উপাধিদান—এ বৎসর নববর্ষে বঙ্গদেশের নিম্নলিখিত ব্যক্তি দিগকে উপাধি প্রদত্ত হইয়াছে।

মিঃ সৈয়দ আলি ইমান, কে, সি, এস, আই। মিঃ বি, এল, গুপ্ত, সি, এস, আই। ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, সি, আই, ই। কৈশর ই হিন্দ (স্বর্ণ পদক) বর্দ্ধমানের মহারাজা বনবিহারী কাপুর। কৈশর-ই-হিন্দ (রৌপ্য পদক) বর্দ্ধমানের অস্থায়ী কলেক্টর ও ম্যাজিষ্ট্রেট শশীভূষণ মল্লিক। কুমার দীনেন্দ্রনারায়ণ রায়, রাজা। খাঁ বাহাদুর মোলবী মহম্মদ আলি নবাব চৌধুরী, ত্রিপুরা, নবাব।

শঙ্করলাল মহেশ্বর শাস্ত্রী, কাথিওয়ার ও পণ্ডিত পরমেশ্বর ঝা বৈয়াকরণ কেশরী, দ্বারবঙ্গ, মহামহোপাধ্যায়।

হরিনাথ রায় ও মিঃ জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী দেওয়ান, বাহাদুর। বাবু কৃষ্ণকালি মুখার্জ্জি, রায় বাহাদুর।

ইংলণ্ডে রাজস্ব আয়—বিগত তিন মাসে ইংলণ্ডে সর্ব্বসমেত ৮৩ কোটি ৫৫ লক্ষ ৩৪ হাজার ৪ শত ৯০ টাকা রাজস্ব আয় হইয়াছে। গত পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় এ বৎসর ৮৯ লক্ষ ৩৮ হাজার ৮ শত ১৪ টাকা অধিক আয় হইয়াছে।

জৈন উপাধি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ "ভারত জৈন মহা-মণ্ডল" হইতে "সিদ্ধান্ত মহোদধি" উপাধি লাভ করিয়াছেন ও জর্ম্মনীর মিঃ হর্ম্মাণ জ্যাকবি, "জৈন দর্শন দিবাকর" উপাধি পাইয়াছেন।

বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার অতিরিক্ত সদস্যের মৃত্যু—বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার অতিরিক্ত সদস্য সার জন মোলন্-ওয়ার্থ ম্যাকফারসন ইংলণ্ডের রিগেট নামক স্থানে এক বন্ধুর বাটীতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। ফিরিবার সময় টিকিট লইয়া ট্রেণে উঠিতে যাইতেছেন এমন সময় তিনি হঠাৎ অবসন্ন হইয়া প্লাটফরমে শুইয়া পড়েন এবং তখনই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। ইনি অনেক দিন ভারতের নানা বিভাগে কার্য্য করিয়াছেন।

বৃত্তির ব্যবস্থা—কলিকাতার কলেজ স্কোয়ারস্থ গোলদীঘীতে যে হেডকনেষ্টেবল হরিপদ দেব দুবৃত্তের গুলিতে নিহত হইয়াছিলেন সম্প্রতি বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট তাঁহার পত্নীকে মাসিক ৫০ টাকা বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এরূপ শুনা যাইতেছে যে বিধবা যত দিন বাঁচিবেন তত দিন ঐ বৃত্তি পাইবেন। বিধবার পুত্রেরা সাবালক হইবার পূর্ব্বে যদি তাঁহার মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে পুত্রেরা মাসিক ২৫৲ টাকা করিয়া পাইবে।

মার্কিনে ভারতবাসীর প্রবেশ নিষেধ — এইরূপ প্রকাশ যে যে সকল ভারতবাসী অর্থ উপার্জ্জনের জন্য মার্কিনে যাইবে তাহাদিগকে মার্কিন রাজ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না।

মাদক সেবন করাইয়া চুরি—একজন ভারতবাসী তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া ইটালীর অন্তর্গত ফ্লোরেন্স নগর দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। দুইজন প্রবঞ্চক তাঁহার স্ত্রীকে মাদকদ্রব্য সেবন করাইয়া তাঁহার ১৬০০ টাকা ও ১৫০০ টাকার গহনা লইয়া প্রস্থান করিয়াছে।

মহিলা সম্মিলন—ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডের বিশ্ব বিদ্যালয় সমূহ হইতে যে সকল মহিলা উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারতে আগমন করিয়াছেন সম্প্রতি তাঁহাদিগের একটী সমিতি গঠনের চেষ্টা হইতেছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এইরূপ উপাধিপ্রাপ্ত প্রায় ১৫০ জন মহিলা বাস করেন। বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সহিত সংস্রব রাখিয়া যাহাতে ইহারা পরস্পর পরস্পরের উন্নতি করিতে পারেন, তাহার জন্য এক সভা হইবে। একজন সম্পাদিকা ইহার কার্য্য পরিচালন করিবেন।

গিলিয়ন সিটনের উত্তরাধিকারিত্ব।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

মিষ্টার চেকল্যাণ্ড গিলিয়ানের এই অপ্রস্তুত ভাব দর্শন করিয়া তাঁহাকে আর অধিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা অনুচিত বিবেচনা করিলেন। এলান থরসবাই এতক্ষণ পর্য্যন্ত মিষ্টার চেকল্যাণ্ড ও গিলিয়ানকে বিস্মিত ভাবে লক্ষ করিতেছিলেন। তিনি তৎপরে মিঃ চেকল্যাণ্ডকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন— মিষ্টার চেকল্যাণ্ড! এই যুবতী মহিলাকে আপনি কি নামে সম্বোধন করিলেন? সিটন! না না ইঁহার নাম মিস্ সিটন নহে। ইঁহার নাম মিস্ এডাম।

মিষ্টার চেকল্যাণ্ড রুক্ষস্বরে উত্তর করিলেন, না, মহাশয় ইঁহার নামই মিস্ সিটন। ইনিই ব্যারন্সকষের জমীদারণী। আমি মনে করিয়াছিলাম ইনি বিয়ারিটজে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য গিয়াছেন, এক্ষণে দেখিতেছি আমার ভুল হইয়াছিল।

এলান থরসবাই চেকল্যাণ্ডের এই কথায় গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন, ওঃ! আমারও একটু ভুল হইয়াছিল। সে যাউক আসুন মিষ্টার চেকল্যাণ্ড, আমার আফিসে মিলারএণ্ডের বন্ধকের সমস্ত কাগজ পত্র আছে লইবেন চলুন।

এই অপ্রস্তুত অবস্থা হইতে অব্যাহতি পাইবার এইরূপ সুযোগ উপস্থিত হওয়ায় মিষ্টার চেকল্যাণ্ড আহ্লাদিত হইয়া এলান থরসবাইয়ের কথার উত্তরে একেবারে দ্বারের সমপবর্ত্তী হইয়া

বলিলেন—হাঁ, নিশ্চয় আসুন সে সমস্ত কাগজ পত্র দেখাইবেন চলুন।

মিষ্টার চেকলাণ্ড, এবং এলান থরসবাই গৃহ হইতে প্রস্থান করিলে গিলিয়ান অবসন্ন ভাবে চৌকিতে বসিয়া রহিল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, কি অশুভক্ষণে মিঃ চেকলাণ্ড নর্টন হলে পদার্পণ করিয়াছেন। তিনি আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন। হায়! কেন আমি তাঁহার প্রথম দর্শন মাত্রই গৃহ হইতে পলায়ন করিলাম না? এক্ষনে এলান থরসবাই যখন আমি কে তাহা জানিতে পারিয়াছেন তখন আমার নর্টন হলে বাস করিবার উদ্দেশ্য বুঝিয়া লওয়া তাঁহার পক্ষে কঠিন হইবে না। মিষ্টার চেকলাণ্ড যখন তাঁহার নিকট আমিই যে মিস সিটন ইহা জ্ঞাপন করেন, তখন তাঁহার নয়নে যে কি গভীর ঘৃণা ও রোষাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা স্মরণ করিয়া গিলিয়ানের হৃদয় যার পর নাই ভয়াকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। ইহার পর কিয়ৎক্ষণ অতীত হইলে এলান থরসবাই ধীরে ধীরে পুনরায় বসিবার গৃহে প্রবেশ করিলেন। গিলিয়ান তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া নীরবে তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিল। তাঁহার মুখ কি গম্ভীর ও অসন্তোষের ভাবে পূর্ণ হইয়াছে! তিনি গিলিয়ানের পার্শ্বে কিয়ৎক্ষণ নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন। এলান থরসবাইয়ের পিতামহী চিমনির পার্শ্বে গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত ছিলেন। সে গৃহে অপর কেহ উপস্থিত ছিলেন না। এলান থরসবাই গিলিয়ানকে সম্বোধন করিয়া একজন নব পরিচিতের ন্যায় গম্ভীর শিষ্টাচারপূর্ণ স্বরে বলিলেন—মিষ্টার চেকলাণ্ডের নর্টন হলে সহসা আগমন ব্যাপারটি আপনার পক্ষে অবশ্য অত্যন্ত অশুভ জনক হইয়াছে।

গিলিয়ান তাঁহার এই কথায় নিতান্ত ব্যাকুল ভাবে বলিল—আমার নর্টন হলে আসিবার উদ্দেশ্য যে কি তাহা সমস্ত আপনাকে প্রকাশ করিয়া বলিবার জন্য আজ আমি সঙ্কল্প করিয়াছি।

গিলিয়ানের এই কথায় এলান থরসবাইয়ের আনন হইতে গম্ভীর ও অসন্তোষের ভাব কিছুমাত্র অপসৃত হইল না। তিনি পুনরায় গিলিয়ানকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—আমি কি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি "আর কতদিন আপনার উপস্থিতিতে নর্টনহলকে সম্মানিত করিবার ও এই প্রহসন অভিনয় করিবার জন্য আপনি সঙ্কল্প করিয়াছেন।

গিলিয়ানের হৃদয় তাহার স্বাভাবিক গর্ব্বিতভাবে পুনরায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে গর্ব্বিত স্বরে উত্তর করিল—যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে যত শীঘ্র সম্ভব আমি নর্টন হল পরিত্যাগ করিতে পারি।

এলান থরসবাই বলিলেন—আমারও তাহাই ইচ্ছা।

গিলিয়ান বলিল—তবে আমি আগামী কল্য নর্টন হল পরিত্যাগ করিব। এলান থরসবাই গিলিয়ানের এই প্রস্তাবে সম্মতি

জ্ঞাপন করিলে গিলিয়ান তাহার স্বাভাবিক গর্ব্বিতভাব যথাসাধ্য গোপন করিবার চেষ্টা করিয়া অবশেষে এলান থরসবাইয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—আপনার অভিমত হইলে আমার নর্টন হলে এইরূপ কাল্পনামে আসিবার কারণ বুঝাইয়া বলিবার অনুমতি প্রার্থনা করি।

এলান থরসবাই রুক্ষভাবে বলিলেন—না না, একথা বুঝাইয়া বর্ণনা করিবার কোন আবশ্যকতা দেখিতেছি না।

গিলিয়ান আপনার কম্পিত হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিল—আমি আপনার সহিত বন্ধুত্ব করিতে এখানে আসিয়াছিলাম। মিস লোথম যে সম্পত্তি আমাকে দান করিয়া গিয়াছেন সেই সম্পত্তি আমি আপনার সহিত বিভাগ করিয়া লইতে ইচ্ছা করিয়া এখানে আসিয়াছিলাম। আপনি যখন আমার নিকট হইতে মিস লেথামের প্রদত্ত সম্পত্তির অর্দ্ধেক অংশ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন তখন আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলাম। তৎপরে আপনার সহিত বন্ধুত্ব করিয়া সম্পত্তির অর্দ্ধেক আপনাকে গ্রহণ করিতে সম্মত করাইবার সঙ্কল্প সাধন উদ্দেশ্যেই আমি নর্টন হলে আসিয়াছিলাম। আপনি যদি কেবলমাত্র দেখেন যে আমি—

এলান থরসবাই গিলিয়ানকে আর বলিতে অবসর না দিয়া বলিলেন—মিস মিটন যে আমার এই দীন ভবনে পদার্পণ করিয়াছিলেন ইহাতেই আমি যথেষ্ট আনন্দিত হইতেছি। এক্ষণে আমার বিশ্বাস যে এখানেই সমস্ত ব্যাপারের শেষ হইল। আমি এখনই কোন কার্য্যোপলক্ষে ঘিফোর্ড নামক স্থানে চলিয়া যাইতেছি। আগামী কল্য আমি প্রত্যাবর্ত্তন করিব। আমার প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বেই আপনি আমার ভবন পরিত্যাগ করেন ইহাই আমার ইচ্ছা।

গিলিয়ান অশ্রু ভত হওয়া মিনতিপূর্ণ স্বরে বলিল—আপনি যদি দয়া করিয়া আমার কথায় বিশ্বাস করেন—

এলান থরসবাই গিলিয়ানের এই কথায় নিরাশার উচ্চ হাস্য করিলেন। বাস্তবিক গিলিয়ানের প্রতারণায় এলান থরসবাইয়ের গর্ব্বে ও প্রেমে নিদারুণ আঘাত লাগিয়াছিল। তৎপরে তিনি বলিলেন—

মিস সিটন, বিশ্বাস করা? এইরূপ অসম্ভব বিষয়ের আর উল্লেখ করিবেন না।

গিলিয়ান হতাশ ভাবে একটি চাপা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। এলান থরসবাইয়ের নয়নে রোষাগ্নি উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়াছিল। গিলিয়ান নিরাশ মনে তাঁহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল। হায়! এলান থরসবাই আর তাহাকে কখন ক্ষমা করিবেন না!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পর মুহূর্ত্তে বসিবার ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া এলান থরসবাই প্রস্থান করিলে গিলিয়ান চিন্তা ভারাক্রান্ত হইয়া একাকী চিমনীর সম্মুখে বসিয়া রহিল। তাহার নয়-

নয়নের সম্মুখে চিমনীর অগ্নি শিখা কেবলই মণ্ডলাকারে উর্দ্ধে উত্থিত হইতেছিল। গৃহের অপর পার্শ্বে এলান থরসবাইয়ের পিতামহী শান্তভাবে নিদ্রা যাইতেছিলেন। গিলিয়ান চিমনীর অগ্নি শিখাগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রথম হইতে আদ্যোপান্ত সমস্ত তাহার সঙ্কল্পিত অভিসন্ধির বিষয় চিন্তা করিতেছিল, কিন্তু তাহার অভিপ্রায়ের পরিণাম এ কি বিপরীত হইল? তাহার অভিপ্রায় ও তাহার জীবনের সমস্ত সুখ ধ্বংশ হইল। সে যদি মেরিয়নের উপদেশ মানিয়া চলিত তাহা হইলে তাহার পক্ষে কি সুখের বিষয়ই হইত? মেরিয়ন তাহাকে ছদ্ম-নামে নর্টন হলে আসিতে নিষেধ করিয়াছিল। সে যদি তাহার নিষেধ শুনিত তাহা হইলে এলান থরসবাইয়ের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইত না। তাহা হইলে তাঁহার প্রেম লাভ করিয়া, পুনরায় তাহাকে তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে হইত না। এক্ষণে এলান থরসবাইয়ের প্রেম হইতে বঞ্চিত হইয়া অসুখের জীবন লইয়া সে কি করিবে? কিন্তু তাহার ভাগ্যে যাহাই হউক না কেন, তাহাকে অদ্যই নর্টন হল পরিত্যাগ করিতেই হইবে! এলানের এই আদেশ পালন করিতেই হইবে। গিলিয়ান কতক্ষণ এইরূপ চিন্তায় মগ্ন ছিল তাহা তাহার স্মরণ ছিল না। কিন্তু সহসা নিকটে অশ্বের দ্রুত পদধ্বনিতে তাহার চিন্তাজাল ছিন্ন হইল। এলান থরসবাইয়ের নিদ্রিত পিতামহীরও বহিস্থ অশ্বের পদশব্দে এই সময়ে নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি গিলিয়ানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—

ওঃ। দেখিতেছি আমি বহুক্ষণ নিদ্রিত ছিলাম। প্রিয় মিস্ এডাম। এক্ষণে কয়টা বাজিয়াছে?

গিলিয়ান মিসেস্ থরসবাইয়ের এই কথায় কোন উত্তর দিতে পারিল না। কেন না তাহার কথা কহিবার শক্তি ছিল না। গভীর কষ্টে তাহার বাক্‌রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। এই সময় সহসা গৃহের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল; এবং হানা নাম্নী পরিচারিকা দ্বারদেশ হইতে গিলিয়ানকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিল—মিস এডাম, আমি কি আপনার সঙ্গে এখন কথা বলিতে পারি?

গিলিয়ান তাহার এই কথায় তাহার প্রতি বিস্মিতভাবে দৃষ্টিপাত করিলে, হানা পুনরায় বলিল—

প্রভু এলান থরসবাই যে অশ্বে চড়িয়া কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে প্রস্থান করিয়াছিলেন সেই অশ্ব শূন্যপৃষ্ঠে কেবলমাত্র রেকাব ও লাগাম সমেত নর্টন হলে একাকী ফিরিয়া আসিয়াছে। আমার বোধ হয় প্রভু এলান থরসবাই কোন স্থানে অশ্ব হইতে পড়িয়া গিয়া থাকিবেন। হয়ত তাঁহার ভাগ্যে কোন ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

গিলিয়ান হানার প্রমুখাৎ এই সংবাদ শ্রবণে বজ্রাহতের ন্যায় বিস্মিত ও অধীর স্বরে বলিল—

এলান থরসবাইয়ের অশ্ব শূন্যপৃষ্ঠে ফিরিয়া আসিয়াছে?

তৎপরে তাহার আর বাক স্ফূর্ত্তি হইল না। তখন সে বুঝিল যে নিশ্চয়ই কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। এলান থরসবাই কোন প্রকারে আহত হইয়া অশ্ব হইতে কোন স্থানে পতিত হইয়াছেন, হয়ত তাঁহার জীবন সংশয় হইয়াছে। গিলিয়ানের মনে এই চিন্তার উদয় হইবা মাত্র সে এক বোতল মদ্য লইয়া এবং মস্তকে টুপি পরিধান করিয়া এলান থরসবাই কোথায় আহত হইয়া পতিত হইয়াছেন তাহার অনুসন্ধান করিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া পরিচারিকা হানাকে জিজ্ঞাসা করিল "বাটীর ভৃত্যগণ ও ক্ষেত্রের কুলিরা সকলে এক্ষণে কোথায় রহিয়াছে জান কি?" পরিচারিকা হানা গিলিয়ানকে ব্র্যাণ্ডির বোতল হস্তে এবং টুপি পরিধান করিয়া গমনে উদ্যত দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিল—

"মিস সিটন, আপনি কি করিতেছেন, কোথায় যাইতেছেন? বাটীর ভৃত্য ও কুলিরা ক্ষেত্রেতে কে কোথায় কাজ করিতেছে তাহার ঠিক নাই। আজকে আরনল্ড কর্ত্তা স্যাঙ্ক কারসটোনিকে কোন কাজে পাঠাইয়াছেন। গিলিয়ান হানার কথায় উত্তরে বলিল "তোমার প্রভু কোথায় আহত হইয়া পতিত হইয়াছেন তাহার অনুসন্ধান করিতে যাইতেছি।"

হানা বলিল—এখন আপনার যাইবার কোন আবশ্যক নাই। বাটীর ভৃত্য ও কুলিরা শুনিয়া ক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিবে।

গিলিয়ান বলিল—আমি এখনই যাই, লাউণ্ড ক্লোজ নামক রাস্তা দিয়া তিনি গ্রিফিল্ডে যাইবেন, আমি জানিয়াছি। সকলকে ক্ষেত্র হইতে ডাকিয়া আনাইয়া লাউণ্ড ক্লোজ রাস্তার উদ্দেশে অবিলম্বে পাঠাইয়া দিও। গিলিয়ান হানাকে এই কথা বলিয়া রোভার নামক প্রহরী কুকুরকে সঙ্গে লইয়া এলান থরসবাইয়ের সন্ধানে দ্রুতবেগে ধাবিত হইল।

গিলিয়ান যখন লাউণ্ড ক্লোজে উপস্থিত হইল, তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল, চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আসিয়াছিল। রোভার পথ দর্শকের কার্য্য করিতেছিল। অবশেষে যখন রোভার একটা কর্ষিত ক্ষেত্রের উপর দণ্ডায়মান হইয়া আনন্দসূচক ধ্বনি করিল, গিলিয়ান তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে অগ্রসর হইয়া দেখিল যে এখানে থরসবাই সেই কর্ষিত ক্ষেত্রের সিক্ত ভূমির উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত রহিয়াছেন এই দৃশ্য দর্শনে সে ক্ষণেক স্তম্ভিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। তৎপরে প্রাণপণে মনে বল সংগ্রহ পূর্ব্বক মূর্চ্ছিত এলন থরসবাইয়ের পার্শ্বে নতজানু হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক কয়েক ফোটা ব্র্যাণ্ডি তাহার মুখে ঢালিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু যখন বহু চেষ্টায় অচৈতন্য এলান থরসবাইকে এক ফোটাও ব্র্যাণ্ডি গলধঃকরণ করাইতে পারিল না, তখন সে রোভার দিকে ফিরিয়া বলিল—"রোভার, যাও, বাটী ফিরিয়া যাও, এবং

এলান থরসবাইয়ের ভৃত্যগণকে সাহায্য করিবার জন্য আসিতে বল। মূক পশু রোভারও যেন তাহার প্রভুর এই বিপদ বুঝিতে পারিয়াছিল, সে গিলিয়ানের এই আদেশ শুনিবামাত্র উর্দ্ধশ্বাসে নর্টনহল অভিমুখে পুনরায় ধাবিত হইল।

সেই অন্ধকারময় ক্ষেত্রের উপর মূর্চ্ছিত এলান থরসবাইয়ের শবের ন্যায় রক্তহীন বদন দর্শনে গিলিয়ানের হৃদয় ভয়াকুল ও নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে মনে সাহস অবলম্বন পূর্ব্বক পুনরায় তাঁহার জ্ঞানোদ্রেক করিবার জন্য তাঁহার শীতল হস্তদ্বয় ঘর্ষণ করিতে লাগিল এবং কাতর কণ্ঠে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিল "এলান, চেয়ে দেখ, চেয়ে দেখ তোমার অভাবে আমার মৃত্যু নিশ্চয়। আর একবার চেয়ে দেখ।" ঠিক এই সময় এলান থরসবাইয়ের দেহ স্পন্দিত ও নয়নদ্বয় উন্মিলিত হইল। স্বপ্ন হইতে জাগরিত ব্যক্তির ন্যায় তিনি বিস্মিত কটাক্ষে সেই অন্ধকারের মধ্যে গিলিয়ানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "গিলিয়ান!" এই সময়ে ক্ষেত্রের অপর পার্শ্ব হইতে মনুষ্যের কণ্ঠস্বর শুনা যাইল এবং মশালের উজ্জল আলোক তাহাদের উভয়ের উপর পতিত হইল। কয়েক জন মজুর তাঁহাদের নিকট অগ্রসর হইয়া বলিল—"রোভারই আমাদের এ স্থানে পথ দেখাইয়া আনিয়াছে ঘটনাক্রমে ডাক্তার লিফফোর্ড এই পথ দিয়া যাইতেছিলেন তাঁহাকেও আমরা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি। ডাক্তার লিফফোর্ড এক জন প্রাচীন লোক তিনি অবস্থা দেখিয়া সমস্ত বুঝিয়া লইয়া গিলিয়ানকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"এক্ষণে আপনার স্থান আমাকে গ্রহণ করিতে দিউন।"

ডাক্তার লিফফোর্ড এলান থরসবাইয়ের পার্শ্বে উপবেসন করিয়া স্নেহপূর্ণ স্বরে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"মহাশয়! এক্ষণে আপনি কিরূপ বোধ করিতেছেন বলুন" এলান থরসবাই অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন আমি মুমূর্ষু অবস্থাপন্ন হইয়াছি।

ডাক্তার লিফফোর্ড মৃদু হাস্য পূর্ব্বক বলিলেন—

"না মহাশয় ওরূপ কথা বলিবেন না, আপনাকে আমরা শীঘ্রই সুস্থ ও নিরাপদ করিয়া তুলিব।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ডাক্তর লিফফোর্ড চসমার মধ্য দিয়া গিলিয়ানের প্রতি সকরুণ কটাক্ষ পাত করিয়া বলিলেন "আপনিই কি মিস গিলিয়ান গিটন? আমার বোধ হয় আপনার সঙ্গেই সাক্ষাৎ করিবার জন্য এলান থরসবাই এতদূর ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন যে আমি তাঁহাকে আপনার সহিত দু এক মিনিটের জন্য সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছি। আপনি যাউন তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন। কিন্তু সাবধান, অধিকক্ষণ তাঁহার সঙ্গে কথোপকথন করিবেন না।"

গিলিয়ান ডাক্তার লিফফোর্ডের এই

কথায় সলজ্জভাবে জিজ্ঞাসা করিল "ডাক্তার, এলান থরসবাই এখন কেমন আছেন?"

ডাক্তার লিফকোর্ড বলিলেন—"এলান থরসবাই এখন বেশ ভালই আছেন। যদিও তাঁহার মস্তকে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে, তথাপি শুশ্রূষা ও যত্নে তিনি যে শীঘ্রই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবেন সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হউন। অধিকন্তু একটা বিষয়ে আপনাকে সাবধান করিয়া দিবার আবশ্যকতা বোধ করিতেছি, সে বিষয়টি এই যে তাঁহার কোন কথার বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করিবেন না, তিনি আপনাকে যাহা বলিতে ইচ্ছা করিবেন, আপনি বিনা প্রতিবাদে তাহা শ্রবণ করিয়া যাইবেন। তাঁহার মনে কোন রূপ উত্তেজনা উপস্থিত হইবার কারণ ঘটিতে দিবেন না। এক্ষণে যাউন, আপনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করুন।" গিলিয়ান যখন বাটীর উপর তলাস্থিত এলান থরসবাইয়ের গৃহে উপস্থিত হইল, সে সময় পূর্ব্ব দিবসের সন্ধ্যাকালের ঘটনা স্মরণ হওয়ায় তাহার গণ্ডদেশ লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিল। পূর্ব্ব দিবস সন্ধ্যাকালে এলান থরসবাই অশ্ব হইতে পড়িয়া গিয়া মস্তকে গুরুতররূপে আহত হইয়াছিলেন, তদবধি গিলিয়ানের সহিত তাঁহার আর সাক্ষাৎ ঘটে নাই। গিলিয়ান গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে ডাক্তার লিফকোর্ড প্রেরিত শুশ্রূষাকারিণীর পরিবর্ত্তে এলান থরসবাইয়ের পিতামহীর প্রধানা পরিচারিকা হেনসন এলান থরসবাইয়ের শুশ্রূষা করিতেছে। এলান থরসবাই বালিসে মস্তক স্থাপন করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। গিলিয়ানকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি হেনসনকে গৃহ হইতে প্রস্থান করিতে ইঙ্গিত করিলেন। হেনসন প্রস্থান করিলে, এলান থরসবাই গিলিয়ানের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—

"প্রিয় গিলিয়ান, তুমি কি আমাকে দেখিতে আসিয়াছ?"

গিলিয়ান নতবদনে অস্পষ্টস্বরে উত্তর করিল—"হাঁ, আমি আপনাকে দেখিতে আসিয়াছি।"

এলান থরসবাই বলিলেন—"গিলিয়ান, আমার হাতের উপর তোমার হাত রাখ। আর আমাকে ক্ষমা কর।"

গিলিয়ান ডাক্তার লিফকোর্ডের উপদেশ মত এলান থরসবাইয়ের এই কথার কোন প্রতিবাদ না করিয়া তাঁহার হস্তের উপর নিজের হস্ত সংস্থাপন করিল। এলান থরসবাই তাঁহার হস্তে গিলিয়ানের হস্ত গ্রহণ করিয়া আপনাকে ভর্ৎসনা পূর্ব্বক বলিলেন—"গিলিয়ান! আমি গত কল্য তোমার প্রতি নিষ্ঠুর পশুর মত ব্যবহার করিয়াছি। কিন্তু সেই সিক্ত ভূমিতলে, মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া জ্ঞান হারাইবার পূর্ব্বে তোমার প্রতি যে নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিলাম তাহার জন্য আমার অন্তরদেশ আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইয়া যাইতেছিল। কিন্তু যখন আমার পুনরায় জ্ঞান হইল তখন তোমাকে আমার মুখের উপর নতবদনে আনত

হইয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম। সেই সময়ে আমার মনে এই বিশ্বাসের উদয় হইয়াছিল যে তুমি আমাকে ক্ষমা করিয়াছ। প্রিয় গিলিয়ান, ইহা কি সত্য নহে?"

গিলিয়ান ধীর ভাবে উত্তর করিল—"আমারও ইহাই মনে হয়, কিন্তু আমার বিশ্বাস যে ক্ষমা করিবার কিছুই নাই।

এলান থরসবাই বলিলেন "সত্য কি ক্ষমা করিবার কিছুই নাই? আমার বিশ্বাস ক্ষমা করিবার অনেক কারণ আছে। আমার বোধ হইয়াছিল—না, না হয়ত স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। স্বপ্নে শুনিয়াছিলাম যে তুমি যেন আমাকে মৃত্যুর নিকটস্থ দ্বার হইতে এই বলিয়া আহ্বান করিতেছ প্রিয় এলান, এলান, ফিরে এস, ফিরে এস, তোমার অভাবে আমার মৃত্যু নিশ্চয়।"

গিলিয়ান এলান থরসবাইয়ের কথার উত্তরে মুখ ফিরাইয়া বলিল—

"লোকে পীড়িত হইলে বিস্ময়কর স্বপ্ন দেখিয়া থাকে, সেই জন্যই আপনি এই রূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন।"

এলান থরসবাই বলিলেন "গিলিয়ান, সত্যই কি আমি স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। ইহা কি স্বপ্ন মাত্র? সত্য ঘটনা নহে?" গিলিয়ান বলিল "আপনিই কি বলেন নি যে ইহা স্বপ্নমাত্র।"

গিলিয়ানের এই কথায় এলান থরসবাইয়ের নয়নদ্বয় আনন্দে উজ্জল হইয়া উঠিল। তিনি সহাস্যে বলিলেন—আমি বলিয়াছিলাম যে ইহা স্বপ্ন হইতে পারে। গিলিয়ান, গিলিয়ান, বাস্তবিক ইহা স্বপ্ন নহে, আমার বিশ্বাস ইহা নিশ্চয় সত্য ঘটনা।"

গিলিয়ান সলজ্জ বদনে বলিল—"হয়ত উহা সত্য ঘটনা হইতে পারে।"

এলান থরসবাই সমুজ্জল বদনে গিলিয়ানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"প্রিয় গিলিয়ান, তুমি কি ব্যারনস্কর জমীদারীর উত্তরাধিকারিত্ব আমার সহিত ভাগা ভাগী করিয়া ভোগ দখল করিতে চাও?"

গিলিয়ান উত্তর করিল—"হাঁ, আপনাকে এক্ষণে জমীদারীর অর্দ্ধেক অংশ গ্রহণ করিতেই হইবে।"

এলান থরসবাই উচ্চৈস্বরে হাস্য করিয়া বলিলেন—"হাঁ, আমি গ্রহণ করিব। কিন্তু এক্ষণে অর্দ্ধেক সম্পত্তি আমাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে না, আমি সমুদয় সম্পত্তি দখল করিব। আর এই সমুদয় সম্পত্তির সহিত তোমাকেও লইব প্রিয় গিলিয়ান! ইহাতে সম্মত আছত?"

গিলিয়ান সলজ্জ ও রক্তিম বদনে উত্তর করিল "ডাক্তার লিফফোর্ড আমাকে আপনার কোন কথার প্রতিবাদ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, সেই জন্যই বিনা আপত্তিতে আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইতেছি। কেমন আপনি এক্ষণে সন্তুষ্ট হইলেন ত?"

নূতন সংবাদ।

১। কলিকাতার যাদু ঘরের বয়স প্রায় শত বৎসর হইল। এইবার ইহার একটী উৎসবের আয়োজন করা হইবে। সম্প্রতি যাদু ঘরকে জন সাধারণের শিক্ষাগার করিয়া আরও লোককে আকৃষ্ট করিবার জন্য যাদুঘরে নানা বিষয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

২। বৈজ্ঞানিক উপায়ে শবদাহের জন্য কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটী যে দাহগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাতে অধিক শবদাহ হয় না বলিয়া মিউনিসি-প্যালিটী এক বৎসরের জন্য তথায় বিনা খরচে শবদাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

৩। ডাক্তার টুলুসে ভিলজিক বাতুলা-লয়ের প্রধান চিকিৎসক। তিনি পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে শরীরের মধ্যে বিশুদ্ধ অক্সিজেন প্রবিষ্ট করাইয়া দিলে কয়েক প্রকার উন্মাদ রোগ আরোগ্য হয়। অনেক চিকিৎসক পরীক্ষা দ্বারা এই চিকিৎসা প্রণালীর সাফল্য স্বীকার করিয়াছেন। সর্ব্ববিধ উন্মাদ রোগ ইহাতে আরোগ্য হয় কি না তাহার পরীক্ষা চলিতেছে। পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইয়াছে যে কতকগুলি মস্তিষ্ক রোগ, সন্ন্যাসরোগ ও বিষন্নতা ব্যাধিও এই চিকিৎসা দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে। এই আবিষ্কারে পৃথিবীর লোক উপকৃত হইবে এবং ডাক্তার টুলুসের কীর্ত্তি চির-স্মরণীয় থাকিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

৪। ১৮ই জানুয়ারি ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউসনে বর্ত্তমান কুচবিহারেশ্বরীকে মহিলা সমিতি বিশেষ ভাবে সাদর অভ্য-র্থনা করিয়াছেন। সভাস্থলে বহু গণ্য মান্য মহিলাগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রথ-মতঃ অভ্যর্থনা সূচক একটী সুমধুর সঙ্গীত হয়, তৎপরে মহারাণীকে তাঁহার উচ্চ আদর্শ স্বরূপ পিতামাতার কন্যা ও পূজনীয় শ্বশ্রূমাতার পুত্রবধূ বলিয়া সমা-দর জ্ঞাপণ করা হয় ও তাঁহার উপর— উপস্থিত ও ভবিষ্যৎ রমণীকুলের সকল উন্নতির মূলেঃতাঁহার সম্পূর্ণ সহায়তা ও উৎসাহ যাহাতে চিরস্থায়ী হয় তজ্জন্য প্রার্থনা করা হয়। পরিশেষে তিনি দীর্ঘ জীবিনী ও জন্মএয়োতী হইয়া অশেষ সুখ শান্তি ও ঐশ্বর্য্য ভোগ করুন, ভগবান সমীপে এই প্রার্থনা ভিক্ষা করিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

৫। আগামী ৫ই ফেব্রুয়ারী বিজ্ঞানা-চার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু মহাশয় কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট গৃহে উদ্ভিদ্-গণের মৃত্যুকালীন আক্ষেপ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন।

৬। জাতীয় মাহাসমিতির পক্ষ হইতে বিহারের প্রতিনিধি স্বরূপে মিঃ মজাহরুল-হক ও মিঃ এস, পি, সিংহ মহাশয় ইংলণ্ডে গমন করিবেন।

৭। নেপালের রাজকুমারী তারাদেবী কামিখ্যা হইতে নেপালে প্রত্যাবর্ত্তন

কালে ছুবলহাটীর রাজপরিবারের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ছুবলহাটীর রাজকুমারী শ্রীমতী স্নেহলতা পিয়ানো বাজাইয়া তারাদেবীকে সঙ্গীত শুনাইয়াছিলেন। নেপালের রাজকুমারীর অমায়ীক ব্যবহারে রাজ পরিবারের সকলেই যার পর নাই প্রীতি লাভ করিয়াছেন।

৮। সম্প্রতি একজন গুড় ব্যবসায়ী রংপুর হইতে কিছু গুড় কিনিয়া ট্রেনে পাঠাইয়া দেয় এবং অধিক রাত্রি হওয়ায় গুড় ব্যবসাই লোকটা মাল গাড়ীর তলায় শয়ন করিয়া থাকে। প্রাতঃকালে তাহার শয্যা ও গাড়ী প্রভৃতি যথাস্থানে রহিয়াছে কিন্তু লোকটিকে খুজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। অনেক অনুসন্ধানের পর দেখা যাইল একটী নূতন পথ লোকটী যে স্থানে শুইয়া ছিল তাহার পার্শ্ব দিয়া অরণ্যের দিকে গিয়াছে. সেই পথ ধরিয়া গমন করিয়া জঙ্গলের মধ্যে এক ভয়ানক অজগর সর্প পড়িয়া রহিয়াছে দেখা যায়। ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি সর্পটিকে গুলি করিয়া হত্যা করার পর সর্পটীর উদর হইতে সেই গুড় ব্যবসায়ী লোকটীকে পাওয়া গিয়াছে। সর্পটীর দেহ অনুমান ১০ হাত।

৺উমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জীবনী।

(১৫ বৎসর বয়সে লিখিত সংক্ষিপ্ত রোম রাজ্যের ইতিহাস।

২৪৭ পৃষ্ঠার পর ২০শ অধ্যায়।

ডিসেম্ভারেট।

২। তৎকালে গ্রীসের অন্তঃপাতী আথেন্স দেশ পেরিক্লিজ রাজার শাসনে অত্যন্ত বিখ্যাত ও গৌরবান্বিত হইয়াছিল। রোমকেরা তিন জন বিদ্বান রোমানকে পাঠাইয়া তথা হইতে সোলনের নিয়ম সকল আনাইলেন এবং নগরের ভদ্র লোকদের মধ্য হইতে ১০ জন জ্ঞানী ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া এক খানি নিয়ম পুস্তক সংগ্রহ করিতে নিযুক্ত করিলেন। রোমে তখন আর কোন শাসনকর্ত্তা রহিল না। এক বৎসরের জন্য রাজ্যের সমুদায় ভার তাঁহাদিগের উপর সমর্পিত হইল এবং দশ ব্যক্তি শাসন কর্ত্তা ছিলেন। এই জন্য তাঁহাদিগের শাসনের নাম, ডিসেম্ভারেট, বা দশনায়ক তন্ত্র হইল।

৩। প্রথম বৎসর ইঁহারা নির্ব্বিবাদে রাজ্য শাসন করিলেন এবং তাহাতে সকল লোক তাঁহাদিগের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল। কিন্তু আতরিক্ত কতকগুলি নিয়মের প্রয়োজন ছিল অতএব পরবৎসর আপিয়স ক্লডিয়স নামে এক দুরাত্মা তাহার ৯৮৭ আত্মীয়ের সহিত এই পদে নিযুক্ত হইল।

৪। ইহারা একণে পূর্ব্ব শাসনকর্ত্তাদিগের ভাব সকল পরিত্যাগ করিয়া অত্যাচারী হইয়া উঠিল এবং পরিশেষে ভার্জ্জিনিয়া (ক) নাম্নী একটী বালিকার প্রতি অসদাচরণ করাতে (৪৪৭ খৃঃ পূঃ) তিন বৎসরের পর তাহাদিগের ক্ষমতার লোপ হইল এবং তাহারা রোম হইতে দূরীকৃত হইল।

৫। ডিসেম্ভারেটের প্রথম বৎসরে ১০টী এবং পরে আর ২টী নিয়ম পত্র সংগৃহীত হয়, সমুদায়ে ১২টী নিয়ম পত্র হইল। ইহাকেই টোএলভ্‌ টেবল বলে।

বামা রচনা।

ক্ষণিক সকলিত।

১

অবোধ জীবাত্মা সবে মহতি জগতি তলে,
সর্ব্বদা শঙ্কিত ভয়ে যে মৃত্যুর নামে,
অগ্রসর হইতেছে প্রতি পলে পলে,
সেই আতঙ্কের স্থল মরণের পানে।

২

বোঝেনা দেখিছে নিত্য চক্ষের সম্মুখে
মরণের অনিবার্য্য লীলা চমৎকার
সঙ্গীহীন হইতেছে পলকে পলকে
তথাপি সকলে বলে আমার আমার।

৩

প্রতিদিন দেখে কত প্রাণহীন দেহ,
তথাপি নিজেকে ভাবে মৃত্যুঞ্জয় বলি,
নিজের মরণ চিন্তা নাহি করে কেহ,
ক্ষণেক ভাবেনা ভবে ক্ষণিক সকলি।

অম্বুজা সুন্দরী দাস গুপ্তা
ঢাকা।

মদে মত্ত অনুক্ষণ।

অনিত্য বিষয় কেন চিন্তা কর তুমি মন,
লালসা বাড়াবে যত, লালসা বাড়িবে তত,
উঠিবে প্রবল হয়ে হিংসা দ্বেষ রিপুগণ.
চিন্তা কর নিজ শেষ, স্মর সত্য নির্ব্বিশেষ,
তারিতে এ ভব-সিন্ধু তরি মাত্র একজন।
ওরে মন তুমি অজ্ঞ সার্থ ত্যাজী হও বিজ্ঞ,

(ক) ভার্জিনিয়া, ভার্জিনিয়স নামে এক রোমানের কন্যা। ঐ বালিকা অত্যন্ত রূপবতী ছিল এক দিবস সে রাজপথ দিয়া বিদ্যালয়ে পাঠ করিতে যাইতেছিল, আপিয়স তাহার রূপ দেখিয়া চমৎকৃত হইল। পরে আপনার অধীনস্থ কোন ব্যক্তিদ্বারা তাহাকে আপনার গৃহে আনাইল এবং ঐ ব্যক্তিকে শিখাইয়া দিল যে সে যেন উহাকে আপন দাসী কন্যা বলিয়া বিচার প্রার্থনা করে। ভার্জিনিয়স তাহার কন্যাকে লইয়া আসিলে ক্লডিয়স স্বয়ং বিচার করিয়া দাসী কন্যা বলিয়াই প্রমান করিল। ইহাতে পিতা আর উপায় না দেখিয়া এক ছুরিকা প্রহার দ্বারা কন্যাকে বধ করিল। লুক্রিসিয়ার মৃত্যুর ন্যায় এই ঘটনাতেও রোমে মহা আন্দোলন হয় এবং ডিসেম্ভারেটদিগের মধ্যে কতক হত ও কতক পলাইত হইলে, ঐ পদ রহিত হইয়া যায়।

যাইতে মৃত্যুর ক্রোড়ে আশু কর আয়োজন
আমি রাজা আমি ধনী, আমি বড় আমি জ্ঞানী
ত্যজ এই আত্ম গর্ব্ব ত্যজ এই আস্ফালন,
অসম্পূর্ণ নরগণ, ক্ষুদ্রেতে রহে মগন,
চৌদিকে তটাবদ্ধ পঙ্কনার হ্রদ যেমন
প্রাণ ভরা পাপ ক্ষত, পুতি গন্ধে আমোদিত,
রাখেনা সত্যের তত্ত্ব মদে মত্ত অনুক্ষণ।

অপুর্ব্বা সুন্দরী দাস গুপ্তা
অন্ধ রচয়িত্রী।

খোকা।

১

ভাবিলে জননি! হই নিমগন
বিস্ময়সাগরে আমি।
দিবস রজনী সহ এত ক্লেশ
খোকার কারণে তুমি।
যদিও তোমার স্নেহ ভাল বাসা
সে কিছু বুঝিতে নারে
তবু কর তুমি আহার প্রদান
রক্ষণাবেক্ষণ তারে।

২

নিদ্রার সময়ে কতদিন মাগো!
নাহি পাও ঘুমাইতে,
খোকার কারণ করি জাগরণ
হয় নিশি পোহাইতে।
হয় যদি কভু খোকা আমাদের
পীড়ায় কাতর অতি,
আর (ও) স্নেহ শীলা কোমলতা ময়ী
হও তুমি তার প্রতি।

৩

ছিলাম যখন খোকার মতন
অতিশয় শিশু আমি,
অমনি যতনে লালন পালন
করিতে কি মোরে তুমি?
জননি গো আমি রাখিব গাঁথিয়া
স্মরণ পটেতে নিতি,
দিয়াছ দিতেছ চিরদিন মোরে
কত স্নেহ কত প্রীতি।

৪

কৃপা করি মোরে দাও এই বর
হে বিভো করুণাময়।
কর্ত্তব্য কর্ম্মেতে প্রতিদিন যেন
দৃঢ়তম মতি হয়।
হই যেন আমি সত্য নিষ্ঠ আর
সুশীল সন্তান মার
সকল কার্য্যেতে পারি যেন আমি
তুষিতে হৃদয় তাঁর।

---

৩৭ নং মথুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষ কুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

Nos. 606 & 607. February & March, 191

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫১ বর্ষ। ৬০৬-৬০৭ সংখ্যা। { মাঘ ও ফাল্গুন, ১৩২০। } ১০ম কল্প ২য় ভাগ

বুদ্ধদেবের অস্থি আবিষ্কার।

ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমস্থ পেশোয়ার নগরীর কোন স্থান খনন করিয়া বুদ্ধদেবের অস্থি পাওয়া গিয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের এই প্রকার কৃতকার্য্যতায় আমরা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছি। এই সকল প্রাপ্ত অস্থিকে মানবসমাজের বহুমূল্য সম্পত্তি জ্ঞান করিয়া সকলেরই হৃদয় পুলকিত হইয়াছে। যদি সকলে এক বার নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখেন, তবে এই আবিষ্কার বৌদ্ধ-জগতে কি এক মহা আনন্দস্রোত প্রবাহিত করিয়াছে, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন। বৌদ্ধগণ এখনও সংখ্যায় পঞ্চ শত লক্ষের ন্যূন নহেন, এবং তাঁহারা জাপান, করেয়োজা, কোরিয়া, চিন, তাতার, শ্যাম, আনাম, কম্বোডিয়া, তিব্বত, ব্রহ্ম, নেপাল প্রভৃতি পৃথিবীর নানা স্থানে স্ব স্ব অধিকার বিস্তার করিয়া বাস করিতেছেন। বুদ্ধদেবের অস্থি পৃথিবীর কোন্ বিশেষ স্থানে প্রোথিত হইয়াছিল, তাহা আর জানিবার কোন উপায় নাই। সেই জন্য এই অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার যে কেবল বৌদ্ধ-সমাজেই মহা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে তাহা নহে, ইহা দেশ ও জাতিনির্ব্বিশেষে সকল নর নারীর হৃদয় পুলকিত করিয়া এক বিশ্বজনীন আনন্দের সৃষ্টি করিয়াছে।

কোন্ স্থানে এই স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা কাহারও বিদিত ছিল না। সুতরাং কেবল কল্পনার সাহায্যে ইহা আবিষ্কার করিতে বহু স্থানে অন্বেষণ করিতে হইয়াছিল।

খৃঃ পূঃ পঞ্চ শতাব্দীতে বুদ্ধদেব জীবিত ছিলেন। ভারতবর্ষে সেই সময়কার সর্ব্বসাধারণ প্রথা অনুসারে তাঁহার মৃতদেহের মাগধ-রাজগণ অগ্নিসংকার

স্থাপিয়াছিলেন এবং তৎপরে সেই দগ্ধ অস্থি সকল অতি যত্ন সহকারে সংগ্রহপূর্ব্বক আট ভাগে বিভক্ত করিয়া তাঁহার ভক্তবৃন্দের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছিল। তাঁহারা এই পবিত্র স্মৃতিরক্ষার্থ ইহাদের উপর স্তূপ, অট্টালিকা ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণ মৃত প্রভুর স্মৃতিরক্ষার্থ যে বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছিলেন, নিম্নলিখিত ঘটনাটী হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বুদ্ধের মৃত্যুর পাঁচ শত বৎসর পরেও ঐ সকল অস্থিখণ্ড কালের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়াছিল, এবং বৌদ্ধ রাজা মহাত্মা কণিষ্ক—যিনি এক সময়ে কাশ্মীর এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিমস্থ গান্ধারনামক স্থানে খৃঃ পূঃ ৪০ চাল্লশ শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন—তাঁহার অধিকৃত অস্থিসমূহের উপর বৃহৎ বৃহৎ স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তিনি এই অস্থিগুলিকে পবিত্র স্মৃতি জ্ঞান করিয়া অতি বহুমূল্য কারুকার্য্যপূর্ণ স্ফটিকপাত্রে সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন। কণিষ্কের রাজধানী পুরুষপুর নগরের মধ্যে অথবা নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে এই স্মৃতি রক্ষা করা হইয়াছিল বলিয়া এই নগরী ভবিষ্যতে তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে। বহুদূরবর্ত্তী ক্যাথে(Cathay) হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীর নানা স্থানের বৌদ্ধগণ তাঁহাদের মৃত গুরুর অস্থি যে যে স্থানে সংরক্ষিত ছিল, তথায় উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালীন কোন কোন সাহিত্যসেবী চীন-পর্য্যটক নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং রাজা কণিষ্ক যে সকল মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া রাখিবার জন্য যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন। Fa Hian ইহাঁদের মধ্যে একজন। তিনি ৪০০ চারি শত খৃঃ অব্দে ঐ স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিতে গিয়াছিলেন এবং ঐ স্থানের এক মন্দির ৪৭০ চারি শত সত্তর ফিট উচ্চ বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। Tuo Yung নামক আর একজন পর্য্যটকও বৌদ্ধ স্তূপ সম্বন্ধে কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের বিবরণ সকল পাঠ করিয়া স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এই সকল মন্দির এবং স্তূপ স্থাপিত হইবার বহু শতাব্দীর পর পর্য্যন্ত এইগুলি সংরক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু Hiuin Thsang ৬২৯ খৃঃ অঃ হইতে ৬৪৫ খৃঃ অঃ এর মধ্যে ঐ স্থানে উপনীত হইয়া উহাদিগকে ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে দেখিয়াছিলেন। ঝটিকা, বজ্র ও অগ্নির প্রভাবে এই সকল মন্দির বিনষ্ট হইয়াছিল। কালস্রোতে চীন দেশের তীর্থস্থানসমূহের সকল স্মৃতি মুছিয়া গিয়াছে এবং কণিষ্কের রাজধানী পুরুষপুর নগরী কোন্ বিশেষ স্থানে স্থাপিত ছিল, তাহার সংবাদ কিম্বদন্তীও আমাদিগকে বলিতে পারে না। মহাত্মা গৌতম বুদ্ধের অস্থিসমূহ কোথায় রক্ষিত হইয়াছিল, তাঁহার আধুনিক বংশধরগণ

তাহার ধারণা৷ করিতেও পারেন না। বুদ্ধের দেহাবশেষ আবিষ্কার।।কল্পিয়া ভারতীয় বৃটিশ গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত প্রত্ন-তত্ত্ববিদ্গণ যে যশস্বী হইয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাঁহাদের এই কৃত-কার্য্যতায় সকল ভারতবাসী গৌরবান্বিত হইয়াছেন। গত ১৯০৯ খৃঃ অব্দে এই সকল অস্থি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু এই কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা এমন কি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও অবগত নহেন। ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট এই সম্বন্ধে অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের পত্রিকায় ইহার বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইবে বলিয়া আমরা আশা করিতেছি। সুতরাং এখানে যাহা যাহা উদ্ধৃত করা হইবে, তাহা এই দ্রষ্টব্য বিষয়ের পূর্ব্বাভাস মাত্র। এই সকল সংবাদপ্রাপ্তির জন্য বর্ত্তমান ভারতবর্ষীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের তত্ত্বাবধায়ক মহোদয়ের নিকটে আমরা বিশেষভাবে ঋণী।

কণিষ্কের রাজধানী বুদ্ধের অস্থি আবিষ্কারের স্থান বলিয়া প্রথমে নির্ণীত হয়। নানা অনুসন্ধানের পর প্রাচীন কালের পুরুষপুর নগরীর স্থান বর্ত্তমান পেশোয়ারেই প্রায় স্থির করা হইয়াছে। তৎপরে কোন্ স্তূপ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয়ের চেষ্টা আরম্ভ হয়। প্রায় ৪০ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রত্নতত্ত্ববিভাগের প্রথম তত্ত্বাবধায়ক জেনারেল কানিংহাম অনুমান করিয়াছিলেন যে, এই স্তূপ পেশোয়ারের নিকটবর্ত্তী Sbah-Ji-Ki-Dheria নিকটেই কোনও স্থানে প্রোথিত হইয়াছিল। অবশ্য ইহার মূলে কল্পনা ব্যতিরেকে আর কিছু সত্য ছিল না এবং তজ্জন্য তিনিও এ বিষয়ে একেবারে নিশ্চিত হইতে পারেন নাই। প্রথমে তিনি পেশোয়ারের নিকটবর্ত্তী Gor Katra নামক স্থানেই ঐ স্তূপ পাওয়া যাইবে বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং সেই স্থানই Gaug gate-এর বহির্দ্দিকস্থ একটী গড়, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। বাস্তবিক এই সকল বিষয়ে তাঁহার চিত্ত সন্দেহে এইরূপ আন্দোলিত হইয়াছিল যে, তিনি অবশেষে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন তাহা আর লিপিবদ্ধ করিতে সাহস করেন নাই। তবে Shah-Ji-Ki-Dhari যে ঐ সকল বহুমূল্য স্মৃতিরক্ষণের ভূমি বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল, তাহা আমরা তাঁহার সরকারী কার্য্য সম্বন্ধীয় লিখিত পত্র হইতে অবগত হই। বর্ত্তমান কালে যে বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা এক কথায় শেষ হইবার নহে।

চীন-পর্য্যটকগণ যে সকল বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই এই সকল উৎসাহী অনুসন্ধানকারীদিগেকে সাহায্য করিতে পারে।

ভূগর্ভে প্রবিষ্ট এই সকল মন্দিরের বিষয় যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অস্পষ্ট এবং কোন কোন স্থানে পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়াই মনে হয়। কারণ আমরা Tao

Yung ও Hiuin Thsang এর স্থান নিদ্ধারণ সম্বন্ধে মতভেদ দেখিতে পাই, কিন্তু সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয় না। এই সকল পর্য্যটক যে স্থান হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন, তাহা একবার নির্ণয় করিতে পারিলে স্মৃতিরক্ষণের স্থান নির্দ্ধারণ করা কিঞ্চিৎ সহজ হইয়া আসিত। কিন্তু এই সকল জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত না হওয়ায় এই বিষয়টী কিছু জটিল হইয়া পড়িয়াছিল। এই সকল স্থান নির্দ্ধারণ অল্লাধিক বিজ্ঞানানুমোদিত না হইলে খনন কার্য্য আরম্ভ করা যায় না। কারণ অনির্দ্দিষ্টভাবে এই কার্য্য চালাইতে হইলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। ১৯০১ খৃঃ অব্দে ফ্রান্সদেশীয় এক পণ্ডিত Mr. Fouchier "Notes on the Ancient Geography" নামক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, পেশোয়ার নগরীর বহির্দ্দিকস্থ Shah-Ji-Ki-Dheri নামক স্তুপ এত বৃহৎ যে, উহা রাজা কনিষ্ক কর্ত্তৃক স্থাপিত স্মৃতিস্তম্ভের ধ্বংসাবশেষকে একেবারে আবৃত করিয়া রাখিতে পারে। অবশ্য ইহা সকলকেই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, Mr. Fouchier, Geueral Cunningham-এর নিকট হইতে কোন সাহায্য গ্রহণ না করিয়াই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। কারণ General Cunningham Dheri সম্বন্ধে তাঁহার মতামত কিছুই প্রকাশ করেন নাই। Mr. Fouchier কতকগুলি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া তাহার উপরে তাঁহার সিদ্ধান্তের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি লিখিয়াছেন যে, চীন পর্য্যটকগণ এই স্তুপকে পুরুষপুর নগর হইতে যত দূরে স্থাপিত বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, ইহা বর্ত্তমান পেশোয়ার হইতে সেই পরিমাণ দূরবর্ত্তী স্থানে স্থাপিত ছিল। তিনি আরও একটী কারণ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, তত্ত্বানুসন্ধানকারী ব্যক্তিদিগের চক্ষে এই Dheri কোন বৃহৎ অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ বলিয়াই মনে হয়। তৃতীয় কারণ তিনি এই নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, কিম্বদন্তী অনুসারে এই স্থানটী অতি পবিত্র এবং ইহার নিকটে দুইটী স্মৃতিস্তম্ভ আছে। Mr. Fouchier তাঁহার অনুমান সপ্রমাণ করিবার জন্য কোন কার্য্য আরম্ভ করেন নাই। কিন্তু আমেরিকা-নিবাসী David Braiuard Spooner নামক এক পণ্ডিত বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এই সকল কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া উল্লিখিত বিষয়ের সত্যাসত্য প্রমাণ করিবার নিমিত্ত ১৯০১ সালের জানুয়ারী মাস হইতে কার্য্য আরম্ভ করেন। Hiuin Thsang-বর্ণিত প্রধান মন্দিরের নিকটবর্ত্তী প্রায় এক শত বৌদ্ধ দেবমন্দির (Pagodas) কোন্ স্থানে স্থাপিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয়ের চেষ্টা তিনি প্রথমে আরম্ভ করেন। কারণ বৃহৎ মন্দিরগুলি বজ্রপাতে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়াই শুনা গিয়াছিল এবং ছোট ছোট মন্দিরগুলি ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয় নাই বলিয়াই সকলের

বিশ্বাস ছিল। যাহা হউক, খনন কার্য্য আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই নানা প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। এই সকল মন্দির কোন্ দিকে, কিরূপ ভাবে এবং পরস্পর হইতে কতটা দূরবর্ত্তী স্থানে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার ইতিহাস কেহই জানিতেন না। সম্পূর্ণ কল্পনার সাহায্যেই এই কার্য্যারম্ভ করা হইয়াছিল। সুতরাং কার্য্যারম্ভেই যে নানা প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? নানা গবেষণার পর কিরূপে কার্য্য আরম্ভ হইবে তাহার প্রণালী স্থিরীকৃত হয়। ৬ ছয় ফিট্ প্রস্থে এবং ১০০ এক শত ফিট্ দৈর্ঘ্যে পাঁচটী পরিখা এরূপ ভাবে খনন করা হইয়াছিল যে, ইহার মধ্যস্থিত মন্দিরগুলি যেরূপ দূরবর্ত্তী স্থানেই হউক না কেন, এই পরিখার মধ্যেই তাহাদের সীমা আবদ্ধ থাকিবে। প্রায় এক শত কুলি এই সকল কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। তাঁহাদের অনুমান ঠিক কি না তাহা প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহারা গান্ধারা মন্দিরের ভগ্নাবশেষ খনন করিয়া বাহির করিবার অভিপ্রায়ে এক দল কুলি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কারণ কণিষ্ক যখন এই স্থানে রাজত্ব করিতেন, তখন ঐ স্থানে দেবমন্দির নির্ম্মাণ প্রভৃতি নানা প্রকার স্থপতি ও শিল্প কার্য্যের উন্নতি হইয়াছিল। তৎপরে ৭০ সত্তর ফিট্ গভীর এক পরিখা খনন করিয়া রাস্তা বাহির করিবার চেষ্টা আরম্ভ হয়, কারণ অনেকের বিশ্বাস ছিল যে, সেই পথ ধরিয়া প্রধান মন্দিরে পৌছান যাইতে পারে। কিন্তু ইঁহাদের কার্য্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। অন্য দিকে আর এক দল ৮ আট ফিট্ গভীর আর এক পরিখা খনন করিয়া এক বৃহৎ প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ প্রাপ্ত হন। ইহার পৃষ্ঠদেশ প্রায় ৮ আট ফিট গভীর ছিল। এই আবিষ্কারে সকলেই বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন, কারণ তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, ইহার উপরেই সেই মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত। কিন্তু অবশেষে দেখা গেল যে, উহা কেবল একটী বৌদ্ধ মন্দিরের অলিন্দ মাত্র। এইরূপে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁহারা ভগ্নমনোরথ হন নাই। এই সকল মন্দিরের ভগ্নাবশেষ অন্বেষণ করিতে করিতে তাঁহারা এক প্রকার মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ সকল মুদ্রাকে পণ্ডিতেরা অষ্টম অথবা নবম শতাব্দীর মুদ্রা বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। এই আবিষ্কারের দ্বারা প্রকৃত কার্য্য সাধনের কিছুই সহায়তা হয় নাই। Dr. Spooner এবং তাঁহার সহকারী ব্যক্তিগণ উল্লিখিত বৃহৎ প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীরের সহিত প্রধান মন্দিরের যোগ আছে বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং সেই স্থানকেই তাঁহাদের কার্য্যের কেন্দ্র স্থান বলিয়া বিবেচনা করেন। অনেক দূর খনন করিয়া তাঁহারা দেখিয়াছিলেন যে, ঐ প্রাচীর পূর্ব্ব দিকে কিছু দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে এবং তাহার গাত্রদেশ হইতে সমকোণভাবে একটী ছোট প্রাচীর দক্ষিণ দিকে প্রসারিত হইয়া গিয়াছে। এইরূপে কিছু দিন ধৈর্য্য

সংস্কারের কার্য্য করিবার পর এই প্রাচীরের সমান্তরাল প্রাচীর আবিষ্কৃত হয়। এই প্রাচীর চূর্ণ বালির দ্বারা আবৃত ও ধ্যানমগ্ন বুদ্ধদেবের সুবৃহৎ মূর্ত্তিসমূহ দ্বারা সজ্জিত ছিল। এই সকল বস্তুর সন্ধান পাইয়া তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা প্রকৃত বিষয়ের অনুসন্ধান পাইয়াছেন, কিন্তু তখনও তাঁহারা এই প্রাচীরের শেষ সীমায় উপনীত হইতে পারেন নাই। সুতরাং ইহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া তাঁহারা উত্তর দিকে পুনরায় এক পরিখা খনন করেন। ইহা দ্বারা তাঁহারা দেখিয়াছিলেন যে, এই সকল বৌদ্ধমূর্ত্তি উত্তর দিকেও বিস্তৃত রহিয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় সজ্জিত নহে। যাহা হউক, এই সকল আবিষ্কারের পর তাঁহাদের ধারণা হয় যে, অন্বেষণ করিলে আরও তিন দিকের প্রাচীরের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। বুদ্ধদেবের অস্থি যে স্থানে প্রোথিত হইয়াছিল তাঁহারা যে সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী হইতে পারিয়াছেন, ইহাতে তাঁহাদের আর সন্দেহ ছিল না। উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণসমূহের আবিষ্কারের পর অন্যান্য প্রাচীর এবং দুর্গ আবিষ্কারের উপায় কিঞ্চিৎ সহজ হইয়া আসিয়াছিল। দ্বিতীয় বৎসরের শেষভাগে এই স্থির হয় যে, ঐ স্তূপের ব্যাস ২৮৬ দুই শত ছিয়াশি ফিটের ন্যূন হইবে না এবং প্রাচীন হিন্দুস্থানের মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ স্তূপ বলিয়াই নির্দ্ধারিত হয়। ঐ বৃহৎ মন্দির আবিষ্কারের পর রাজা কণিষ্ক বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ যে সকল স্তূপের মধ্যে সযত্নে রক্ষিত করিয়াছিলেন, তাহার অনুসন্ধানের চেষ্টা আরম্ভ হয়। মন্দিরের কেন্দ্রস্থানে এই সকল দ্রব্য অন্বেষণ করা হয়। কিছু দিন পর্য্যন্ত কুলিরা এই সকল স্থান খনন করিয়া অন্বেষণ করিতে লাগিল। প্রথমে কোন ফল হয় নাই, অবশেষে যে প্রকোষ্ঠে বুদ্ধদেবের পবিত্র অস্থি রক্ষিত হইয়াছিল, তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। এই প্রকোষ্ঠ তেমন সজ্জিত ছিল না। ইহার উপরে ছাদস্বরূপ যে আবরণ ছিল, তাহা কালপ্রভাবে বিনষ্ট হইয়াছে, সুতরাং বর্ত্তমান কালে ইহা মৃত্তিকার দ্বারাই আবৃত ছিল। ২।৩ খানি প্রস্তর উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত করিয়া এই প্রকোষ্ঠ নির্ম্মিত হইয়াছিল। যে পাত্রে অস্থি রক্ষিত হইয়াছিল, তাহা প্রত্নতত্ত্বের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার মধ্যে তিন খণ্ড অস্থি ছিল। এই পাত্রটী স্ফটিকনির্ম্মিত ছয় কোণবিশিষ্ট পাত্র ছিল এবং ইহা একটী ক্ষুদ্র ধাতু পেটিকার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। এই পেটিকার উপরিভাগে যে আবরণ ছিল, তাহার মধ্যভাগে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি, তাহার চারি পাশে অন্যান্য মূর্ত্তি এবং তাহার দুই দিকে বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি খোদিত ছিল। এই পেটিকার চারি পাশে বুদ্ধদেব এবং তাঁহার উপাসকগণের মূর্ত্তি এবং এক স্থানে রাজা কণিষ্কের মূর্ত্তি খোদিত ছিল। ইহার উপরে খোদিত পুষ্পমালা দ্বারা ইহা বেষ্টিত ছিল। এই সকল দেখিয়া মনে হয় যে, তৎকালীন শিল্পিগণ গ্রীক কলা-বিদ্যার

অনুকরণ করিয়াছিলেন। এই সকল দ্রব্য খনন করিবার সময় কণিষ্কের নামাঙ্কিত কতকগুলি তাম্রমুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া তাঁহারা তাঁহাদের কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে একেবারে নিঃসন্দেহ হইতে পারিয়াছিলেন। ইহার পরে তাঁহারা মথুরার নিকটবর্ত্তী এক স্থানে কণিষ্কের আর এক মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া অধিকতর নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন। ভারতীয় বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট গৌতম বুদ্ধের এই উদ্ধারপ্রাপ্ত মূল্যবান্ অস্থি সকল পূজার জন্য নানাদেশের বৌদ্ধদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন।

কালস্য কুটিলা গতিঃ।

অপূর্ব্ব মর্ত্তি পাষাণা মানুষা স্থিত রাক্ষসান্।
কপয়ঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি কালস্য কুটিলা গতিঃ॥—রামায়ণম্।

আমাদের এই জীবন যাহার অধীন, শুধু জীবন কেন—জীবনের যাবতীয় কর্ম্ম যাহার অধীন, যাহার অধীনে থাকিয়া আমরা এক স্থান হইতে অন্য স্থান, এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থা প্রাপ্ত হই, সেই আমাদের জীব-জীবনের নায়কটীর নাম সময় বা কাল। কাল কথাটি সাধারণতঃ সময়ের সমষ্টিকেই বুঝায়। দণ্ড, মুহূর্ত্ত, মাস, এমন কি এক তিল সময়কেও আমরা কাল বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। বহুক্ষণব্যাপী সময় যে কাল বলিয়া গণ্য হইবে, আর তদ্ভিন্ন সময়কে তাহা বলা যাইতে পারিবে না, তাহা নহে। জীব-জীবনের এক তিল সময় কার্য্যানুরোধে কাহারও পক্ষে নগণ্য; কাহারও পক্ষে 'কাল' বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। এই কালের গতি অতি বিচিত্র! কেহই তাহার গতিবিধি সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত হইতে সক্ষম নহে। আমরা সাধারণ চক্ষে যাহা অন্যায় বা অমঙ্গলজনক বলিয়া বোধ করি, তাহাই অন্যের চক্ষে পরম মঙ্গলময় বিধাতার মঙ্গল বিধান বলিয়া নির্দ্দেশিত হয়। সুতরাং এমন যে দুর্ব্বোধ কাল, তাহার গতি এইরূপ আশ্চর্য্যজনক বলিয়া মহাত্মারা বলিয়াছেন, কালের গতি কুটিল। এই কালের প্রভাব অতিশয় প্রবল, বুঝি বা প্রবল বারিধির উত্তাল-তরঙ্গ অপেক্ষাও প্রবল, কেহই তাহাকে বাধা দিতে সক্ষম নহে। সেই জন্য, কালের সেই দ্রুতগমনশীলতার জন্য, কবিগণ সাধারণতঃ কালকে 'স্রোতের' সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। এমন যে কাল স্রোত, জীবগণ তাহাতে পতিত হইয়া তরঙ্গোপরি ভাসমান তরণীর ন্যায় বায়ুর গুণাগুণানুসারে কখনও অনুকূলে কখনও বা প্রতিকূলে আপনা আপনি বিধ্বস্ত হইয়া কত ক্লেশ ভোগ করিতেছে। কিন্তু তাহা বলিয়া যে ঐ তরঙ্গোপরিস্থ তরণীর অনুরূপ কোন পদার্থ

নাই, তাহা নহে। সদসদ্‌গুণযুক্ত অনন্ত উপাদান বর্ত্তমান। আপনাকে রক্ষার্থ তাহাকে উহার একটাকে না একটীকে অবলম্বন করিতেই হইবে, নতুবা তরঙ্গ-মধ্যে পতিত হইয়া তাহার স্বসত্তা লোপ পাইবে। জীব সাধারণতঃ ঐ অকূল সমুদ্র পার হইতে সুখতরীর আকাঙ্ক্ষাই করিয়া থাকে, ভাগ্যানুসারে উত্তম তরীও মিলিয়া থাকে; কিন্তু কালের বিচিত্র গতিতে পড়িয়া উহারা জীর্ণ ও অকর্ম্মণ্য হয়, কিম্বা দৃষ্টিগুণে দেবপ্রার্থিত অমৃতও বিষধর সর্পের বিষ জ্ঞানে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। এইরূপে জীব প্রতিমুহূর্ত্তে স্ব স্ব অবলম্বনকে পরিত্যাগ করিতেছে। কিন্তু তাহা বলিয়া যে জগ-বিশ্বের নাশ হইবে না, তাহা নহে। বায়ু যখন প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া তরঙ্গের সৃষ্টি করে, তখন তরঙ্গমধ্যে অসংখ্য জল-কণার সৃষ্টি হয়। কিন্তু যখন তাহারা বায়ুর সাহায্যলাভে বঞ্চিত হয়, তখন আপনিই ঐ জলরাশির সহিত মিশিয়া যায়। তদ্রূপ এই জীবজগতে অবলম্বনহীন হইয়া কত শত জীব অকালেই লয় পাইতেছে। কিন্তু যিনি এই অকূল সমুদ্রে সুখতরী লাভ করিয়াছেন, তিনি সদানন্দে লিপ্ত থাকিয়া এই ঝঞ্ঝাবাতপূর্ণ সমুদ্র অনায়াসে উত্তীর্ণ হন। এমন যে সাধের সংসার, যাহা এক কালে কত আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাও বিষবৎ হইয়া জীব সকলকে কত ব্যথাই না প্রদান করে। সেই ব্যথার যন্ত্রণায় জীব সুখান্বেষী হইয়া ক্ষিপ্ত কুক্কুরের ন্যায় চতুর্দ্দিকে দৌড়াদৌড়ি করে, জানে না কিসে তাহার শান্তি, অথবা জানিলেও সে দিকে মতি আসে না। কিন্তু যাঁহার সুখতরী লাভ হইয়াছে, আত্মার উপর যাঁহার নির্ভরতা আছে, পার্থিব যাবতীয় দ্রব্যের পরিণাম—বিয়োগ, যিনি তাহা স্থির করিয়াছেন, এবং যিনি জানেন যে, এক আত্মার উপর নির্ভরতা ব্যতীত সুখের কিছুমাত্র আশা নাই, তিনি এই দুঃখার্ণব অনায়াসেই উত্তীর্ণ হইতে পারেন। জাগতিক যাবতীয় পদার্থ তাঁহার পক্ষে সমান, তিনি ধনবান্ হইয়াও ধনী নহেন, অথচ দরিদ্র হইয়াও দুঃখী নহেন; তাহার কারণ, পার্থিব পদার্থমাত্রই বিয়োগাত্মক, আর বিয়োগেই দুঃখ। এই বিয়োগাত্মক দ্রব্যকে জীব সাধারণতঃ আপনার একমাত্র শান্তির উপায় বলিয়া তাহার উপর নির্ভর করে, এজন্য পদে পদে বাধা বিঘ্ন ও ক্লেশ দ্বারা পীড়িত হয়। কিন্তু যাহার তাহা নাই, তাহার সকল অবস্থাই সমান; সুতরাং তিনি যদি পরের সংসর্গে আসেন, তবে পরও আপনার হয়। এবম্বিধ ব্যক্তির নিকট কাল অজেয় নহে, কালের কোন আধিপত্য তাঁহার উপর খাটিয়া উঠে না, কারণ তাঁহার দেহস্থ আত্মা অবিনশ্বর ও নির্ব্বিকার। যাহাতে কোন মলিনত্ব নাই, তাহাতে সুখ ব্যতীত কখনও দুঃখ সম্ভবে না। এই আত্মার উপর যাহার যত নির্ভরতা অধিক, তিনি সেই পরিমাণে সুখ লাভ করেন।

কালের কর্ম্মই সমস্ত পার্থিব দ্রব্যের

নাশ। জীবন অল্প, এই অল্প দিনের জন্য আসিয়া দুঃখ ভোগ করা অপেক্ষা সুখ-ভোগই সর্ব্বাগ্রে বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আমরা তাহার উপায় না বুঝিয়া অন্ধকারে ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করি। স্বর্গের অন্বেষণ করিতে যাইয়া নশ্বর কাচের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আত্মবিস্মৃত হই এবং হিতে বিপরীত করিয়া বসি—সুখ লাভ করিতে গিয়া দুঃখের চরম সীমায় উপনীত হই এবং পুনঃ পুনঃ প্রতারিত হইয়া যাবতীয় ক্লেশ ভোগ করিবার পথ প্রশস্ত করি, শুদ্ধা শান্তি ত দূরের কথা! কিন্তু যিনি তাহা না করিয়া আত্মস্মৃতির উদয় করেন, তিনি জাগতীয় দুঃখ ক্লেশ হইতে মুক্ত হন ও মরণান্তে সচ্চিদানন্দ লাভ করেন। সাধারণ জীবের ন্যায় পুনঃ পুনঃ প্রতারিত হইয়া তাঁহাকে আর ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না—মোক্ষই তাঁহার চরম অবস্থা।

সুতরাং আমাদিগকে এই কালের বিচিত্র বিষপূর্ণ মোহের করাল কবল হইতে মুক্তি লাভ করিতে হইলে, প্রকৃত সুখ লাভের ইচ্ছা থাকিলে, স্ব স্ব আত্মার উপর নির্ভর করিয়া এই কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইবে। কর্ম্ম না করিয়া আমরা থাকিতে পারিব না, কর্ম্ম করিবার জন্যই আমরা জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। অতএব কর্ম্মান্তে যাহাতে মুক্তিলাভে সমর্থ হই তাদৃশ কর্ম্ম করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

তিব্বত।

আমরা অনন্ত আকাশে যে সকল মেঘ-খণ্ড ভাসিতে ভাসিতে চলিয়া যায় দেখিতে পাই, তাহা পৃথিবী হইতে প্রায় ২।৩ মাইল দূরে। সেই গাম্ভীর্য্য-পরিপূর্ণ মেঘ-রাজ্যে তিব্বত দেশ অবস্থিত। এই দেশ ও দেশবাসীদিগের বৃত্তান্ত অতীব কৌতুকজনক।

তিব্বত দেশ চীন সাম্রাজ্যের একটী অংশ। বহু বৎসর পূর্ব্বে এই দেশবাসিগণ ইহার মধ্যে কোনও বিজাতীয় মানবকে প্রবেশ করিতে দিতেন না। তিব্বত দেশ ভারতের উত্তরে হিমালয় ও কিউএন্‌লন্ পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে অবস্থিত। তিব্বতবাসিগণ এই দেশকে বোদ্ অথবা বোদ্-গাল (বোদ্‌দিগের বাসভূমি) বলিয়া থাকে। ইহার আয়তন প্রায় ভারতের অর্দ্ধেকের সমান। তিব্বত দেশের দক্ষিণে গগনস্পর্শী হিমালয় পর্ব্বত প্রশস্ত ও উচ্চ প্রাচীরস্বরূপ দণ্ডায়মান। এই হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়া যে সকল অপ্রশস্ত পথ (অথবা পর্ব্বতগাত্রস্থিত সঙ্কীর্ণ পথ) গিয়াছে, তাহা হইতে পাঞ্জাবের নদী সকল বহির্গত হইয়াছে।

তিব্বতে অনেক পথ আছে, উহারা সমুদ্র হইতে ১৬০০০ ফুট উচ্চ। সেই সকল পথ দিয়া ভারতবর্ষ হইতে তিব্বতে যাইতে হয়। তিব্বতে সান্‌পু (Sanpu), ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু (Indus), এই তিনটী

সর্ব্বপ্রধান নদী আছে। কৈলাস পর্ব্বতের পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব হইতে সিন্ধুনদী (Indus), শতদ্রু (Sutlej) এবং ব্রহ্মপুত্র উত্থিত হইয়াছে। যেমন প্রবাদ আছে যে, গঙ্গা গোমুখী হইতে নিঃসৃত, তেমনি এইরূপ কথিত আছে যে, সিন্ধু নদী সিংহের মুখ হইতে, এবং শতদ্রু নক্রমুখ হইতে বহির্গত হইয়াছে।

সিন্ধুনদী এমনি আশ্চর্য্য যে, ইহা গ্রীষ্মকালের রাত্রিতে একেবারে শুষ্ক হইয়া যায় এবং দিনমানে কূলে কূলে জলরাশিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। ব্রহ্মপুত্র কৈলাস পর্ব্বতের পূর্ব্ব হইতে উত্থিত হইয়া তিব্বতের রাজধানী লাসা নগর দিয়া দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। তিব্বতবাসীরা রজ্জুনির্ম্মিত সেতুর উপর দিয়া তথাকার নদী সকল উত্তীর্ণ হয়। যখন পথিকগণ তাহার উপর দিয়া গমনাগমন করে, তখন ঐ সেতু এদিক ওদিকে দুলিতে থাকে।

ঐ রজ্জু বার্চ্চ (Birch) নামক বৃক্ষের শাখা প্রশাখা দ্বারা জড়াইয়া জড়াইয়া প্রস্তুত করা হয়। তিব্বতবাসীরা সময় সময় বায়ুপূর্ণ মহিষের চর্ম্মনির্ম্মিত (মুষক) তরণীর দ্বারা নদী সকল উত্তীর্ণ হয়। পথিকগণ ঐ মহিষের চর্ম্মনির্ম্মিত মুষকের উপরে উপবিষ্ট হয় এবং মহিষের শরীরের নিম্ন ভাগ অর্থাৎ চারিটী পা উপর দিকে থাকে এবং উহার চালক তাহার পশ্চাৎ দিকে শুইয়া পড়িয়া যেরূপে সাঁতার কাটে সেইরূপে জলে পা ছুড়িতে থাকে। ধনী লোকেরা ঐরূপ দুইটী চর্ম্ম একত্রিত করিয়া তাহার উপর শয্যা পাতিয়া গমনাগমন করে। দ্রব্যসম্ভারও এইরূপে পার করা হয়। তিব্বতের মধ্যে কতকগুলি বড় বড় হ্রদ আছে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলির জল ভাল ও কতকগুলির জল লবণাক্ত। সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ হ্রদ মানসসরোবর (Manassarwar)। ইহার দক্ষিণ পশ্চিম চীন তিব্বতের মধ্যে, কৈলাস পর্ব্বতের নিকটে। বায়ু পুরাণে এইরূপ কথিত আছে যে, যখন সমুদ্র স্বর্গ হইতে মেরু পর্ব্বতের উপর অবতীর্ণ হয়, তখন ইহা চারি দিকে চারি ধার প্রবাহিত হইয়াছিল; তৎপরে ইহা চারিটী নদীতে, এবং সেই গুলি পুনরায় চারিটী বৃহৎ হ্রদে পরিণত হয়—যথা উরু নদ (Urunada) পূর্ব্বদিকে, সীতদ (Sitada) পশ্চিমে, মহাভদ্র (Mahavadra) উত্তরে, মানস (Manasa) দক্ষিণে। পুরাণে, বলে যে গঙ্গা মানসসরোবর হইতে উত্থিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা ভুল। বস্তুতঃ ইহা হিমালয়ের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে উত্থিত হইয়াছে।

মানসসরোবর হইতে কোন নদী প্রবাহিত হয় নাই। শতদ্রু নদী ইহার নিকটবর্ত্তী পশ্চিমপার্শ্বস্থ "রাবণহ্রদ" হইতে উত্থিত হইয়াছে। কথিত আছে যে, দেবতাগণ যে সকল হ্রদ হইতে জলপান করেন, মানসসরোবর তাহাদিগের মধ্যে একটি। পাল্‌টি সংপু ও ভুটানের

মধ্যবর্ত্তী একটী গোলাকার বৃহৎ হ্রদ। ইহার মধ্যভাগে একটী বৃহৎ দ্বীপ আছে।

তেংরিনর (Tengrinor) অর্থাৎ আকাশ হ্রদ পাল্টি হ্রদের উত্তরে ও সংপুর বিপরীত দিকে। কোকোনর (Kokonor) অর্থাৎ নীল হ্রদ চীন অধিকারভুক্ত তিব্বতের উত্তর পূর্ব্বে এবং সমুদ্রের সমতল অপেক্ষা ১০,৫০০ উচ্চে। ইহা ডিম্বাকৃতি ও পরিধিতে প্রায় ২৫০ মাইল। ইহার তীরসমূহ অত্যন্ত বিস্তৃত এবং জল এত লবণাক্ত যে, পান করিবার অযোগ্য। এই হ্রদের চতুর্দ্দিকস্থ তুষারাবৃত পর্ব্বতগুলির নিকট ইহার লবণাক্ত জল গাঢ় নীল বর্ণের ন্যায় দেখায়। ইহা মৎস্যে পরিপূর্ণ, কিন্তু ইহার তীরে অতি অল্পই ধীবর দেখিতে পাওয়া যায়।

ঐ হ্রদের জল জমিয়া থাকে, এবং নবেম্বর হইতে মার্চ্চের শেষ পর্য্যন্ত ইহা বরফে আবৃত থাকে। ঐ হ্রদের পশ্চিম পার্শ্বে দক্ষিণ তীরের প্রায় ১৩ মাইল দূরে ৭ মাইল পরিধিবিশিষ্ট একটী পার্ব্বত্য দ্বীপ অবস্থিত। তথায় একটী ক্ষুদ্র মন্দির আছে, সেখানে ১০ জন লামা অর্থাৎ সন্ন্যাসী থাকেন। গ্রীষ্মকালে তাঁহাদের প্রধান দেশের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে না, কারণ তখন হ্রদে কোন নৌকা থাকে না। দেশবাসিগণ নৌকার আবশ্যকতা অনুভব করে না। শীতকালে তীর্থযাত্রিগণ তুষার অতিক্রম করিয়া সেখানে গমন করে এবং সন্ন্যাসীদিগের জন্য মাখন ও বার্লি খাদ্য আনয়ন করে। ঐ সময়ে সন্ন্যাসিগণও ভিক্ষা সংগ্রহ করিবার জন্য তাঁহাদের গহ্বর হইতে বহির্গত হইয়া থাকে।

ভুল।

যোগেন বাবু লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। বিনয় বাবুকে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া সহসা কুণ্ঠিতভাবে যোগেন বাবু কহিলেন, "আচ্ছা! আপনি কি আজ আমাকে আপনাদের বাটীতে লইয়া যাইতে পারেন?"

বিনয় বাবু স্তম্ভিত হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। যোগেন বাবুর মত লোক যে বিনা নিমন্ত্রণে তাঁহাদের ক্ষুদ্র কুটীরে অতিথি হইতে স্বীকৃত হইবেন, এ কথা সহসা তাঁহার প্রত্যয় হইল না। কিন্তু তাঁহারা উভয়েই ব্রাহ্ম। সুতরাং যোগেন বাবু তাঁহাদের গৃহে যাইতেও পারেন। বিনয় বাবু উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় যোগেন বাবু কহিলেন, "বোধ হয় আমার মত অপরিচিত বুড় লোক আপনাদের বাটীতে গেলে মেয়েদের অসুবিধা হইবে। তবে থাক্, আপনি কুণ্ঠিত হ'বেন না।"

বিনয় বাবু লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "না না! বরং আপনাকে পেলে তাঁহারা বিশেষ আপ্যায়িত হ'বে। কিন্তু আমি

ভাব্‌ছি মেয়েদের আমোদ প্রমোদ আপনার ভাল লাগ্‌বে কি ?" যোগেন বাবু বলিলেন, "বেশ লাগবে। কিছু ভাব্‌বেন না, আমি পেছনে থাক্‌ব। মেয়েদের কোন রূপ অসুবিধা হবে না।"

বিনয় বাবু বলিলেন "সে কি! আপনি দয়া করিয়া আমাদের বাটীতে যাইবেন, সে ত আমাদের সৌভাগ্য। আমি সন্ধ্যার পর আসিয়া আপনাকে লইয়া যাইব। আমিএখন যাই।"

বিনয় বাবু চলিয়া গেলে যোগেন বাবুও বাহির হইলেন। বালিকার জন্মদিন, তাহাকে কিছু উপহার প্রদান করিতে হইবে। অনেক দোকান ঘুরিয়া অবশেষে তিনি একটা বড় পুতুল ও এক শিশি লজেঞ্জেস সংগ্রহ করিলেন। পল্লিগ্রামে এ সব জিনিষ বড় দুষ্প্রাপ্য।

সন্ধ্যার পরই তিনি বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া বিনয় বাবুর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মায়ার অন্বেষণার্থ বৃদ্ধের হৃদয় উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি যেন আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছিলেন না।

অচিরেই বিনয়বাবু আসিয়া পড়িলেন। তাঁহাদের গৃহ ষ্টেশনের নিকটেই। তাঁহারা গল্প করিতে করিতে শীঘ্রই সেখানে উপনীত হইলেন।

লাবণ্যদের গৃহে পৌঁছিয়া যোগেন বাবু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। বালিকাগণের আমোদ-প্রমোদ, তাহাদের হাস্যধ্বনি ও চীৎকার, যোগেন বাবুর প্রাণে নূতন আনন্দ আনয়ন করিল। বালিকাদের সংস্পর্শে তিনি বিশেষ কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন।

লাবণ্যের পিতা মাতা তাঁহাকে যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিলেন। লাবণ্যও তাঁহার অভ্যর্থনায় নিযুক্ত রহিল।

খাওয়া-দাওয়ার পর লাবণ্যকে কক্ষের পার্শ্বে ডাকিয়া লইয়া অতি সঙ্কোচের সহিত যোগেন বাবু তাঁহার পকেটস্থিত পুতুল ও লজেঞ্জেস তাহাকে প্রদান করিলেন। লাবণ্য অসঙ্কোচে উপহার গ্রহণ করিয়া বলিল, "কি সুন্দর পুতুল! আপনি এ শিশিটা খুলে দিন না। আমরা লজেঞ্জেস খাব।"

নিকটস্থ চেয়ারে বসিয়া যোগেন বাবু শিশিটা খুলিতে লাগিলেন। লাবণ্যও আর একটা চেয়ারে উপবেশন করিল। স্থানটা অপেক্ষাকৃত নিভৃত।

শিশি খুলিতে খুলিতে যোগেন বাবু লাবণ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার এখানে অনেক বন্ধু আসিয়াছে—না ?"

লাবণ্য। হাঁ, এখানে আমরা চারি ঘর ব্রাহ্ম আছি। আমাদের মধ্যে খুব ভাব আছে।

যোগেন বাবু। বটে। আচ্ছা! মায়াও কি তোমাদের বন্ধু ?

লাবণ্য। এখানে আমাদের দুই মায়া আছে—মায়া ঘোষ ও মায়া দত্ত। দুজনেই আমার খুব বন্ধু।

এতক্ষণে শিশির ছিপি খোলা হইল। খোলা শিশি লইয়া নাচিতে নাচিতে লাবণ্য চলিয়া গেল এবং আনন্দে

বন্ধুবর্গের মধ্যে লজেঞ্জেস বিতরণ করিতে লাগিল।

কতক্ষণ পরে লাবণ্য ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "চলুন না? আপনি এখানে ব'সে আছেন কেন? চলুন, আমরা তাস খেলিগে।"

যোগেন বাবু। আমি ত তাস খেলিতে জানি না। এস আমরা দুজনে গল্প করি। আচ্ছা! বল দেখি, মায়া ঘোষকে তুমি বেশী ভাল বাস, না মায়া দত্তকে?

লাবণ্য বলিয়া উঠিল, "এই যে মায়া ঘোষ আসচে। তা'র সঙ্গে আপনি গল্প করুন। সকলেই তার সঙ্গে গল্প করিতে ভাল বাসে। আমি তাস খেলিগে।"

তাস-খেলার প্রলোভন সংবরণ করিতে না পারিয়া বালিকা প্রস্থান করিল।

মায়া আসিলেই যোগেন বাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু যোগেনবাবুকে দেখিয়া মায়া সঙ্কুচিত হইয়া প্রস্থান করিবার উপক্রম করিল।

অধীর হইয়া যোগেন বাবু বলিলেন "যাইও না—দাঁড়াও। তোমাকে আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব।"

ভীত হইয়া মায়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল। যোগেন বাবু বালিকাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। বালিকা রূপবতী। তাহার কমনীয় কোমল মুখকান্তি, বিস্ফারিত নীলাভ নয়ন অতি শোভনীয়, সন্দেহ নাই। বালিকা তাঁহার পুত্রবধূ হইবার উপযুক্ত বটে।

যোগেন বাবু দেখিলেন, উত্তেজনায় বালিকার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার বক্ষের স্পন্দন স্পষ্ট শ্রুত হইতেছে। সহসা বালিকার হৃদয় এত আলোড়িত হইয়া উঠিল কেন! বালিকা কি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছে? সন্দিগ্ধ হইয়া যোগেন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমার ছেলে যতীনকে চেন?"

অস্পষ্ট-কণ্ঠে বালিকা উত্তর করিল, "হাঁ, চিনি।"

নিঃশ্বাস ফেলিয়া যোগেন বাবু কহিলেন, "সে কোথায় আছে তুমি নিশ্চয়ই জান—কেমন?"

সলজ্জ মৃদু হাস্যে বালিকার বিম্বাধর স্ফুরিত হইয়া উঠিল।

যোগেন বাবু পকেট হইতে নোট্-বুক্ বাহির করিয়া কহিলেন, তা'র ঠিকানাটা আমায় বল দেখি?"

বালিকার হাসি শুখাইয়া গেল। গম্ভীর ভাবে কহিল, "মাপ করিবেন, আমি বলিব না।"

অপমানে বৃদ্ধের মুখ কৃষ্ণবর্ণ হইল। আজ এই সামান্য বালিকা তাঁহাকে যেরূপ অপমান করিল, এইরূপ অপমান তাঁহাকে জীবনে কখন সহ্য করিতে হয় নাই।

ক্রোধে তাঁহার বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু তখনি তিনি আত্মসম্বরণ করিয়া লইলেন। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বালিকাকে তিনি কোন মতেই টলাইতে পারিবেন না বুঝিলেন।

মায়া পুনরায় উঠিতে উদ্যত হইল।

অঞ্চল-প্রান্ত টানিয়া যোগেন বাবু পুনরায় তাহাকে বসাইলেন। ভগ্ন কণ্ঠে কহিলেন, "যতীন ভাল আছে ত?"

মায়া। হাঁ। তিনি ভাল আছেন?

যোগেন বাবু। সে কোন্ দেশে আছে?

বালিকা গ্রীবা আন্দোলন করিয়া কহিল, "মাপ করিবেন। আমার আর কোন কথা প্রকাশ করিবার অধিকার নাই। কেবল যদি তাঁর কোন বিপদ হয়, তবেই তিনি আপনাকে জানাইতে লিখিয়াছেন।" মায়ার ওষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল।

উৎকণ্ঠিত-ভাবে বৃদ্ধ কহিলেন, "বিপদ! তা'র কি কোন বিপদ হইবার সম্ভাবনা আছে? আমাকে বল? আমার জানিবার অধিকার আছে।"

মায়া। এখন আর বোধ হয় আপনার কোন অধিকার নাই। আপনি তাঁর পিতা। কিন্তু আপনিই তাঁহার জীবন দুঃখময় করিয়াছেন।

বিস্ফারিত নেত্রে বৃদ্ধ বালিকাকে দেখিতে লাগিলেন। সে কটাক্ষে কত নৈরাশ্য, কত বেদনা, কত দুঃখ, কত যন্ত্রণা লুক্কায়িত ছিল, বালিকা তাহা বুঝিল। পুত্রের জন্য যে পিতার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে মায়া তাহা অনুভব করিল। বালিকার অন্তরে সহানুভূতি ফুটিয়া উঠিল। তাহার নয়নপ্রান্তে যেন অশ্রু দেখা দিল।

হতাশ-দগ্ধ-কণ্ঠে যোগেন বাবু কহিলেন, 'তুমি না কি তা'কে ভালবাস? তবু তুমি তা'কে বিপদে ফেলিয়া রাখিতে চাও।"

বালিকা কোন উত্তর দিল না। সঞ্চিত অশ্রু তাহার কপোলে বহিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

মায়াকে ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া যোগেন বাবু আবেগভরে বলিতে লাগিলেন, "যখন তুমি যতীনকে পত্র লিখিবে, লিখিও যে আমিই ভুল করিয়াছি। সে ঠিক বলিয়াছিল, 'টাকা সব নয়, ভালবাসার সহিত অর্থের তুলনা হয় না'। লিখিও, আমি তাহাকে ভালবাসি। তাহার অদর্শনে আমি বড় কষ্টে আছি। আমার একান্ত অনুরোধ, সে যেন সত্বর গৃহে ফিরিয়া আসে এবং তাহার মনোমত পাত্রীকে বিবাহ করিয়া সুখী হয়।"

বালিকা এবার হাসিয়া ফেলিল। এক চক্ষে হাসি ও অপর চক্ষে কান্না লইয়া ঈষৎ লজ্জিতভাবে সে কহিল, "চলুন না কেন, আমরা তাঁহাকে টেলিগ্রাম করে দিই। তিনি তাহা হইলে শীঘ্রই ফিরিতে পারিবেন।"

এতক্ষণে যোগেন বাবুর দুশ্চিন্তা দূর হইল তিনিও হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ঠিক বলেছ। তোমার এত রূপ, এত গুণ, আগে যদি তাহা জানিতাম।"

মায়া লজ্জায় অধোবদনে রহিল।

শ্রীসতীশ চন্দ্র বসু,
ছাপরা।

৺ উমেশচন্দ্র দত্তমহাশয়ের জীবনী।

(১৫ বৎসর বয়সে লিখিত সংক্ষিপ্ত রোমরাজ্যের ইতিহাস।)

২১ অধ্যায়।

সলা ও মেরিয়স।

১। যৎকালে মেথ্রিডেটিস যুদ্ধ অত্যন্ত প্রবল হয়, তখন সলা ও মেরিয়স, এই দুই রোমান সেনাপতি সেই যুদ্ধে গমন করিতে অত্যন্ত ইচ্ছুক হন। তাঁহারা উভয়েই উচ্চাভিলাষী ও পরস্পর পরস্পরের দ্বেষী ছিলেন।

২। মেরিয়স সাধারণ লোকের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। অতএব তিনি তাহাদিগকে আপনার দলস্থ করিলেন, আর সমস্ত ভদ্রলোক সলার দিকে হইল।

৩। যাহা হউক, উভয়ের মধ্যে অনেক বিবাদের পর সলা সেনাপতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধে গমন করিলেন।

৪। এখানে সলার অনুপস্থিতিতে মেরিয়স রোম অধিকার করিয়া সকলকে আপনার পক্ষ করিলেন। সুতরাং সলা জয়ী হইয়া প্রত্যাগমন করিলে রোমে দুইটি মহাযুদ্ধ হয়, তাহাতে সলা জয়লাভ করিয়া "ডিক্টেটর" অর্থাৎ রোমের সর্ব্বাধিপতি হইলেন।

৫। তিনি দুই বৎসর মাত্র ডিক্টেটর-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহার মধ্যে সেনেটের ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি করেন এবং সাধারণ লোকের ক্ষমতা অনেক হ্রাস করিয়া দেন। অনন্তর তিনি স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক শাসনদণ্ড পরিত্যাগ করিয়া কিউমি নামক স্থানে জীবনের শেষাংশ যাপন করেন। ৭৭ খৃঃ পূঃ ইহার মৃত্যু হয়।

৬। সলা ও মেরিয়সের ভয়ানক যুদ্ধে রোমের ২০০ সেনেটরের ও ১,৫০,০০০ নগরবাসীর মৃত্যু হয়।

২২ অধ্যায়।

সিজর ও পম্পের বিবাদ।

১। ৬৯৩ রোমাব্দে সিজর ও পম্পের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়।

২। তাঁহাদিগের উভয়ের উচ্চাভিলাষই এ যুদ্ধের নিদানভূত। পম্পে, সিজর ও ক্রাশস এই তিন ব্যক্তি তৎকালে রোম-রাজ্যে প্রধান ক্ষমতাপন্ন থাকাতে প্রথমে তাঁহারা তিন জনে একমত হইয়া রাজ্য-শাসন করিতে লাগিলেন। এই শাসন-প্রণালী ত্রিনায়ক তন্ত্র বলিয়া উক্ত হইল।

৩। এই একতা বদ্ধমূল করিবার জন্য পম্পে সিজরের কন্যার পাণি গ্রহণ করিলেন।

৪। পরে সিজর গল দেশ, পম্পে স্পেন দেশ ও ক্রাশস সিরিয়া রাজ্য শাসন করিতে সম্মত হইলেন।

৫। সিজর ও ক্রাশস স্ব স্ব রাজ্যে গমন করিলেন। পম্পে রোমে বাস করিয়া প্রতিনিধি দ্বারা স্পেন শাসন করিতে লাগিলেন।

৬। ক্রীশস সিরিয়াতে গমন করিয়া প্রথমতঃ জেরুজেলেমের দেবমন্দির লুণ্ঠন করিলেন এবং তত্রত্য সমুদায় সঞ্চিত ধন আত্মসাৎ করিলেন।

৭। তিনি তৎপরে পরাক্রান্ত সৈন্যদল সমভিব্যাহারে পার্থিয়ানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন, কিন্তু পার্থিয় সেনাধ্যক্ষ সরিনা তাঁহাকে পরাজিত ও অধিকাংশ সৈন্যের সহিত নিহত করিলেন। পরিশেষে তাঁহার প্রবল ধনলোভের শাস্তি দিবার জন্য সিসা গলাইয়া তাঁহার মস্তক পরিপূর্ণ করিয়া রাখিলেন।

৮। পম্পে আপনার সমকক্ষ লোক দেখিতে পারিতেন না এবং সিজর আপনাপেক্ষা প্রধান লোক দেখিলে ঈর্ষ্যান্বিত হইতেন। সিজর বলিতেন, "রোম নগরের দ্বিতীয় লোক হইবার অপেক্ষা পল্লীগ্রামের প্রথম লোক হওয়া ভাল"। এখন ক্রীশসের মৃত্যু হইলে তাঁহারা উভয়ে উভয়ের প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহাদিগের মধ্যে প্রকাশ্য বিবাদ ঘটিল। সিজর গলের মধ্যে সৈন্য সমাবেশ করিয়া রোমে আগমনপূর্ব্বক রাজকীয় ধনাগার লুণ্ঠন করিলেন। পম্পে এবং তাঁহার স্বপক্ষ লোকেরা হতবুদ্ধি হইয়া রোম হইতে পলায়ন করিল।

৯। পরে সিজর ও পম্পে স্ব স্ব সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ফার্সেলিয়ার রণক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। সেখানে এক ঘোরতর সংগ্রাম হইল, পম্পে তাহাতে এককালে পরাস্ত হইলেন এবং তাঁহার সেনানী সকল ছিন্ন ভিন্ন ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। অনন্তর পম্পে নিঃসাহস ও হীনবল হইয়া আফ্রিকায় পলায়ন করিলেন। কিন্তু সিজরের প্রণয়ভাজন হইবে বলিয়া এক ব্যক্তি সেখানে তাঁহাকে হত্যা করিল।

১১। সিজর তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছিলেন এবং তাঁহার ছিন্ন মস্তক দেখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ইজিপ্টে গিয়া সিজর ক্লিওপেট্রা নাম্নী এক পরমা সুন্দরী রাজ্ঞীর প্রেমে মুগ্ধ হন এবং তাঁহার পক্ষ হইয়া তদীয় ভ্রাতার প্রাণ সংহারপূর্ব্বক ঐ রাণীকে মিসরের রাজসিংহাসন প্রদান করেন।

১২। যুদ্ধে জয়ী হইয়া সিজর রোমে প্রত্যাগমন করিলেন এবং ইম্পারেটর বা মহারাজ এই উপাধি পাইয়া চিরজীবনের জন্য রোমের শাসনকর্তৃপদে অধিরূঢ় হইলেন। রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা তাঁহার হস্তগত হইল। বস্তুতঃ এই সময় হইতেই রোমের সাধারণ তন্ত্রের মূলোচ্ছেদ হয় এবং ক্রমে ক্রমে তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়। রোমে সেনেট বলিয়া যে মহাসভা ছিল,—যাহা রোমানদিগের যাবতীয় উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির মূল কারণ, তাহার সমুদায় ক্ষমতা লুপ্ত হইল এবং ক্রমে ক্রমে রোম অরাজকপ্রায় হইয়া উঠিল।

১৩। সিজর একণে রোমের একাধিপতি হইয়া দয়া ও হিতৈষিতাগুণ প্রদর্শন করতঃ রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন এবং অত্যল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত রোমরাজ্যের

উপর আপনার নিয়ম প্রচলিত করিলেন। কিন্তু তাঁহার আকস্মিক অভ্যুদয় ও সমুন্নত ক্ষমতা তাঁহার মৃত্যুর পথ প্রস্তুত করিল। তাঁহার বিপক্ষেরা রোমের স্বাধীনতার জন্য ব্রুটস (ক) ও কেসিয়স কর্ত্তৃক আনীত হইয়া সেনেটগৃহে তাঁহাকে আক্রমণ ও তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিল। ইহাতে তাঁহার সমুদায় ভাবি-আশাও বিনষ্ট হইয়া গেল।

৩য়—সাম্রাজ্য-তন্ত্র।

১ম অধ্যায়।

জুলিয়স সিজর ও অগষ্টস।

১। জুলিয়স সিজরের মাতৃকুল রোমের অতি প্রাচীন ভদ্রবংশ এবং তাঁহার পিতৃকুল রাজবংশীয় ছিল। তাঁহার জীবন নানাবিধ অদ্ভুত ঘটনাতে পরিপূর্ণ, তন্মধ্যে পঞ্জিকা সংশোধন ও আলেক্জেন্দ্রিয়ার পুস্তকালয়ের ৪ লক্ষ পুস্তক ধ্বংস, এই দুইটী প্রধান বলিয়া বিখ্যাত।

২। সিজরের পূর্ব্বে নিউমা ৩৬৫ দিনে বৎসর গণনা করিয়া যান। কিন্তু সিজর তৎপরিবর্ত্তে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় বৎসর প্রচলিত করিলেন। তিনি আরও সুবিধার জন্য ঐ ৬ ঘণ্টা পৃথক্ ধরিয়া চারি বৎসরের পর ৩৬৬ দিনে বৎসর গণনা করিলেন। তাঁহার নামানুসারে এই বৎসরের নাম জুলিয়ান বর্ষ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

৩। সিজর অতি সুবিদ্বান্ ও তৎকালীন প্রধান সুলেখক ছিলেন। তাঁহার রচিত কতকগুলি বক্তৃতা ও ইতিহাস অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। কথিত আছে, তাঁহার এরূপ গুণ ছিল যে, তিনি এককালে সমান মনোযোগের সহিত লিখিতে, পাঠ করিতে ও শ্রবণ করিতে পারিতেন। তাঁহার প্রণীত ইতিহাসের কোন কোন স্থান অলঙ্কারের মতে দূষণীয় বটে, কিন্তু ইহা অতি সরল ও মনোহর প্রণালীতে লিখিত হইয়াছে, এবং তজ্জন্য সকল জাতির লোকেই ইহার প্রশংসা ও আদর করিয়া থাকেন।

৪। সিজরের মৃত্যু হইলে অনেক দিন পর্য্যন্ত রোমে শান্তি স্থাপন হওয়া ভার হইয়া উঠিয়াছিল। অনন্তর মার্ক আণ্টনী এক গোলযোগ করিয়া আত্মপক্ষে অনেক লোক একত্রিত করিলেন।

৫। সিজরের কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পৌত্র অক্টেভিয়স সেনেটরদিগের সহিত যোগ করিয়া প্রথমে আণ্টনীর বিপক্ষ হইয়াছিলেন। কিন্তু পরে তাঁহাদিগের মধ্যে সন্ধি হইল এবং লেপিডসের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহারা দ্বিতীয় ত্রিনায়ক তন্ত্র স্থাপন করিলেন।

৬। এই শাসনপ্রণালী সংস্থাপিত

(ক) এই দ্বিতীয় ব্রুটস প্রথম ব্রুটসের বংশজাত। ইনি পূর্ব্বপুরুষের ন্যায় এক মহাপুরুষ ছিলেন।

হইলেই চতুর্দ্দিক বিবাদ কলহে পূর্ণ হইল এবং রোম অবিশ্রান্ত শোণিতপ্রবাহে প্লাবিত হইতে লাগিল। এই তিন শাসন-কর্ত্তা আপনাদিগের বিপক্ষ ও সিজরের শত্রুগণের বিনাশার্থ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। তাঁহাদিগের ক্রোধখর্পরে প্রথমেই সুবিখ্যাত বক্তা শিশিরোর বলিদান হইল। সেনেটরেরা ব্রুটস ও কেসিয়সের হস্তে সমস্ত সৈন্যভার সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই নূতন শাসনকর্ত্তাদিগের সহিত সেনানীদ্বয় তাঁহাদিগের এক ঘোরতর সংগ্রাম হয়, তাহাতে পরাজিত হইয়া তাঁহারা আত্মহত্যা দ্বারা প্রাণত্যাগ করিলেন, এবং তাঁহাদিগের সহিত রোমের স্বাধীনতার আশাও বিনষ্ট হইল।

৭। ব্রুটস ও কেসিয়সের মৃত্যু হইলে অক্টেভস ও আন্টনীর মধ্যে সংগ্রাম ঘটিল। ইহার অনতিপূর্ব্বে তাঁহারা লেপিডসকে হতপরাক্রম ও দুর্দ্দশাপন্ন করিয়া আপনাদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা পরস্পরের শত্রুতায় প্রবৃত্ত হইলেন। আক্টিয়মের রণক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া আন্টনী ইজীপ্টে পলায়ন করিলেন এবং তথায় মিসররাজ্ঞী ক্লিওপেট্রার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাঁহার প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইলেন।

৮। এক্ষণে অক্টেভিয়সের সৌভাগ্যলক্ষ্মী চতুর্দ্দিকে লক্ষিত হইতে লাগিল। তিনি আলেক্‌জান্দ্রিয়াতে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তাঁহার হস্তে পতিত হইবার ভয়ে আন্টনী ও ক্লিওপেট্রা আত্মনাশ করিলেন। অতঃপর মিশর রোমের একটী প্রদেশ হইল।

৯। যুদ্ধে জয়ী হইয়া রোমে প্রত্যাগমন করিলে সেনেটরেরা অক্টেভিয়সকে সম্রাট্ অগষ্টস বলিয়া সমাদরে গ্রহণ করিলেন। অগষ্টসের রাজত্বে সমস্ত রোমজনপদ পুনর্ব্বার সুখশান্তিতে পূর্ণ হইল এবং জেনস দেবের মন্দিরের দ্বার পুনর্ব্বার রুদ্ধ হইল। এই সময় যিশুখৃষ্ট জন্ম গ্রহণ করেন এবং এই সময় হইতেই রোম সাম্রাজ্য-তন্ত্রের সম্পূর্ণ অধীন হয়।

১০। অগষ্টস ৪৪ বৎসর রোমের উপর একাধিপত্য করেন এবং সর্ব্বশুদ্ধ ৫৭ বৎসর রোম শাসন করেন। ১৪ খৃষ্টাব্দে ৭৬ বৎসর বয়সে কাম্পেনিয়ার অন্তঃপাতী নোলানামক স্থানে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি সকলজাতীয় লোকের নিকটেই মাননীয় ও প্রশংসনীয় হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের তৎকালীন হিন্দু রাজাদিগের সহিত তাঁহার কথোপকথন চলিত, ইহার দৃঢ় প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তিনি বিদ্যাবিষয়ে যথার্থ উৎসাহী থাকাতে এবং বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগকে মর্য্যাদা ও আশ্রয় প্রদান করাতে রোমানেরা জ্ঞান-শিখরের অতি উচ্চ সীমায় উন্নীত হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়েই বর্জিল, হোরেস, লিভিয়স, ওভিড, কাটুলস, টিবিউলস, প্রপার্টস এবং টাইটস লিভিয়স প্রভৃতি মহাত্মাদিগের উদয় হওয়াতে আবার জ্ঞান ও বিদ্যাজ্যোতিতে রোম সমুজ্জ্বল হয় এবং এই সময় অগষ্টস্

পিরিয়ড্ অর্থাৎ সুবিখ্যাত অগষ্টসের সময় বলিয়া বিখ্যাত হয় (ক)

২য় অধ্যায়।

টাইবিরিয়স ও কালিগুলা।

১। টাইবিরিয়স নিরোর পুত্র। তাঁহার মাতার নাম টলিয়া। অগষ্টস তাঁহাকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া আপনার উত্তরাধিকারী করিয়া যান।

২। তিনি অতি অসচ্চরিত্র ছিলেন এবং তাঁহার নিষ্ঠুরতা, অর্থস্পৃহা, অত্যাচার এবং গর্ব্বিত স্বভাবের নিমিত্ত সকলের নিকটেই ঘৃণাস্পদ হইয়াছিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ জার্ম্মনিকসের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করিয়া অবশেষে বিষপ্রয়োগ দ্বারা তাঁহার প্রাণবধ করিয়াছিলেন।

৩। টাইবিরিয়স ২২ বৎসর ৬ মাস রাজত্ব করিবার পর কালিগুলা তাঁহার উত্তরাধিকারী হন।

৪। কালিগুলা টাইবিরিয়সের ভ্রাতুষ্পুত্র। জার্ম্মনিকস তাঁহার পিতা এবং এগ্রিপিনা তাঁহার মাতা ছিলেন।

৫। তাঁহার রাজত্বের প্রথম লক্ষণ দেখিয়া প্রজারা সুখী হইবে প্রত্যাশা করিয়াছিল। কিন্তু অনতিবিলম্বেই তিনি আপনার যথার্থ স্বভাব প্রকাশ করিলেন। তাঁহার রাজত্বে রোমের কোন ভদ্রকুলবালার সতীত্ব রক্ষা পায় নাই। তিনি স্বীয় কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থের জন্য এক বৎসরে ১৮ কোটী টাকা নাশ করেন, যাহাকে ধনী বলিয়া তাঁহার সন্দেহ জন্মিয়াছিল তাঁহাকেই কালগ্রাসে প্রেরণ করেন এবং আপনাকে দেবতা বলিয়া সকলের নিকট পূজা পাইবার জন্য নিয়ম করেন। তিনি তাঁহার ঘোটককে রোমের কন্সল করিবেন মনঃস্থ করিয়াছিলেন এবং একটী বক্তৃতায় প্রকাশ করিয়াছিলেন যে সমুদায় রোমের যদি এক কণ্ঠ হইত, তিনি এক আঘাতেই তাহা ছেদন করিয়া ফেলিতেন।

৬। তাঁহার অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতা এরূপ দুঃসহ হইল যে, অবশেষে ৪১খৃষ্টাব্দে তাঁহার আপনার লোকে এক ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে হত করিল। তিনি ৩ বৎসর, ১০ মাস ৮ দিন রাজত্ব করেন। ক্লডিয়স তাঁহার উত্তরাধিকারী হন।

ক্লডিয়স ও নিরো।

১। ক্লডিয়স জার্ম্মনিকসের ভ্রাতা, টাইবিরিয়সের ভ্রাতুষ্পুত্র ও ড্রেসসের পুত্র ছিলেন।

২। তিনি অতি দুর্ব্বল, নির্ব্বোধ ও ভীরুস্বভাব ছিলেন। যৎকালে তিনি সম্রাটের পদ পাইলেন, তখন পাছে হত হন, এই ভয়ে অট্টালিকার এক নিভৃত স্থানে লুকাইয়া রহিলেন।

৩। তিনি ৫০ বৎসর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। পালাস, নার্সিয়স প্রভৃতি কয়েকজন প্রিয় ব্যক্তি ও মেসেলিনা এবং এগ্রিপিনা নামক তাঁহার দুই

(ক) অগষ্টসের সময় আমাদিগের মহারাজা বিক্রমাদিত্যের সমকাল। এই সময়েই কালিদাস, বররুচি, ঘটকর্পর প্রভৃতি নবরত্নের জ্যোতিতে ভারতবর্ষও জ্যোতিষ্মান্ হইয়াছিল।

অসচ্চরিত্র স্ত্রীর মতেই তিনি সকল কার্য্য করিতেন। ব্রিটেন জয় তাঁহার রাজত্বের প্রধান ঘটনা। তাঁহার দুইটী মহিষীর মধ্যে প্রথমা মেসেলিনা তাঁহাকে অবমাননা করাতে তিনি তাঁহার প্রাণবধ করেন, দ্বিতীয়া জার্ম্মনিকসের কন্যা এগ্রিপিনা ১৩ বৎসর রাজত্বের পর বিষপান করাইয়া তাঁহাকে নিহত করেন। তাঁহার রাজত্বে ৩৫ জন সেনেটর ও ৩০০ নাইট হত হয়।

৪। এগ্রিপিনা স্বীয় পুত্র নিরোকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। ইনি প্রথমে অতি নম্র ও শান্তস্বভাব ছিলেন এবং সৈন্যাধ্যক্ষ বরহস ও তাঁহার শিক্ষক সেনেকার উপদেশে প্রশংসিতরূপে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে পেপিয়া নামে এক দুষ্ট স্ত্রীলোক ও টিজিলিনস নামে এক দুরাত্মা সঙ্গীর পরামর্শে তিনি এরূপ নিষ্ঠুর, অত্যাচারী ও দুষ্কর্ম্মান্বিত হইয়া উঠিলেন যে, অসুরাবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন। তাঁহার মাতা তাঁহাকে সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন, এই দোষের দণ্ডের জন্য তিনি তাঁহার শিরশ্ছেদন করিলেন। পরম বিশ্বাসী বরহসকে বিষ প্রয়োগে হত করিয়া সততার পুরস্কার দিলেন এবং সেনেকার প্রাণবধ করিয়া শেষ গুরুদক্ষিণা প্রদান করিলেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার পত্নী ক্লডিয়সের কন্যা অক্টেভিয়া, ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ থ্রোসিরার এবং অন্যান্য অসংখ্য লোকেরও প্রাণ সংহার করেন।

৫। তিনি অবাধে ধনব্যয় করিয়া "স্বর্ণাট্টালিকা" বলিয়া এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন এবং ট্রয়নগরদাহ প্রদর্শনার্থে রোমে অগ্নি প্রদান করিয়া তাঁহার ছাদে বসিয়া আনন্দে বীণাবাদন করিতে লাগিলেন। খৃষ্টানদিগের উপর তাঁহার স্বাভাবিক ঘৃণা ছিল। তাঁহাদিগের উপর দোষারোপ করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। অনেককে বন্য পশুর গ্রাসে নিক্ষেপ করিয়া এবং অবশিষ্টদিগকে জীবন্ত দগ্ধ করিয়া হত্যা করিলেন। এই অত্যাচারের পর সেণ্টপলের শিরশ্ছেদন এবং সেণ্টপিটরকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া নিধন করেন।

৬। নিরো সর্ব্বলোকের ঘৃণাস্পদ হইলেন। তাঁহার সৈন্যেরা বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে সিংহাসনভ্রষ্ট করিল এবং পরে তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক এক ক্রীতদাসের হস্তে হত হন। ইনি সিজর-বংশের শেষ সম্রাট্। ৬৮ খৃষ্টাব্দে ৩০ বৎসর বয়সে ও ১৪ বৎসর রাজত্বের পর নিরোর মৃত্যু হয়।

আদি ব্রহ্মসমাজে প্রদত্ত

১১ই মাঘের প্রাতঃকালের উপদেশ।

দিনতো যাবেই—এমনি করেই তো দিনের পর দিন গিয়াছে। কিন্তু সব মানুষেরই ভিতরে এই একটি বেদনা রয়েছে যে, যেটা হবার সেটা হয়নি। দিন

তো যাবে, কিন্তু মানুষ কেবলি বলেছে—হবে, হবে, আমার যা হবার তা আমাকে হতেই হবে, এখনো তার কিছুই হয় নি। তাই যদি না হয়ে থাকে, তবে মানুষ আর কিসে মানুষ, পশুর সঙ্গে তার পার্থক্য কোথায়? পশু তার প্রাত্যহিক জীবনে তার যে সমস্ত প্রবৃত্তি রয়েছে তাদের চরিতার্থতা সাধন করে যাচ্ছে, তার মধ্যে তো কোন বেদনা নেই। এখনো যা হয়ে ওঠবার তা হয় নি, এ কথা তো তার কথা নয়। কিন্তু মানুষের জীবনের সমস্ত কর্ম্মের ভিতরে ভিতরে এই বেদনাটী রয়েছে—হয় নি, হয় নি, যা হবার তা হয় নি, কি হয় নি? আমি যা হব ব'লে পৃথিবীতে এলুম তাই যে হলুম না, সেই হবার সংকল্প যে জোর করে নিতে পারলুম না। আমার পথ আমি নেব, আমার যা হবার আমি তাই হব—এই কথাটি জোর করে বলতে পারলুম না বলেই এই বেদনা জেগে উঠছে যে হয় নি, হয় নি—দিন আমার বৃথায় ব'য়ে যাচ্ছে। গাছকে, পশুপক্ষীকে তো এ সংকল্প করতে হয় না—মানুষকেই এই কথা বলতে হয়েছে যে আমি হব—এ সংকল্প যে মানুষকেই গ্রহণ করতে হয়েছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এ সংকল্পকে সে দৃঢ়ভাবে ধরতে পারছে না, এই কথা সে জোর করে বলতে পারছে না, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষ পশুপক্ষী, তরুলতার সঙ্গে সমান। কিন্তু ভগবান্ তাকে তাদের সঙ্গে সমান হতে দেবেন না, তিনি চান যে তাঁর বিশ্বের মধ্যে কেবল মানুষই আপনাকে গড়ে তুলবে, আপনার ভিতরকার মনুষ্যত্ব-টিকে অবাধে প্রকাশ করবে। সেই জন্য তিনি মানুষের শিশুকে সকলের চেয়ে অসহায় করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন—তাকে উলঙ্গ করে দুর্ব্বল করে পাঠিয়েছেন। আর সকলোর জীবন রক্ষার জন্যে যে সকল উপকরণের দরকার তা তিনি দিয়েছেন, বাঘকে তীক্ষ্ণ নখ দন্ত দিয়ে সাজিয়ে পাঠিয়েছেন। কিন্তু এ কি তাঁর আশ্চর্য্য লীলা যে, মানুষের শিশুকে তিনি সকলের চেয়ে দুর্ব্বল, অক্ষম ও অসহায় করে দিয়েছেন—কারণ এরি ভিতর থেকে তিনি তাঁর পরমাশক্তিকে দেখাবেন। যেখানে তাঁর শক্তি সকলের চেয়ে বেশি থেকেও সকলের চেয়ে প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে, সেইখানেই তো তাঁর আনন্দের লীলা। এই দুর্ব্বল মনুষ্যশরীরের ভিতর দিয়ে যে একটি পরমা শক্তি প্রকাশিত হবে এই তাঁর আহ্বান।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর সব তৈরি, চন্দ্র সূর্য্য তরু লতা সমস্তই তৈরি, কেবল মানুষকেই তিনি অসম্পূর্ণ করে পাঠিয়েছেন। সকলের চেয়ে অসহায় করে মায়ের কোলে যাকে পাঠালেন, সেই যে সকলের চেয়ে শক্তি-শালী ও সম্পূর্ণ হবার অধিকারী, এই লীলাই তো তিনি দেখাবেন। কিন্তু আমরা কি তাঁর এই ইচ্ছাকে ব্যর্থ করব? তিনি বাইরে আমাদের যে দুর্ব্বলতার বেশ পরিয়ে পাঠিয়েছেন, তারি মধ্যে আমরা আবৃত থাকব—এ হলে আর কি হল? এ পৃথিবীতে তো কোথাও দুর্ব্বলতা নেই—এই পৃথিবীর ভূমি কি নিশ্চল অটল,

সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র আপন আপন কক্ষপথে কি স্থিরভাবে প্রতিষ্ঠিত—এখানে একটি অণুপরমাণুরও নড়চড় হবার জো নেই, সমস্তই তাঁর অটল শাসনে, তাঁর স্থির নিয়মে বিধৃত হয়ে নিজ নিজ কাজ করে যাচ্ছে। কেবল মানুষকেই তিনি অসম্পূর্ণ করে রেখেছেন। তিনি ময়ূরকে নানা বিচিত্র রঙে রাঙিয়ে দিয়েছেন, মানুষকে দেন নি—তার ভিতর রঙের একটা বাটী দিয়ে বলেছেন, তোমাকে তোমার নিজের রঙে সাজতে হবে। তিনি বলেছেন তোমার মধ্যে সবই দিলুম, কিন্তু তোমাকে সেই সব উপকরণ দিয়ে নিজেকে কঠিন করে, সুন্দর করে, আশ্চর্য্য করে, তৈরি করে তুলতে হবে, আমি তোমাকে তৈরি করে দেব না। আমরা তা না করে যদি যেমন জন্মাই তেমনিই মরি, তবে তাঁর এই লীলা কি ব্যর্থ হবে না?

কি নিয়ে আমাদের দিনের পর দিন যাচ্ছে? প্রতি দিনের আবর্ত্তনে কি জন্যে যে ঘুরে মরছি তার কোনো ঠিকানাই নেই। এ সংকল্প আর নেওয়া হইল না—আমি মানুষ হব, আমি মহত্ত্বের পথে যাব, আমি স্বার্থে বিজড়িত হব না, আমার ভিতরে যে শক্তি নিহিত রয়েছে, আমি তাকে প্রকাশিত করব—এ কথা আর জোর করে সমস্ত মনকে দিয়ে বলাতে পারলুম না। আজ যা হচ্চে কালও তাই হচ্চে, একদিনের পর কেবল আর এক দিনের পুনরাবৃত্তি চলচে—ঘানিতে জোতা হ'য়ে আছি, ঘুরে বেড়াচ্ছি—একই জায়গায়। এর মধ্যে এমন কোন নূতন আঘাত পাচ্ছি না যাতে মনে পড়ে আমি মানুষ। কয়েদীদের ঘানিতে জুড়ে দিয়ে তাদের কাছে থেকে তেল আদায় করে—আমাদের কি সেই কাজ? সেই একই জীবনযাত্রার অন্তহীন পুনরাবৃত্তি? এই সাংসারিক জীবনযাত্রার প্রাত্যহিক অভ্যস্ত কর্ম্মে আমরা কি পাচ্ছি, আমরা কি জড় করছি? এই সব জীর্ণ বোঝার মধ্যে একদিন কি এমনি ভাবেই জীবন পরিসমাপ্ত হবে? এ সব কি তুচ্ছতার মধ্যে, রাশীকৃত জঞ্জালের মধ্যে, ঘুরে বেড়াচ্ছি—দিনের পর দিন ঘুরে বেড়াচ্ছি—তাই তো মনে পড়েনা, মন ভুলে যায়—ভগবান্ আমাদের ভিতর কি দিয়ে পাঠিয়েছেন, কত বড় শক্তিকে আমরা বইছি। অভ্যাস, অভ্যাস—তারি জড় স্তূপের নীচে তলিয়ে যাচ্ছি, তারি উপরে যে আমাদের এক দিন ঠেলে উঠতে হবে সেই কথাটিই ভুলে যাচ্ছি। মলিনতার উপর কেবলি মলিনতা জমা হচ্ছে—অভ্যাসকে কেবলি বেড়ে যেতে দেওয়া হচ্ছে—এমনি করে নিজের কৃত্রিমতার বেড়ার মধ্যে সঙ্কীর্ণ জায়গায় আমরা আবদ্ধ হয়ে রয়েছি—বিশ্বভুবনের আশ্চর্য্য লীলাকে দেখতে পাচ্ছি না। দেখ্‌বার বেলা দেখি—উপকরণ, আসবাব, বাঁধা নিয়মে জীবন যন্ত্রের চাকা চালানো। তাঁর আলো আর ভিতরে আস্‌তে পথ পায় না, চিত্তে এসে পৌছোয় না—ঐ সব জিনিষগুলো আড়াল হয়ে দাঁড়ায়। তিনি আমাদের কাছে আস্‌বেন

ব'লে দিয়েছেন—তুমি তোমার আসনখানি তৈরি ক'রে দাও, আমি সেই আসনে বসব, তোমার ঘরে গিয়া বসব। অথচ আমরা যা কিছু আয়োজন করছি সে সবই নিজের জন্যে—তাঁকে বাদ দিয়ে বসেছি। জগৎ জুড়ে, শ্যামল পৃথিবীর সকল সৌন্দর্য্যের মধ্যে তিনি আপনাকে বিকীর্ণ করে রয়েছেন, কেবল একটুখানি কালো জায়গা, আমাদের হৃদয়ের সেই কালো কলঙ্কে মলিন ধূলিতে আচ্ছন্ন সেই একটু মাত্র কালো জায়গাতে তাঁর স্থান হয় নি, সেইখানে তাঁকে আস্‌তে নিষেধ ক'রে দিয়েছি। সেই জায়গাটুকু আমার, সেখানে আমার টাকা রাখব, আস্‌বাব জমাব, ছেলের জন্য বাড়ীর ভিৎ কাটব—সেখানে তাঁকে বলি,—তোমাকে ওখানে যেতে দিতে পার্‌ব না। তোমাকে ওখান থেকে নির্ব্বাসিত করে দিলুম। তাই এই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখছি যে, যে মানুষ সকলের চেয়ে বড়, যার মধ্যে ভূমার প্রকাশ, সেই মানুষের কি সকলের চেয়ে অকৃতার্থ হবার শক্তি হোল? আমাদের যে সেই শক্তি তিনিই দিয়াছেন। তিনি বলেছেন—আর সব জায়গায় আমি রয়েছি, কিন্তু তোমার ঘরে নিমন্ত্রণ না করলে আমি যাব না। তিনি বলেছেন—তোমরা কি আমাকেই ডাকবে না? তোমাদের সুখে দুঃখে আমাকে ডাক্‌বে না? তোমরা যা ভোগ করচ, আমাকে তার একটু অংশ দেবে না? যারা কেড়ে নেবার লোক তারা কেড়ে নেয়—তারা অনাদর সইতে পারে না। আর যিনি দ্বারের বাইরে প্রতীক্ষা করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন—তাঁকেই বলেছি, তোমাকে দিতে পারব না। দিনের পর দিন কি এই কথা ব'লে আমরা সব ব্যর্থ করি নি? এক দিন আমাদের এ সংকল্প নিতেই হবে—বল্‌তে হবে, আমার ধন জন মান, আমার সমস্ত খ্যাতি প্রতিপত্তি, জীবন যৌবন তোমারি জন্যে। প্রতিদিন যদি বা ভুলে থাকি, আজ একদিন অন্ততঃ বলি, তোমারি জন্য আমার এই জীবন। হে স্বামি! তোমাকে না দিয়ে কি আমি আমাকে ব্যর্থ কর্‌লাম? না, তোমাকেই ব্যর্থ কর্‌লাম। তুমি যে বলেছিলে আমরা অমৃতস্য পুত্রাঃ, আমরা অমৃতের পুত্র। তুমি যে বলেছিলে তুমি বড়, তোমার জীবন সংসারের সুখের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে থাক্‌বে না। সেই পিতৃসত্য যে আমাদিকে পালন কর্‌তেই হবে, তাকে ব্যর্থ করলে যে তোমাকেই, তোমার সত্যকেই ব্যর্থ করা হবে।

সেই জন্যে, সেই সত্যকে স্বীকার কর্‌বে ব'লে এক একটা দিনকে মানুষ পৃথক্‌ ক'রে রাখে। সে বলে রোজতো ঘানি টেনেছি, আর পারিনে—একটা দিন অন্ততঃ বুঝি যে আনন্দ লোকে অমৃত লোকেই আমি জন্মগ্রহণ করেছি, কারাগারের মধ্যে নয়। সেই দিন উৎসবের দিন। সেই দিনকে প্রতিদিনকার দিন করতে হবে। প্রতিদিন নিজেকে কত অসত্য ক'রে দেখেছি, কত অসত্য ক'রে

জেনেছি—এক দিন আপনাকে অনন্তের মধ্যে দেখে নিতে হবে। বিশ্বের বিধাতা হয়েও তুমি আমার পিতা—পিতা নোঽসি —এত বড় কথা একদিন সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে দাঁড়িয়ে জানাতেই হবে। আজ ধন, মান, খ্যাতি, প্রতিপত্তির কাছে প্রণাম; প্রতিদিন সেইখানে মাথা লুটিয়েছি এবং সেই ধুলি জঞ্জালের নীচে কোন্ তলায় তলিয়ে গিয়েছি। আজ সমস্ত জঞ্জাল দূর করে দিয়ে যিনি আমার দরজায় যুগ যুগ ধ'রে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তাঁকে ডাক্‌ব—পিতা নোঽসি, তুমি আমার পিতা। যে দিন সব ধন মান সার্থক হবে, সে দিন কোন অভাবই আর অভাব থাক্‌বে না।

মানুষ একদিন ভেবেছিল সে স্বর্গে যাবে, সেই চিন্তায় সে তীর্থে তীর্থে ঘুরেছে, সে ব্রাহ্মণের পদধুলি নিয়েছে, সে কত ব্রত অনুষ্ঠান করেছে—কি করলে সে স্বর্গ লোকের অধিকারী হ'তে পারে এই কথাই তার মনে জেগেছে। কিন্তু স্বর্গ তো কোথাও নেই। তিনি তো স্বর্গ কোথাও রাখেন নি। তিনি মানুষকে বলেছেন, তোমাকে স্বর্গ তৈরি করতে হবে। এই সংসারকেই তোমার স্বর্গ করতে হবে। সংসারে তাঁকে আনলেই যে সংসার স্বর্গ হয়। এত দিন মানুষ এ কোন্ শূন্যতার ধ্যান করেছে? সে সংসারকে ত্যাগ ক'রে কেবলি দূরে দূরে গিয়ে নিষ্ফল আচার বিচারের মধ্যে এ কোন্ স্বর্গকে চেয়েছে? তার ঘর ভরা শিশু, তার মা বাপ ভাই বন্ধু, আত্মীয়, প্রতিবেশী—এদের সকলকে নিয়ে নিজের সমস্ত জীবনখানি দিয়ে যে তাকে স্বর্গ তৈরি করতে হবে। কিন্তু সে সৃষ্টি কি একলা হবে? না তিনি বলেছেন, তোমাতে আমাতে মিলে স্বর্গ করব—আর সব আমি একলা করেছি, কিন্তু তোমার জন্যেই আমার স্বর্গ সৃষ্টি অসমাপ্ত রয়ে গেছে। তোমার ভাবি আত্ম-নিবেদনের অপেক্ষায় এত বড় একটা চরমসৃষ্টি হ'তে পারে নি। সর্ব্বশক্তিমান্ এই জায়গায় তাঁর শক্তিকে খর্ব্ব করেছেন, একজায়গায় তিনি হার মেনেছেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাঁর সকলের চেয়ে দুর্ব্বল সন্তান তার সব উপকরণ হাতে ক'রে নিয়ে আস্‌বে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্বর্গরচনা অসম্পূর্ণ রইল। আর সব সৃষ্টি বড় হ'তে পারে, কিন্তু তাঁতে আমাতে মিলে যে সৃষ্টি, এমন সৃষ্টি আর কোথাও নেই। এই জন্যে যে তিনি যুগযুগান্ত ধ'রে অপেক্ষা করচেন। তিনি কি এই পৃথিবীর জন্যেই কত কাল ধ'রে অপেক্ষা করেন নি? আজ যে এই পৃথিবী এমন সুন্দরী, এমন শস্য-শ্যামলা হয়েছে, কত বাষ্প দহনের ভিতর দিয়ে ক্রমশঃ শীতল হয়ে, তরল হয়ে, তার পরে ক্রমে ক্রমে এই পৃথিবী কঠিন হয়ে উঠেছে, তখন তার বক্ষে এমন আশ্চর্য্য শ্যামলতা দেখা দিয়েছে। পৃথিবী যুগ যুগ ধ'রে তৈরি হয়েছে, কিন্তু স্বর্গ এখনো বাকি। বাষ্প আকারে যখন পৃথিবী ছিল, তখন তো এমন সৌন্দর্য্য ফোটেনি। আজ নীলাকাশের নীচে পৃথিবীর কি অপরূপ

সৌন্দর্য্য দেখা দিয়েছে। ঠিক তেমনি স্বর্গলোক বাষ্প আকারে আমাদের হৃদয়ের ভিতরে ভিতরে রয়েচে, তা আজও দানা বেঁধে ওঠেনি। তাঁর সেই রচনা-কার্য্যে তিনি আমাদের সঙ্গে ব'সে গিয়েছেন, কিন্তু আমরা কেবল খাব পর্‌ব সঞ্চয় করব-এই ব'লে ব'লে সমস্ত ভুলে ব'সে রইলুম। তবু এ ভুলতো ভাঙবে, মরবার আগে একদিন তো বলতে হবে, এই পৃথিবীতে এই জীবনে আমি স্বর্গের একটুখানি আভাস রেখে গেলাম। কিছু মঙ্গল রেখে গেলাম। অনেক অপরাধ স্তূপাকার হয়েছে, অনেক সময় ব্যর্থ করেচি, তবু ক্ষণে ক্ষণে একটু সৌন্দর্য্য ফুটেছিল। জগৎসংসারকে কি একেবারেই বঞ্চিত করে গেলাম? অভাবকে তো কিছু পূরণ করেচি, কিছু অজ্ঞান দূর করেচি—এই কথাটি তো ব'লে যেতে হবে। দিন যাবে, এ দিন যাবে। এই আলো চোখের উপর মিলিয়ে যাবে। সংসার তার দরজা বন্ধ করে দেবে, তার বাইরে প'ড়ে থাক্‌ব। তার আগে কেন ব'লে যেতে পার্‌ব না, কিছু দিতে পেরেচি। প্রতিদিন ভুললেও একদিন সংকল্পকে নিতেই হবে।

আমাদের সৃষ্টি করবার ভার যে স্বয়ং তিনি দিয়েছেন। তিনি যে নিজে সুন্দর হ'য়ে জগৎকে সুন্দর করে সাজিয়েছেন, এ নিয়ে তো মানুষ খুসী হয়ে চুপ করে থাক্‌তে পারল না। সে বল্‌লে, আমি ঐ সৃষ্টিতে আরো কিছু সৃষ্টি করব। শিল্পী কি করে? সে কেন শিল্প রচনা করে? বিধাতা বলেছেন, আমি এই যে উৎসবের লণ্ঠন সব আকাশে ঝুলিয়ে দিয়েছি তুমি কি আল্‌পনা আঁক্‌বে না? আমার রশুনচৌকিতো বাজ্‌ছেই—তোমার তম্বুরা কি একতারাই না হয় তুমি বাজাবে না? সে বল্লে হাঁ, বাজাব বৈকি। গায়কের গানে আর বিশ্বের প্রাণে যেমনি মিল্‌ল অমনি ঠিক গানটি হ'ল। আমি গান সৃষ্টি করব ব'লে সেই গান তিনি শোন্‌বার জন্যে আপনি এসেচেন। তিনি খুসী হয়েছেন—মানুষের মধ্যে তিনি যে আনন্দ দিয়েচেন, প্রেম দিয়েচেন, তা যে মিল্‌ল তাঁর সব আনন্দের সঙ্গে—এই দেখে তিনি খুসী। শিল্পী আমাদের মানুষের সভায় কি তার শিল্প দেখাতে এসেচে? সে যে তাঁরি সভায় তার শিল্প দেখাচ্চে তার গান শোনাচ্চে। তিনি বল্‌লেন—বাঃ এ যে দেখছি আমার সুর শিখেচে, তাতে আবার আধ আধ বাণী জুড়ে দিয়েছে—সেই বাণীর আধখানা ফোটে আধখানা ফোটে না। তাঁর সুরে সেই আধফোটা সুর মিলিয়েছি শুনে তিনি বল্‌লেন—খুসি হয়েছি। এই যে তাঁর মুখের খুসি না দেখতে পেল সে শিল্পী নয়, সে কবি নয়, সে গায়ক নয়। যে মানুষের সভায় দাঁড়িয়ে মানুষ কবে জয়মাল্য দেবে এই অপেক্ষায় ব'সে আছে, সে কিছুই নয়। কিন্তু শিল্পী কেবলমাত্র রেখার সৌন্দর্য্য নিল, কবি সুর নিল রস নিল। এরা কেউই সব নিতে পারল না। সব নিতে

পাওয়া যায় একমাত্র সমস্ত জীবন দিয়ে। তাঁরি জিনিস তাঁর সঙ্গে মিলে নিতে হবে।

জীবনকে তাঁর অমৃতরসে কাণায় কাণায় পূর্ণ করে যে দিন নিবেদন করতে পারব সে দিন জীবন ধন্য হ'বে। তার চেয়ে বড় নিবেদন আর কি আছে? আমরা তো তা পারি না। তাঁর নৈবিদ্য থেকে সমস্ত চুরি করি, কৃপণতা করে বলি নিজের জন্য সবই নেব, কিন্তু তাঁকে দেবার বেলা উচ্ছিষ্ট মাত্র দিয়ে নিশ্চিন্ত হব। তাঁকে সমস্ত নিবেদন করে দিতে পারলে সব দরকার ভ'রে যায়, সব অভাব পূর্ণ হয়ে যায়। তাই বলছি আজ সেই জীবনের পরিপূর্ণ নিবেদনের দিন। আজ বলবার দিন—তুমি আমাকে তোমার আসনের পাশে বসিয়েছিলে কিন্তু আমি ভুলেছিলুম, আমি সব জুড়ে নিজেই ব'সেছিলুম। তোমার সঙ্গে বসবার এ গৌরব ভুলে গেলুম! তোমাতে আমাতে মিলে বসবার যে অপরূপ সার্থকতা এ জীবনে কি তা হবে না? আজ এই কথা বলব—আমার আসন শূন্য রয়ে গেছে। তুমি এস, তুমি এস, তুমি এসে একে পূর্ণ কর! তুমি না এলে আমার এই গৌরবে কাজ কি, আমার ধূলার মধ্যে ভিক্ষুকের মত প'ড়ে থাকা যে ভালো। হায় হায়, ধুলো বালি নিয়ে বাস্তবিকই এই যে খেলা করছি এই কি আমার সৃষ্টি? এই সৃষ্টির কাজের জন্যই কি আমার জীবনের এত আয়োজন হয়েছিল? মাঝে মাঝে কি পরম দুঃখে পরম আঘাতে এগুলো ভেঙে যায় নি? খেলাঘর একটু নাড়া দিলেই প'ড়ে যায়! কিন্তু তোমাতে আমাতে মিলে যে সৃষ্টি তা কি একটু ফুঁয়ে এমনি করে প'ড়ে যেতে পারে? খেলাঘর কত যত্ন করেই গ'ড়ে তুলি, যে দিন আঘাত দিয়ে ভেঙে দেন সে দিন দেখিয়ে দেন যে তাঁকে বাদ দিয়ে একলা সৃষ্টি করবার কোন সাধ্য আমাদের নেই। সে দিন কেঁদে উঠে, আবার ভুলি, আবার ছিদ্র ঢাকাবার চেষ্টা করি—এমনি করে সব ব্যর্থ হয়ে যায়।

সব কৃত্রিমতা দূর করে দিয়ে আজ এক দিনের জন্য দরজা খুলে ডাকি—হে আমার চির দিনের অধীশ্বর, তোমাকে এক দিনের জন্যেই ডাকলুম। এই জীবনে শেষ নয়, এই পৃথিবীতেও শেষ নয়, আমি যে তোমার দর্শনার্থে তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছি। ঘুরেই চলেছি, দেখা মেলেনি। আজ সব রুদ্ধতার মধ্যে একটু ফাঁক করে দিলাম, দেখা দিয়ো। অপরাধ তুমি যদি ক্ষমা না কর, পরমানন্দের কণা একটাও যদি না দাও তবু এ কথা বলতে পারব না—ওগো আমি পারলুম না। আমি ক্লান্ত, অক্ষম, দুর্ব্বল, আমি জবাব দিলুম, আমার সব পড়ে রইল—এ কথা বলব না। তোমার জন্য দুঃখ পেলাম এই কথা জানাবার সুখ যে তুমিই দেবে। দুঃখ আমার নিজের জন্য পেলে খেদের অবসান থাকে না। হে বন্ধু, তোমার জন্য বড় দুঃখ পেয়েছি এ কথা বলবার অধিকার

দাও। সমস্ত সংসারের দীর্ঘ পথ দুঃখের বোঝা ব'য়ে এসেচি—আজ দিলুম তোমার পায়ে ফেলে। তুমি যে আনন্দ, তুমি যে অমৃত এই কথাটি আজ স্মরণ করব. সেই স্মরণ করবার দিনই এই মহোৎসবের দিন।

অসতো মা সদ্গময়। অসত্যে জড়িয়ে আছি, তোমার সঙ্গে মিললে তবে সত্য হব। তোমার সঙ্গে সত্যে মিলন হবে, জ্ঞানের জ্যোতিতে মিলন হবে, মৃত্যুর পথ মাড়িয়ে অমৃত লোকে মিলন হবে। বিশ্বজগৎকে তোমার প্রকাশ যেমন প্রকাশিত করচে, তেমনি আমার জীবনকে করবে। রুদ্র, তুমি আজ বড় রুদ্র হয়ে আছ, আজ সংসারের অন্ধকারের মধ্যে আছি। কিন্তু দাও তোমার প্রসন্ন মুখের জ্যোতি, তাহ'লে নিত্য রক্ষা পাব—দুঃখ থেকে রক্ষা পাব না, দুঃখকে বরণ করে নেব। দুঃখ যে তোমার সব চেয়ে বড় সম্পদ্—কিন্তু তোমার দক্ষিণ মুখ যদি না দেখতে পাই তাহলে দুঃখ যে অত্যন্ত দুঃখ হয়। পারব না রুদ্র পারব। পার রক্ষা পাব। আমার দরজা আজ একটুখানি উদ্ঘাটন কর, দয়া কর। একটুখানি খুলে দেখিয়ে দাও, আমার দরজার ঠিক পাশেই তুমি দাঁড়িয়ে আছ। একবার তোমার সেই মুখের জ্যোতিটুকু হৃদয়ের মধ্যে দাও।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(তত্ত্ববোধিনী হইতে উদ্ধৃত।)

রসায়ন।

সায়নোজেন বা নীলজন।

CYANOGEN—Cn or Cy.
Cn = 26.

ইতিহাস—১৮১৪ অব্দে গে লুসাক্ (Gay Lussac) সাহেব ইহা আবিষ্কার করেন। অঙ্গার যবক্ষার জনের সহিত সংযুক্ত হইয়া সায়নোজেন নামক পদার্থ উৎপন্ন করে। ইহা হইতে অনেক নীলবর্ণ পদার্থ উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে নীলজন কহে।

শতাংশিকের —০ অংশ উষ্ণতায় ৭৬০ মিলিমিটর চাপে ১১'১৯ লিটর সায়নোজেনের ভার ২৬।

ধর্ম্ম=ইহা বর্ণহীন বায়বীয় পদার্থ। ইহার প্রকার বিশেষে গন্ধ আছে। জলে অধিক দ্রব হয়। ইহার গন্ধ পিচফলের আটির গন্ধের অনুরূপ। ইহার দহনে $C_2 O_3 N$ উৎপন্ন হয়। চাপ ও শৈত্য সহযোগে ইহাকে তরল ও কঠিন করা যাইতে পারে। ইহা অত্যন্ত বিষাক্ত। সায়নোজেন যৌগিক পদার্থ হইলেও ভূত পদার্থের

ন্যায় ইহার পরমাণু অপরাপর দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হইয়া নানাবিধ যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে। এজন্য ইহাকে যোগরূঢ় পদার্থ কহে; এবং এই নিমিত্তই ইহার অপর চিহ্ন cy হইয়াছে।

প্রস্তুত-প্রণালী—

১। মারকিউরিক্ সিয়ানাইডকে উত্তপ্ত করিলে cy বিমুক্ত হয়, পারদ (Hg) থাকিয়া যায়। যথা—

$$Hg\ cy_2 = Hg + cy_2$$
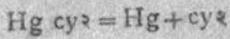
২। অঙ্গার ও যবক্ষার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংযুক্ত হইয়া cy উৎপন্ন করে না। কয়লা ও পটাসিয়ম কার্ব্বনেট উত্তপ্ত করিয়া তাহার উপর দিয়া N বাষ্পের স্রোত চালাইলে পটাসিয়ম সাইনাইড প্রস্তুত হয়। সচরাচর উক্তরূপে পটাসিয়াম্ সাইনাইড্ প্রস্তুত করে না। শিং, চামড়া প্রভৃতি জন্তুর পদার্থে পটাসিয়ম সাই-নাইড ও লৌহ চুর্ণ একত্র করিয়া অত্যন্ত উত্তপ্ত করিলে পটাসিয়ম সাইনাইড প্রস্তুত হয়। তাহা হইতেই সচরাচর পটাসিয়ম সাইনাইড প্রস্তুত হয়। ৬৫ ভাগ পটাসিয়ম্ সায়নাইড ও ১৭ ভাগ আর্জেন্টিক নাইট্রেট পৃথক পৃথক রূপে জলে গুলিয়া মিশাইয়া রাখিলে এক প্রকার শ্বেতবর্ণ পদার্থ জন্মে। ঐ পদার্থ শুষ্ক করিয়া পরীক্ষা-নলে উত্তপ্ত করিলে সাইনোজেন প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রবল বিষধর্ম্মি বলিয়া এই গ্যাস সংগ্রহ করা উচিত নয়।

হাইড্রাসায়েনিক এসিড।

H.C.N.—২৭।

ইহার অপর নাম প্রুসিক এসিড।

এক ভাগ সায়নোজেন ও এক ভাগ হাইড্রুজেন সংযুক্ত হইয়া ইহা উৎপন্ন করে।

শতাংশিকের ইত্যাদি (পূর্ব্ববৎ)।

ধর্ম্ম—ইহা বর্ণহীন তরল পদার্থ। ২৬|৫ ভাগে ফুটিয়া উঠে এবং ১৫০ শৈত্যে জমিয়া কঠিন হয়। গ্রীষ্মকাল অবস্থায় রক্ষা করা দুঃসাধ্য।

N. B.—ইহার ঘ্রাণ দ্বারা শিরঃপীড়া ও মূর্চ্ছা ঘটিতে পারে। ইহার একপ্রকার বিশেষ তীক্ষ্ণ গন্ধ আছে। ইহার আস্বাদ প্রখর কিন্তু অম্ল নহে। অধিক জলের সহিত না মিশাইয়া ইহা কোন প্রকারে ব্যবহার করা উচিত নহে। ১০০ ভাগ জলে ৩ ভাগ ইহা মিশাইয়া ঔষধার্থে ব্যবহার করা যাইতে পারে; কিন্তু তেমন স্থলেও একেবারে এক ফোঁটার অধিক কিম্বা বার বার দেওয়া যাইতে পারে না।

N. B.—ফলতঃ এই ঔষধের ব্যবহারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। অনভিজ্ঞ ভিষকের ইহা ব্যবহার করা উচিত নহে এবং ঔষধালয় ভিন্ন বাস-ভবনে ইহা রাখা অনুচিত।

N. B.—এই বিষ জন্য অনিষ্ট উৎপত্তি হইলে শীতল জল ব্যবহার দ্বারা তাহার

প্রতীকার হইতে পারে। এই বিষ দ্বারা কুকুরাদি মৃতপ্রায় হইলে তাহাদের শরীরে শীতল জলধারা ঢালিয়া দিয়া তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করা গিয়াছে। এমোনিয়া আঘ্রাণ করিলেও এই বিষের তেজ মন্দীভূত হয়।

প্রস্তুত প্রণালী।

পটাসিয়ম সায়নাইডকে গন্ধক দ্রাবকের সহিত সংযুক্ত করিয়া বকযন্ত্রে চোয়াইলে ইহা পাওয়া যায়। নামাইবার সময় যাহাতে এই গ্যাস উড়িয়া যাইতে না পারে, সেইরূপ বন্দোবস্ত করা উচিত। ফলতঃ বিশেষ সাবধান হইয়া এই গ্যাস সংগ্রহ করিতে হয় এবং প্রথম শিক্ষার্থীদিগের এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কোনও মতে কর্ত্তব্য নহে।

ডাক্তার শ্রীসত্যপ্রিয় দত্ত।

এক আশ্চর্য্য দ্বীপ।

প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ সীমায় ইষ্টার নামে এক দ্বীপ আছে। এই দ্বীপ দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল হইতে দুই সহস্র মাইল ও নিউজিলাণ্ড হইতে চারি সহস্র মাইল দূরে অবস্থিত। দ্বীপটিও বেশী বড় নহে, ইহার আয়তন ৪৫ বর্গমাইল মাত্র। এই ক্ষুদ্র দ্বীপে অনেক প্রস্তরের খোদিত মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিগুলি বিশাল এবং অতি বৃহৎ পাদভূমির উপর স্থাপিত। এই ক্ষুদ্র দ্বীপে প্রস্তরনির্ম্মিত বৃহৎ ও ক্ষুদ্র এত অধিকসংখ্যক মূর্ত্তি আছে যে, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। এতকাল ধরিয়া ইহার ইতিহাসের খোঁজ করা যাইতেছে, তবু তাহার কোন কিনারা হইল না। এই অজানিত ইতিহাস বাহির করিবার মানসে ইংলণ্ডের একজন এম. এ পাশ ভদ্রলোক একটি মটর-চালিত ষ্টিমার তৈয়ারি করাইতেছেন। তাঁহার সহিত একজন বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিৎ, ব্রিটিশ মিউজিয়মের একজন কর্ম্মচারী, একজন জাহাজ-চালক ও চৌদ্দ জন নাবিক গমন করিবেন। গত দুই শত বৎসর ধরিয়া যাহার সম্বন্ধে কেহ কোন সিদ্ধান্তে আসিতে পারেন নাই, তাহা জগতের সমক্ষে প্রকাশ করিতে পারিবেন, এরূপ আশা করা যাইতেছে। এই দ্বীপ পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম আশ্চর্য্য দেশ। এই দ্বীপটি আগ্নেয় গিরি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

যদি এই দ্বীপটি কোন মহাপ্রদেশের নিকটবর্ত্তী হইত, তাহা হইলে ইহার রহস্য এত শক্ত হইত না, কারণ দ্বীপে প্রস্তরের যে কার্য্য রহিয়াছে তাহা যে মানুষের হস্তগঠিত তাহা সহজেই প্রমাণ করা যাইত। কিন্তু মহাপ্রদেশ হইতে এত দূরে সমুদ্রের মধ্যে এই দ্বীপে এরূপ বিশাল প্রস্তরমূর্ত্তি কোথা হইতে আসিল? এই ক্ষুদ্র দ্বীপে পাঁচ শতেরও অধিক প্রস্তরমূর্ত্তি আছে। এই গুলি দুই হাত হইতে ৪৭ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ এবং দ্বীপের নানা

স্থানে ছড়াইয়া রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া মনে হয় যেন দানবগণ আসুরিক ব্যগ্রতার সহিত এইগুলি নির্ম্মাণ করিয়াছে, এবং মিসরের পিরামিড তৈয়ারী করিবার জন্য যত লোক লাগিয়াছিল, তত লোক অনেক দিনে এইগুলি নির্ম্মাণ করিয়াছে। যতগুলি মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাদের পরস্পরের মুখাবয়বের সাদৃশ্য আছে। মূর্ত্তিগুলির ঠোঁট সরু ও মুখের এরূপ ভাব যে, মনে হয় সেগুলি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছে। মিসরের প্রাচীন মূর্ত্তিগুলির মুখে মনের ভাব স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এই মূর্ত্তিগুলি তাহা অপেক্ষাও বেশী ভাবব্যঞ্জক। প্রত্যেক মূর্ত্তিই একই প্রস্তর খণ্ড হইতে খোদিয়া বাহির করা হইয়াছে। ইহাতে জোড়া নাই। সমুদ্রতীর হইতে আট মাইল দূরে এক নির্ব্বাণপ্রাপ্ত আগ্নেয় গিরি হইতে এই প্রস্তর বাহির করা হইয়াছে। কে এই সকল মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিল, কি যন্ত্র তাহারা ব্যবহার করিয়াছে, এবং কোন কালে এইগুলি নির্ম্মিত হইল, কে বলিবে?

যে দেওয়ালের উপর এই মূর্ত্তিগুলি স্থাপিত হইয়াছে, তাহাও অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক। দেওয়ালগুলি নিরবচ্ছিন্ন নহে, কিন্তু ভাগে ভাগে নির্ম্মিত। তাহার মধ্যে কতকগুলি ৪০০ ফিট লম্বা ও ১০ হাত হইতে ২০ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ ও দেওয়ালের উপরিভাগ ২০ হাত চওড়া। এই দেওয়াল প্রস্তর কাটিয়া তৈয়ারি করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ড ১১ মণ হইতে ১৪০ মণ পর্য্যন্ত ভারী। খনি হইতে পাহাড় পর্ব্বতের উপর দিয়া এত দূরে আনিয়া একখণ্ড প্রস্তরের উপর অপর খণ্ড কে সাজাইয়া রাখিল? এই সকল প্রশ্নের কোন প্রকার সন্তোষজনক উত্তর পাইবার আশা এ পর্য্যন্ত করা যায় নাই। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে টোপাজ নামক রণতরী একবার উক্ত দ্বীপে গিয়াছিল। তাহার কর্ম্মচারিগণ জেড নামক হরিৎ বর্ণের প্রস্তরবিশেষের বাটালি পাইয়াছিল। কিন্তু এই প্রকার যন্ত্রের সাহায্যে এত বৃহৎ মূর্ত্তি ও দেওয়াল প্রস্তুত করা অসম্ভব। বিশেষতঃ মূর্ত্তিনির্ম্মাণ করিতে যে প্রস্তর ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা এত শক্ত যে, উৎকৃষ্ট ইস্পাতের বাটালিও খারাপ হইয়া যায়। যে দেওয়ালের উপর মূর্ত্তিগুলি অবস্থিত আছে, তাহার সমান্তরাল আরও এক শ্রেণী দেওয়াল আছে এবং মধ্যে মধ্যে আড়াআড়ি দেওয়াল দ্বারা উক্ত দুই দেওয়াল সংযোগ করা আছে। কোন কোন জায়গায় ছাদ দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার নীচে হয় মানুষ বলি দেওয়া হইয়াছে অথবা যাহারা এইগুলি প্রস্তুত করিতে মারা গিয়াছে তাহাদিগের মৃতদেহ তথায় রক্ষিত হইয়াছে। কোনটা ঠিক নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

কোন্ দেশীয় লোক, কোন্ জাতি বা কাহারা এই আশ্চর্য্য মূর্ত্তিগুলি নির্ম্মাণ করিয়াছে তাহা বলা যায় না। ইতিহাস লেখার পূর্ব্বে এই স্থানে যে উচ্চ সভ্যতা ছিল

তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু ইহা অপেক্ষা বেশী কিছু বলা যায় না। এই ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না, তবে কতকগুলি নিদর্শন রহিয়াছে, তাহা হইতে ইহাদের সম্বন্ধে জানিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। প্রত্যেক মূর্ত্তির মস্তকের পশ্চাৎ ভাগ সমতল করা আছে ও তাহাতে নানারূপ রেখাপাত চিত্রাক্ষর আছে, তাহা পড়া যায় না, কারণ এই রেখাক্ষর ও চিত্রাক্ষর পড়িবার প্রণালী জানা নাই এবং জানিবার উপায়ও নাই। বৃহৎ গৃহগুলির ভিতরেও ঐ প্রকারে খোদিত চিত্রাক্ষরাদি আছে, ইহা ব্যতীত কাষ্ঠের তক্তার উপর নানা প্রকার খোদিত চিত্রাক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল চিত্রাক্ষর ও রেখাক্ষর পাঠ করিতে পারিলে যে আশ্চর্য্যজনক ইতিহাস বাহির হইবে তাহা বোধ হয় নিনেভের ইতিহাসের মতই অদ্ভুত হইবে। এই দ্বীপের নিকটে যে সকল পলিনেসিয়ার দ্বীপ আছে, তাহাদের অধিবাসিগণ এই দ্বীপ সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারে না; এমন কি তাহারা এই সম্বন্ধে কোন গল্প বা কোন প্রকার অনুমানও করিতে পারে না।

এই প্রকার বিশাল ও আশ্চর্য্যজনক মূর্ত্তি প্রভৃতি যখন তৈয়ারী হইতেছিল, তখন নিশ্চয়ই অনেক সুনিপুণ লোকের প্রয়োজন হইয়াছিল এবং বর্ত্তমানে দ্বীপটি যেরূপ ক্ষুদ্র তাহার মধ্যে এত লোক নিশ্চয়ই ধরে না। ইহা ব্যতীত এক দিকে এ দ্বীপে জল নাই বলিলেও চলে এবং অপর দিকে এই দ্বীপে খাদ্য দ্রব্য জন্মাইবার স্থানও অধিক নহে। তাহা হইলে বোধ হইতেছে যে, এই ইষ্টার দ্বীপ এক সময় খুব বৃহৎ ছিল ও এক দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে অবস্থিত ছিল অথবা ইহা অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতির ন্যায় এক মহা প্রদেশের মত বৃহৎ দ্বীপ ছিল কিম্বা এসিয়া বা আমেরিকার সহিত সংলগ্ন ছিল।

এ দ্বীপ নির্ব্বাণপ্রাপ্ত আগ্নেয়গিরিতে পূর্ণ।

নূতন সংবাদ।

১। পরলোকগত কুচবিহারের মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের উডলাণ্ডস্থ ভবনে কনিষ্ঠা রাজকুমারী সুধীরা সুন্দরীর সহিত লণ্ডননিবাসী মিঃ এলেন ম্যাণ্ড সাহেবের বিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

২। ২২শে ফেব্রুয়ারী ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড় লাট লর্ড মিণ্টো ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। এ সংবাদে আমরা যারপর নাই ব্যথিত হইয়াছি।

৩। আমেরিকা যুক্তরাজ্যের অন্তর্গত সেণ্টলুই নামক স্থানে স্ত্রীলোক ও বালকগণের বিচারের জন্য দুইজন স্ত্রীলোক নিযুক্ত করা হইয়াছে।

৪। কুরুক্ষেত্রের পবিত্র পুষ্করিণীর সংস্কার জন্য রেবার মহারাজা এক লক্ষ টাকা পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের হস্তে প্রদান করিয়াছেন।

৫। শ্যাম দেশের বালিকারা যদি ৩৫ বৎসর বয়সেও বিবাহিতা না হয়, তাহা হইলে তাহারা সম্রাটের নিকট প্রেরিত হয়। সুম্রাট্ অবিবাহিত বালিকার বিবাহ দিবার ভার গ্রহণ করেন এবং কারাগারের কোনও এক কয়েদীকে কারামুক্ত করিয়া তাহার সহিত উহার বিবাহ দেন।

বামারচনা।

পৌত্রমুখদর্শনে।

কি সুখ আবেশে অন্তর আমার
উঠিল আনন্দে ভরিয়া।
দুঃখ বাধা যত ছিল হৃদি মাঝে,
মুহূর্ত্তে গিয়েছে সরিয়া॥ ১

পুরাতন কথা, মনে নাই কিছু,
সকলি গিয়েছি ভুলিয়া।
যেন গো আমারে সুখ স্বর্গ-ধামে
চকিতে নিয়েছে তুলিয়া॥ ২

কোথা থেকে এক মায়া-শিশু এসে,
কি জানি কেমন করিয়া।
কচি মুখখানি দেখায়ে আমায়,
সর্ব্বস্ব লইল হরিয়া॥ ৩

তাই আজ এত আনন্দ হৃদয়ে,
নাহি মনে দুঃখ বেদনা।
ভূত, ভবিষ্যৎ, কিম্বা বর্ত্তমান,
ভুলেছি সকল ভাবনা॥ ৪

কি মোহিনী মায়া জানে এই শিশু,
বুঝিব সে আমি কেমনে।
মরমের মাঝে, কাটিল যে সিঁদ,
হৃদয় হরিল গোপনে॥ ৫

কোন দেবলোকে ছিলি ওরে শিশু,
উজলি স্বরগভুবনে।
দ্বিতীয়ার শশী, উদিলি আসিয়া
আমার হৃদয়-গগনে॥ ৬

পূর্ণ শশিরূপে, সংসার আকাশে,
উজল থাকিও সতত।
অমিয় কিরণ, বরষি জগতে,
সুশীতল রেখো নিয়ত॥ ৭

এসেছ যেমন, কুসুমের মত
পবিত্র হৃদয় লইয়া।
থেকো চিরদিন, সংসার-নন্দনে,
এমনি পবিত্র হইয়া॥ ৮

যাঁহার কৃপায়, এসেছ জগতে,
দেবশিশু রূপ ধরিয়া।
সে করুণাময়, রক্ষিবেন সদা,
আপদ্ বিপদ্ হরিয়া॥ ৯

৩৭ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষ কুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

স্নেহলতা

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 607. March, 1914.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫১ বর্ষ। ৬০৭ সংখ্যা। { ফাল্গুন, ১৩২০। মার্চ্চ, ১৯১৪। } ১০ম কল্প। ২য় ভাগ।

প্রতিজ্ঞা।

১

লইব না পণ করিলাম পণ,
যতদিন দেহে রহিবে জীবন,
দিব না দিব না এ দারুণ পণ,
হোক বা না হোক মেয়ের বিয়ে॥

২

শিখাব পালিব দোঁহারে সমানে,
তনয় তনয়া একই যতনে,
হোক যাহা আছে বিধির বিধানে,
মানুষ গড়িব মানুষ হয়ে॥

৩

স্বধর্ম্মপালিকা হইবে বালিকা,
অফুটন্ত ফুলে কোমল কলিকা,
গাঁথিব না হায় মোহন-মালিকা,
অকালে অযোগ্যে পরাব না গলে॥

৪

আদরে যতনে ধরম-বন্ধনে,
প্রেম তরুলতা হৃদয়প্রাঙ্গণে
যে রোপিতে চায় শুল্ক না গ্রহণে,
শাস্ত্রের বিধানে লইবে গো তুলে।

৫

সাধিব না আর কর যোড় করি,
বরের বাপের শ্রীচরণ ধরি,
চাহিব না আর ভবের কাণ্ডারি,
"জামতা রতন" মরি ঋণদায়ে।

৬

বাড়ী ঘর বেচে করিব না তত্ত্ব,
হবেন বেয়ান ক্রোধেতে উন্মত্ত,
যে আগুনে দহেছিল এই চিত্ত,
স্নেহলতা আজি জেলে দিল তায়ে।

৭

যথার্থ জননী পদে দাঁড়াইব,
সুশিক্ষায় প্রাণ পুষ্ট করি দিব,
সুকন্যা সুধন্যা ধরা উজলিবে,
সমাজ-লাঞ্ছনা তাজিয়া দূরে॥

৮

বিয়ে শুধু নয় দায়িত্ব মায়ের,
এ চিন্তা প্রবল সারা জীবনের,
এই সার্থকতা নারীজনমের,
বুঝাব না আর দ্বারে দ্বারে ঘুরে॥